জনতা // ওস্তাভ লা বোঁ

গুস্তাভ লা বঁ

জনতা

অনুবাদ

নুর মোহাম্মদ মিঞা

বাংলা একাডেমী

ঢাকা

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ

আষাঢ় ১৩৯১

জুন ১৯৮৪

বাঐ ১৪৬৪

মুদ্রণ সংখ্যা

১২৫০

পাণ্ডুলিপি

ভাষা, সাহিত্য উপবিভাগ/৩৫/৮৩-'৮৪

প্রকাশক

বশীর আলহেলাল

পরিচালক

ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ

বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক

জলসিঁড়ি মুদ্রায়ণ

পাটুয়াটুলি, ঢাকা

সলিমাবাদ প্রেস

২১/৩, কোর্ট হাউস স্ট্রিট

ঢাকা

বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ

রাগীব আহসান

মূল্য : ত্রিশ টাকা

J ANATA : The Bengali translation of Gustave Le Bon's *The Crowd*, translated by Nur Mohammad Miah. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh, First edition, June, 1984. Price

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

বিখ্যাত ফরাসী লেখক গুস্তাভ লা বঁ-এর বিখ্যাত বই *The Crowd* অনেক দিন আগে অনুবাদ করে স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে বাংলা একাডেমীতে ছাপানোর জন্য জমা দিয়েছিলাম। বাংলা একাডেমী অনুবাদটিকে ছাপানোর জন্য সর্বপ্রকার প্রস্তুতি যখন নিষ্পন্ন করেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ায়, বইটি ছাপানো হয়নি।

বইটা দশ/বারো বছর আগে অনুবাদ করেছিলাম এই ভেবে যে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ নিয়ে গণ-জমায়েত গড়ে ওঠে। প্রতিটি গণ-জমায়েতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও বহুমুখী হয়ে দেখা দেয়। সে কারণে তারা সমাজের উপর অনেক বিচিত্র প্রভাব ফেলে—যা কিছুটা কখনো কখনো সৃষ্টি-ধর্মী আবার কখনো বা বিধ্বংসীমুখী। বাংলাদেশের জনতাকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জানতে হলে এদেশের নবীন রাজনীতিকদের সাধারণ জনতার মন-মানসিকতা সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা থাকতে হবে ভেবেই ফরাসী লেখক লা বঁ-এর বইটি অনুবাদ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। জানি না এতে করে সমাজের কি উপকার হবে না হবে। তবে এতটুকু বলতে পারি যে এ-দেশের অনেক পাঠক-পাঠিকা বইটা পড়ে জনতার সত্যিকার মন-মানসিকতা যে কিভাবে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকে তার একটা সুন্দর প্রতিবিম্ব দেখতে পাবেন, এই প্রত্যাশায় বইটার অনুবাদ পাঠক সমাজে পরিবেষণ করলাম।

নূর মোহাম্মদ মিঞা

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম পর্ব ১-৪৫

প্রথম অধ্যায়/জনতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য : ১

দ্বিতীয় অধ্যায়/জনতার আবেগ প্রবণতা ও নৈতিকতা বোধ : ১০।

তৃতীয় অধ্যায়/জনতাব চিন্তা-ভাবনা, বিচারবুদ্ধি এবং কল্পনা শক্তি ৩০।

চতুর্থ অধ্যায়/জনতার বিশ্বাস ধর্মীয় বিশ্বাসের দৃঢ়মূল ৩৯।

দ্বিতীয় পর্ব ৪৫-১০৯

প্রথম অধ্যায়/জনতার বিশ্বাস নির্মাণের প্রস্তুতি-পর্ব ৪১।

দ্বিতীয় অধ্যায়/জনতার মতামতের পেছনে তাৎক্ষণিক কারণাদি ৬১।

তৃতীয় অধ্যায়/জনতার নেতারা কিভাবে জনতার প্রভাব বিস্তার করে ৭৩।

চতুর্থ অধ্যায়/জনতার বিশ্বাস ও মতামতের ব্যতিক্রমের সীমানাদি ৯৬।

তৃতীয় পর্ব ১১১-১৫৯

প্রথম অধ্যায়/জনতার শ্রেণীভেদ ১১১।

দ্বিতীয় অধ্যায়/যাকে অপরাধী জনতা বলে ধরা হয়ে থাকে ১১৬।

তৃতীয়অধ্যায়/ন্যায়নীতি বর্জিত জুরর ১২২।

চতুর্থ অধ্যায়/নির্বাচনী জনতা ১২৯।

পঞ্চম অধ্যায়/আইন পরিষদ ১৪০।

www.pathagar.com

প্রথম পর্ব

জনতার মানসিকতা

প্রথম অধ্যায়

জনতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য—চিন্তাসূত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিধান : মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে জনতা বলতে কি বুঝায়—যে-কোন জমায়েতকেই জনতা বলে আখ্যায়িত করা চলে না—যখন কোন জমায়েতের প্রত্যেকটি ব্যক্তির চিন্তা এবং আবেগ একটা নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হয় এবং সেই সাথে যখন তাদের প্রত্যেকের একক ব্যক্তিসত্তার বিলুপ্তি ঘটে—জনতা নিয়ত প্রভাবিত হয় সে সমস্ত বিষয় কর্তৃক যেগুলি সম্পর্কে সে পূর্ব-সচেতন নয়—মস্তিষ্কের বিচার-প্রক্রিয়া থেমে যায় এবং সে সাথে আবেগের দিকটা প্রাধান্য পায়—যার ফলে বুদ্ধিবৃত্তা গৌণ হয়ে পড়ে এবং আবেগের পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে—এই পরিবর্তিত মানসিকতা একক ব্যক্তির আবেগের তুলনায় ভাল বা মন্দ দুই-ই হতে পারে। জনতা সুপথগামী অথবা বিপথগামী হতে পারে।

সাধারণ অর্থে জনতা বলতে বুঝায় এমন একটি গণজমায়েত যেখানে জাতীয়তা, পেশা এবং নারীপুরুষ নির্বিশেষে কতকগুলি ব্যক্তির—যে-কোন কারণে একত্র হওয়া। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে জনতা বলতে সম্পূর্ণ আলাদা একটা সত্তাকে বুঝায়। একটা সুনির্দিষ্ট অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং কেবলমাত্র সেই প্রেক্ষিতেই একটা জমায়েতকে জনতা বলা যেতে পারে—যার বৈশিষ্ট্য, যেসব ব্যক্তিকে নিয়ে জনতার সৃষ্টি হচ্ছে—তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জনতার মন মানসিকতা একই খাতে প্রবাহিত হয় এবং যেখানে প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নিমজ্জিত হয়। একটা যৌথ মানসিকতা গড়ে ওঠে যদিও সেটা সাময়িক তবুও একথা সত্য যে, এই যৌথ মানসিকতায় সুস্পষ্ট একটা চারিত্রিক লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। এই ধরনের জমায়েতকে বলা যেতে পারে

www.pathagar.com

নবীন মানসিকতালব্ধ একটা জনতা। এবং তার নিজস্ব একটা একক সত্তার সৃষ্টি হয় এবং সেটি জনতার বিশিষ্ট মানসিক ধাঁচেই পরিচালিত হয়।

হঠাৎ করে বেশ কিছু সংখ্যক লোক এক জায়গায় হলেই তার জনতার চারিত্রিক লক্ষণ সমৃদ্ধ হয় না। কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যবিহীন অজস্র লোক একত্র হলেই মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে জনতা বলা চলে না। কোন জমায়েতকে সত্যিকারের জনতায় রূপান্তরিত হতে হলে তাকে বিশেষ কতকগুলি প্রাক্-কারণাদি সম্পন্ন হতে হবে। এই কারণাদির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা প্রয়োজন। একটি গণ জমায়েতকে সঙ্ঘবদ্ধ জনতায় পরিণত হতে হলে উক্ত জমায়েতের প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা নিমজ্জিত হবে এবং তদস্থলে জমায়েতের মন-মানসিকতা একটা পৃথক খাতে প্রবাহিত হবে। এটিই হচ্ছে সুসংবদ্ধ জনতা গঠনের পথে মৌলিক কারণ। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কিছু সংখ্যক লোকের স্থানিক নৈকট্যই জনতা গঠনে সহায়ক নয়। হাজার হাজার বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিও একই জনতার পরিমণ্ডলভুক্ত হতে পারে যদি কি-না এটি পরিদৃষ্ট হয় যে, কোন একটি বিশেষ কারণে তারা সমভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। যেমন ধরুন একটা জাতীয় ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা—এ ধরনের ক্ষেত্রে যে-কোন ছুতায় ভিত্তিতে ঐ বিপন্ন ব্যক্তিবর্গ তাদের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে একই জনতায় পরিণত হয়। বর্ণিত প্রেক্ষিতের বিচারে, কোন একটা বিশেষ মুহূর্তে অর্ধ ডজন ব্যক্তি মিলেও সঠিক অর্থে জনতার রূপ নিতে পারে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিনা উদ্দেশ্যে হাজার হাজার লোক একত্র হলেও তাকে জনতা বলে অবহিত করা চলে না। বিষয়টা আরো সহজ করে এভাবে বলা যেতে পারে যে, একটি দেশের অধিবাসীবৃন্দ কোন একটা জমায়েতের শরীক না হয়েও একটা বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে একটা জনতায় পরিণত হতে পারে।

সঠিক অর্থে যদি একটা জনতা সংগঠিত হয়, তাহলে কতকগুলি সুস্পষ্ট চারিত্রিক লক্ষণাদি তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। জনতার এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির পাশাপাশি আরো কিছু বিশেষ লক্ষণাদি পরিদৃষ্ট হয় যেগুলি জনতার সাংগঠনিক উপাদানসমূহের উপর নির্ভরশীল। এবং এসব গৌণবিশেষ লক্ষণাদি অনেক সময় জনতার মানসিকতায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে পারে।

www.pathagar.com

মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সঠিক জনতাকে শ্রেণীভুক্ত করা চলে। জনতাকে শ্রেণীভুক্ত করলে দেখা যায় যে, সমসত্ত জনতা এবং অসমসত্ত (Homogenous and Hetrogenous) জনতার মধ্যে যথেষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্টোর মিল রয়েছে। সেই সাথে এটাও উল্লেখ্য যে, দুই শ্রেণীর জনতারই কিছু বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলির ভিত্তিতে এই দুই শ্রেণীর জনতাকে পৃথকভাবে মূল্যায়ণ করা চলে।

বিভিন্ন ধরনের জনতা সম্পর্কে পর্যালোচনার পূর্বে প্রথমতঃ আমরা জনতার সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই। একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ্ যেমন প্রাণীকুলকে জাতি এবং প্রজাতিতে বিভুক্তির পূর্বে প্রাণী-জগতের সাধারণ চারিত্রিক লক্ষণাদি বর্ণনা করে থাকেন, তেমনিভাবে আমরাও প্রথমে জনতার সাধারণ চারিত্রিক লক্ষণাদি তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

একথা সত্য যে, জনতার মন-মানসিকতা সঠিক অর্থে বর্ণনা করা খুবই দুরূহ, কারণ প্রতিটি জনতা শুধু যে বর্ণ (Race) এবং সংগঠনের উপর নির্ভর করে, তা নয় বরং সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার কারণের গভীরতা এবং গঠনভঙ্গির উপরও নির্ভরশীল। একটি ব্যক্তির মন-মানসিকতার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও সমভাবে কঠিন। কেবলমাত্র উপন্যাসেই এটা সম্ভব। যেহেতু সেখানে ব্যক্তি-চরিত্র একই ধারায় উপস্থাপিত করা হয়। একথাও সত্য যে, কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক সমরূপতাই মনুষ্য চরিত্রের বাহ্যিক সমরূপতা সৃষ্টি করে। আমি অন্যত্র এটা দেখিয়েছি যে, সব ধরনের মানসিক রূপরেখাই পরিবেশের পরি-বর্তনের সাথে তাল রেখে পরিবর্তিত হবার সম্ভাবনা রাখে। এটাই প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ফ্রেঞ্চ কনভেনশন-এ যে ব্যক্তিটি অতি উগ্র ভূমিকা পালন করেছিল পরবর্তীকালে সেই একই ব্যক্তি একটা স্বাভাবিক পরিবেশে অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি বা সুবিচারক হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করেছে। ফরাসী বিপ্লবের উত্তরকালে তারা তাদের শান্তিপ্রিয় এবং আই-নানুগ নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, নেপোলিয়ন এই দুর্দমনীয়দের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর একান্ত ভক্তদের।

যেহেতু যেসব জনতা একটা পরিপূর্ণ সংগঠনরূপে গড়ে উঠতে সমর্থ হয়নি তাদের পর্যালোচনা করা খুবই দুরূহ, আমরা কেবল যেসব জনতা

www.pathagar.com

সাংগঠনিক পূর্ণ মাত্রা অর্জন করতে পেরেছে তাদের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকব। এভাবে আমরা জনতা কি, সেটা কি রূপ নিতে পারে তাই দেখব। জনতার একটা উন্নততর স্তরেই কেবলমাত্র একটা জাতি বা গোষ্ঠীর অপরিবর্তনীয় এবং সুদৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর কতকগুলি নতুন এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুমিত হতে পারে। এবং তখনই ঐ জনতার চিন্তা-ভাবনা একটা সামগ্রিক রূপ নিয়ে একটা সুনির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হয়। এমন অবস্থায় এলেই কেবল—আমি যাকে ইতিপূর্বে জনতার মানসিক ঐক্যের মনস্তাত্ত্বিক বিধান (Psychological law of the mental unity of crowds) বলেছিলাম, জনতা সে পর্যায়ে সক্রিয় হয়ে দেখা দেয়।

জনতার মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে অনেকগুলিই একক ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল খায়, তবে জনতার এমনও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে যা কেবলমাত্র কোন যৌথ সমাবেশেই পরিস্ফুট হয়ে উঠতে দেখা যায়। জনতার এই বিশেষ গুণাবলীই আমাদের প্রাথমিক আলোচ্য বিষয়।

সাইকোলজিক্যাল বা মনস্তাত্ত্বিক জনতার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক লক্ষণ হচ্ছে—জমায়েতের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ যারা জীবনযাত্রায়, পেশায়, চরিত্রে, বুদ্ধিমত্তায় যতই আলাদা বা পৃথক হোক না কেন, উক্ত জমায়েত যখন জনতায় রূপান্তরিত হয় তখন তাদের এমন একটি যৌথ কিন্তু একক মানসিকতা (collective mind) সৃষ্টি হয় যা ঐ সমস্ত ব্যক্তি একক এবং বিচ্ছিন্ন থাকলে যে চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি এবং কার্যকলাপ করত,—তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

আমরা জানি মনস্তাত্ত্বিক জনতা অসমসত্ত মানবিক উপাদানে গঠিত,—যা কি-না ক্ষণিকের জন্য সংশ্লিষ্ট হয়—যার তুলনা মানবদেহের সেল্‌স-এর পুনর্মিলনের রূপরেখার সাথে তুলনা করা চলে। এটা সর্বজনবিদিত যে, মানবদেহের সংমিশ্রিত সেল্-এর ক্রিয়াকলাপ প্রতিটি একক সেল্-এর পৃথক অবস্থায় কৃত নিজস্ব কার্যকলাপ থেকে আলাদা।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, হাবার্ট স্পেনসারের মতো বিখ্যাত দার্শনিকও বুঝতে ভুল করেছেন যে, অজস্র একক ব্যক্তির সংযোজনে যে একটা স্বতন্ত্র গুণসম্পন্ন একক সমষ্টি হচ্ছে, তাকেই আমরা জনতা বলে অভিহিত করছি।

www.pathagar.com

আমাদের বক্তব্য স্পষ্টতর হয়ে উঠবে যদি কি-না আমরা রসায়ন শাস্ত্রের উপাদানগুলির উত্তর সংমিশ্রণ নব সমষ্টির গুণাবলী প্রতিটি উপাদানের গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা দেখতে পাই।

এটা প্রমাণ করা কঠিন নয় যে, প্রতিটি ব্যক্তি জনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে তার নির্জন একক সত্তা থেকে আলাদা; কিন্তু এই পার্থক্যের কারণ নির্ণয় করা ততটা সহজ নয়।

এ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ আমাদের একথাটা প্রতিনিয়ত স্মরণ রাখা উচিত যে আধুনিক মনোবিজ্ঞান সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে, অবচেতন মন আমাদের দেহ-মনের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মনের অবচেতন অংশ মনের সচেতন অংশের তুলনায় অধিক প্রভাবশালী। এমন কি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক এবং তীক্ষ্ণধী বিশ্লেষকও বুঝে উঠতে পারে না যে, তার ক্রিয়াকলাপকে তার অবচেতন মন কি প্রবলভাবে প্রভাবিত করছে। আমাদের সজ্ঞানে কৃত কার্যাবলীর অধিকাংশই আমাদের মনের অবচেতন অংশেরই ফলশ্রুতি—যে অবচেতন মন কি-না আবার বংশানুক্রমিক ধারা কর্তৃক প্রভাবান্বিত।

আমাদের কৃতকার্যাদির পেছনে যেসব প্রকাশ্য কারণ থাকে তার পেছনে আরো অনেক গোপন কারণ নিহিত থাকে। এমন কি সেসব গোপন কারণগুলির পেছনেও আরো অনেক গুপ্ত কারণ থাকে, যে সম্পর্কে আমরা মোটেই সচেতন নই। আমাদের দৈনন্দিন কার্যাদির মধ্যে সিংহভাগ কাজই যে উক্ত গোপন কারণাদি হেতু নিষ্পন্ন হয়ে থাকে একথা আমরা আদৌ লক্ষ্য করি না।

এ সুপ্ত প্রেষণা একটা জাতির অবচেতন উপাদানসমূহ-যা জাতীয় প্রতিভা (genius) বলে পরিগণিত—এর বেলায় যতটা প্রয়োজ্য, তার চাইতেও বেশী প্রযোজ্য যেসব সচেতন মানসিক উপাদান শিক্ষা এবং বংশধারায় বৈচিত্র্যের কারণে পরস্পর পরস্পর থেকে পৃথক—তার উপর।

জ্ঞান বুদ্ধির দিক থেকে পৃথক হলেও প্রতিটি মানুষ প্রবৃত্তি, অনুভূতি এবং আবেগের দিক থেকে অনেক নিকটতর। ধর্ম, রাজনীতি, নৈতিকতা, ভালবাসা এবং বিদ্বেষ ইত্যাদি ব্যাপারে, দেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ খুব কমই

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষের চেয়ে আলাদা। জ্ঞানের বিচারে একজন অঙ্কশাস্ত্রবিদ এবং মুচির মধ্যে ব্যবধান দুস্তর কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বিচারে তাদের মধ্যে ব্যবধান নেই বললেও চলে—থাকলেও যৎসামান্য।

মূলতঃ চরিত্রের এইসব সাধারণ গুণাবলী যা প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান—তাই হচ্ছে জনতার গুণ বৈশিষ্ট্য। জনতার যৌথ মানসিকতায় ব্যক্তি বিশেষের বুদ্ধিসত্তা যে কারণে সে স্বতন্ত্র, তা দুর্বল হয়ে পড়ে। অসমসত্ত মানসিকতা সমসত্ত মানসিকতার কাছে বিলীন হয়ে যায়, যার ফলে অবচেতন গুণাবলী প্রাধান্য পায়।

এ কারণেই জনতা—যা কেবলমাত্র অতি সাধারণ মানসিক গুণাবলীরই অধিকারী, কখনোই কোন উচ্চতর জ্ঞান-বুদ্ধির কাজ নিষ্পন্ন করতে পারে না।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ—যারা নিজনিজ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞও বটে—জনস্বার্থে যে-সব সিদ্ধান্ত নেয় সেসব ব্যাপারে জনতা যেসব সিদ্ধান্ত নিতে পারত তার থেকে এমন কোন উচ্চস্তরের কিছু নয়। এ ব্যাপারে সত্যটি হচ্ছে যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যে সমস্ত কাজ নিষ্পন্নে উদ্বুদ্ধ হন তাতে অত্যন্ত সাধারণ জ্ঞান-বলীরই বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়—যে সাধারণ জ্ঞান প্রতিটি মানুষের মধ্যেই খুঁজলে পাওয়া যায়। জনতার মধ্যে বুদ্ধির চাইতে নির্বুদ্ধিতারই আধিক্য দেখা যায়। লোকে বলে যে জনগণের বুদ্ধি ব্যক্তি ভলতেয়ারের জ্ঞান থেকে অনেক বেশী, কিন্তু নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে—ভলতেয়ার জ্ঞান—জনগণ বলতে যদি জনতা বুঝায় তাহলে তার থেকে অনেক বেশী।

জনতার প্রতিটি ব্যক্তি যদি তাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে সাধারণ গুণাবলী আছে তা যদি একত্র করে, তাহলে খুব বেশী হলে একটা গড় দাঁড় করানো যেতে পারে। এই একত্রীকরণের নতুন কোন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয় না। তাহলে এখন কথা হচ্ছে, জনতার এই বৈশিষ্ট্য আসে কোত্থেকে? এটাই আমাদের এখন অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু।

যে সমস্ত কারণে জনতা বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়—তার কোনটাই বিচ্ছিন্ন একক ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় না। প্রথমতঃ কোন একজন ব্যক্তি—যে জনতার অংশ বিশেষ, জনতার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সংখ্যাধিক্যে

www.pathagar.com

নিজেকে দুর্দমনীয় মনে করে যেটা কি-না সে একাকী থাকলে মনে করত না। সে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে মোটেই সজাগ থাকে না, কারণ তখন সে নিজেকে একটা বিরাট ও বিপুল দায়িত্বহীন জনতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করে।

দ্বিতীয় কারণটি সংক্রামক চরিত্রের। তা জনতার বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহের উজ্জীবনে এবং জনতা যে গতির দিকে ধাবিত হয় তাকে সহায়তা করে। এ কারণটিকে সম্মোহন প্রকৃতির বলা চলে। জনতার প্রত্যেকটি কাজ এবং অবেগই সংক্রামক এবং তা এতটাই প্রগাঢ় যে, ব্যক্তি সেখানে তার ব্যক্তি-সত্তাকে জনসত্তার কাছে অবনমিত করে দেয়। এ অবনমন তার স্বাভাবিক চরিত্রের পরিপন্থী। এবং জনতার অঙ্গ না হলে তার পক্ষে তা অসম্ভবও ছিল।

তৃতীয় এবং সবচাইতে উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে সেটি যা জনতার প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয়—যে বৈশিষ্ট্যটি এই ব্যক্তি জনতার সংশ্লিষ্ট হওয়ার প্রাক্কালে ছিল না। সংশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে ব্যক্তি এতটাই সম্মোহিত হয় যে, সে সম্পূর্ণরূপে জনতার ইঙ্গিতবহ হয়ে পড়ে।

এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝার জন্য আমাদের সাম্প্রতিক শরীরবিদ্যা সম্পর্কিত আবিষ্কারগুলির দিকে নজর দিতে হবে। আমরা এখন জানি যে, ব্যক্তিকে নানান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমন অবস্থায় আনা যায় যেখানে সে তার সচেতন ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে এবং নির্দেশকের সব নির্দেশ বিনা প্রতিক্রিয়ায় পালন করে যায়। যদিও এ কথা সত্য যে সেগুলি তার চরিত্র এবং অভ্যাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

নিখুঁত পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, কোন ব্যক্তি যদি কিছুক্ষণের জন্য জনতার অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে, তাহলে সে এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছায় যা কি-না কেবলমাত্র একজন সম্মোহকের হাতে একজন সম্মোহিত ব্যক্তির অবস্থার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এ অবস্থায় মস্তিষ্কের ক্রিয়া অসাড় হয়ে পড়ে এবং সম্মোহিত ব্যক্তি তার মেরুদণ্ডের ক্রিয়াকলাপের প্রভাব বলয়ে এসে পড়ে। যা কি-না আবার সম্মোহক যথেচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে সচেতন ব্যক্তিসত্তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সে সময়ে তার ইচ্ছাশক্তি ও বিচার ক্ষমতা উবে যায়। তার সব চিন্তা-ভাবনা-অনুভূতি সম্মোহকের নির্দেশিত পথে চলে।

www.pathagar.com

কোন ব্যক্তি যখন জনতার অঙ্গীভূত হয় তখন তার অবস্থাও এমনি হয়ে দাঁড়ায়ঃ সে তার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সজাগ থাকে না। সে সম্মোহিত ব্যক্তির ন্যায় কিছু কিছু বিশেষ গুণাবলী হারিয়ে ফেলে আবার কিছু কিছু ব্যাপারে অত্যুৎসাহী হয়ে পড়ে। সে তখন অত্যধিক আবেগপ্রবণ অনেক কাজ করে বসে। সে আবেগ প্রবণতা জনতার ক্ষেত্রে সম্মোহিত ব্যক্তি থেকে আরো বেশী দুর্দমনীয়, কারণ জনতার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার পারস্পরিক সম্বন্ধ সংক্রামক। জনতার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এমন সল্পসংখ্যক লোকই থাকে যারা জনতার গতিকে বিপরীত দিকে ফিরাতে সক্ষম। খুব পারলে, তারা জনতাকে মারাত্মক পরিণতি থেকে টেনে এনে কোন শুভ দিগদর্শন দিতে পারে।

যার ফলে আমরা দেখছি, যে ব্যক্তি জনতার বশীভূত হয় তার মধ্যে নিম্নোক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকট হয়ে উঠে—সচেতন ব্যক্তিত্বের অবলুপ্তি, অবচেতন ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য, চিন্তা-ভাবনাকে জনতার চিন্তা-ভাবনার সাথে একমুখী করা, নির্দেশনা মোতাবেক কার্যে লিপ্ত হওয়া। সে তখন নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলে রবোটের পর্যায়ে এসে যায়।

তদুপরি, ব্যক্তি যখন জনতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয় তখন সে মানব সভ্যতার অনেক নিম্নস্তরে নেমে যায়। বিচ্ছিন্নভাবে সে একজন পরিশীলিত ব্যক্তি হতে পারে কিন্তু জনতার অঙ্গ হিসাবে সে বর্বর ও নরাধম অনুরূপ আবেগ তাড়িত হয়ে কাজ করে। সে তখন নির্বিঘ্ন গতি পায়, উন্মত্ততার শিকার হয় এবং আদিম মানুষের মতো উৎসাহ উদ্দীপনার অধিকারী হয়ে দাঁড়ানোর ফলে সে তার নিজস্ব স্বার্থের এবং অভ্যাসের পরিপন্থী কাজ করতে উন্মত্ত হয়ে উঠে। জনতার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি তখন অযুত বালুকণার মধ্যে বাতাসের ইচ্ছায় উৎক্ষিপ্ত একটি বালুকণায় ন্যায় হয়ে দাড়ায়।

অনেক সময় দেখা যায় যে, জুরিমণ্ডলী যে রায় দেয় ব্যক্তিগতভাবে সেই মণ্ডলীর কোন সদস্য সেটাকে অনুমোদন করে না। অনুরূপভাবে বলা যায়, জাতীয় সংসদের কোন সিদ্ধান্ত, সংসদের কোন সদস্য ব্যক্তিগতভাবে সেটাকে নিজের বেলায় প্রয়োগ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করলে বলা যায় যে, ফরাসী কনভেনশনে যারা বহু সৎ

www.pathagar.com

ব্যক্তিবর্গের গিলোটিনের হুকুম দিয়েছিল, ব্যক্তি হিসাবে আলাদা করে দেখলে দেখা যাবে যে তারা প্রত্যেকেই খুব শান্তিপ্রিয় লোক ছিল।

শুধু কার্যের প্রেক্ষিতেই কেবল কোন ব্যক্তি জনতার মধ্যে তার নিজস্ব সত্তা থেকে আলাদা হয় না। তার আগেই সে তার স্বাধীনতা হারায়, তার চিন্তা-ভাবনা এবং অনুভূতি পরিবর্তিত হয়, এবং এ পরিবর্তন এতটাই সুদূরপ্রসারী যে, তা একজন কৃপণকে মিতব্যয়ী করে তোলে, একজন পলায়ন-বাদীকে রূপান্তরিত করে বিশ্বাসীতে, সৎকে অসৎ, কাপুরুষকে বীরপুরুষে।

পরিশেষে বলা যায় যে, জনতা সব সময় বুদ্ধিবৃত্তির বিচারে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি থেকে নিম্নমানের, কিন্তু অনুভূতি এবং কার্যক্রমের দিক থেকে অনেক সময় জনতা ব্যক্তি থেকে ভালও হতে পারে এবং মন্দও হতে পারে। এ সব নির্ভর করে জনতা কি ধরনের নির্দেশনার বশীভূত। যারা জনতাকে অপরাধীর ভূমিকায় দেখে, তারা এ প্রশ্নটি ভুল বুঝে থাকে। নিঃসন্দেহে জনতা অনেক সময় অপরাধপ্রবণ, কিন্তু এ কথাও সত্য যে, তারা বহু ক্ষেত্রে বিরোচিতও বটে।

কেবলমাত্র জনতাই পারে ঝুঁকি নিয়ে কোন বিশেষ সত্য বা মতবাদকে বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে। যেমনটি ঘটেছিল ক্রুসেডে—অবিশ্বাসীদের হাত থেকে যীশুর কবর উদ্ধারের ক্ষেত্রে। এ ধরনের বীরোচিত ঘটনা অনেক ক্ষেত্রেই অবচেতন মানসিকতারই ফসল, কিন্তু এ বীরত্বও রচনা করেছে ইতিহাস। যদি মানব সমাজ চিন্তা-ভাবনা করেই সব কিছু করতো, মানব ইতিহাসে খুব বেশী মহৎ কাজের নজীর পাওয়া যেত না।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

জনতার আবেগপ্রবণতা ও নৈতিকতাবোধ : ১. জনতার অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা ও আবেগপ্রবণতার জনতা নিয়ত পারিপার্শ্বিকতায় হাতে বন্দী দাসানারূপ। জনতার ক্রিয়াকলাপ বাইরের পরিবেশের বদলের সাথে সাথে বদলাতে থাকে। জনতার প্রাক-চিন্তা নেই বললেই চলে। সংগঠিত জনতার ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জাতি বা গোষ্ঠীর ধারণার অভাব।

২. জনতা খুব সহজেই নির্দেশনার দাস হয়ে পড়ে। জনতার কোন নেতা কোন কিছু তাদের কাছে তুলে ধরলে—আসলে তা মিথ্যা হলেও—জনতা সেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত হোক জনতার অন্তর্ভুক্ত হলেই "ব্যক্তি" জনতার মানসিকতার দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। অনেক লোকে বল্‌ছেই দেখলে জনতা সেটাকে সত্য বলে মেনে নেয়। এটাই জনতার অনপনীয় মহা ত্রুটি।

৩. জনতার অতিরঞ্জিত করে দেখার মন মানসিকতা। জনতা সব কিছুকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে চায় এবং সব সময় চরম বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

৪. জনতার স্পর্শহীনতা রক্ষণশীল মানসিকতা ও অসীম ক্ষমতাধীশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের প্রবণতা। বলিষ্ঠ নেতৃত্বাধীনে থাকার মানসিকতা। জনতা বিপ্লবী হলেও তার অবচেতন মনে—রক্ষণশীল মানসিকতা, পরিবর্তন ও প্রগতির প্রতি অনীহা বর্তমান।

৫. জনতার নৈতিকতাবোধ : ব্যক্তির নৈতিকতা বোধের সাথে তুলনায় জনতার নৈতিকতা-বোধ কখনও বা খুব উচ্চমানের কখনও বা খুব অবমানের হতে দেখা যায়। খুব কম সময়ে প্রমাণটি দেখা যায় যে জনতা ব্যক্তি স্বার্থে কোন মূল্য দিচ্ছে। সমাজের উপর জনতার নৈতিক দায়িত্ববোধের প্রভাব।

জনতার প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সাধারণভাবে ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে। এখন আমরা এগুলির বিস্তারিত আলোচনায় আসতে চাই। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জনতার বিশেষ চারিত্রিক লক্ষণাদি হচ্ছে—আবেগপ্রবণতা, অস্থিরতা, যৌক্তিক চিন্তার অক্ষমতা, বিচার এবং বিশ্লেষণ,

www.pathagar.com

দৃষ্টিশক্তির অভাব, ভাবপ্রবণতার আধিক্য যা কি-না সাধারণতঃ নারীকুলে আদিম অধিবাসীদের এবং বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে প্রবল আকারে পরিলক্ষিত হয়। বিষয়টা পরিষ্কার করে বুঝাতে গিয়েই আমি উপরোক্ত উপমা টানলাম, এর বাস্তব সত্যটা প্রমাণ করে দেখানো এই গ্রন্থের আওতার বাইরে। তাছাড়া, যারা আদিম অধিবাসীদের মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত, তাদের জন্য এই বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন; এছাড়া যাদের এ জ্ঞান নেই, তাদের জন্যও এটা সমভাবে অর্থহীন।

আমাদের পরবর্তী আলোচনা হবে জনতার বৈচিত্র্যময় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

ক. জনতার আবেগ, গতি এবং অস্থিরতা: জনতার মৌলিক চারিত্রিক লক্ষণাদি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা একথা উল্লেখ করতে ভুলিনি যে, জনতা একান্তভাবে সুপ্ত প্রেষণা কর্তৃকই পরিচালিত হয়ে থাকে। জনতার কার্যকলাপ তখন প্রধানতঃ মস্তিষ্কের চেয়ে তার মেরুদণ্ড কর্তৃকই বেশী প্রভাবিত হয়। সে ভিত্তিতে জনতা আদিমবাসীদের অতি কাছাকাছি। জনতার কৃতকার্যাদি সুনিষ্পন্ন হতে পারে বটে, কিন্তু যেহেতু এর কার্যাবলী মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, ফলে আবেগপ্রবণতাই তাকে তার কার্য সম্পাদনে প্রভাবান্বিত করে। জনতা যেহেতু বাহ্যিক আবেগতাড়িত কারণের অধীন, সেহেতু তার কার্যাবলী নিয়ত রূপ বদলাতে থাকে। এখানে বলা যেতে পারে যে, একক কোন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি যদি অনুরূপ উত্তেজক কোন আবেগের আওতায় এসে পড়ে, তাহলে সে যেহেতু তার স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি তখনো বর্তমান, সেহেতু সে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে দূরে থাকবে। শরীর বিদ্যার দিক থেকে এ ব্যাপারটিকে এভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে যে বিচ্ছিন্ন কোন ব্যক্তি তার প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে দমনে সক্ষম অথচ জনতার সে ক্ষমতা থাকে না।

জনতা যেসব বিচিত্রময় আবেগের বশীভূত হয় সেগুলি উদার অথবা নিষ্ঠুর, বীরোচিত বা কাপুরুষোচিত হতে পারে। কিন্তু সেগুলি এতটাই প্রবল হবে যে তার কাছে ব্যক্তিস্বার্থ, এমন কি তার আত্মরক্ষার প্রবণতাটাও সম্পূর্ণ অবনমিত হয়ে পড়বে। যেসব উত্তেজক কারণ জনতাকে প্রভাবিত করে তার প্রকারভেদ এত বহুল যে, এগুলি জনতাকে নিয়ত লক্ষ্য বদলাতে

www.pathagar.com

বাধ্য করে। এ জন্যই দেখা যায় যে উন্মত্ত জনতা মুহূর্তের মধ্যে বিভীষিকাময় কার্যাদি থেকে সরে এসে অত্যন্ত উদার এবং বীরোচিত কার্যে প্রবৃত্ত হয়। যে জনতাকে ঘাতকের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়, সেই একই জনতা অতি সহজে শহীদের ভূমিকা পালনেও আকৃষ্ট হয়। একথা সর্বজনবিদিত যে, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জনতা কত-না রক্ত ঢেলেছে! এই সত্য প্রমাণের জন্য আমাদের ইতিহাসের অনেক পেছনে যাওয়ার দরকার হয় না। জনতা কখনো বিপ্লব মুহূর্তে তাদের জীবন উৎসর্গ করতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করে না। এটাও বিমল নয় যে কোন সেনাপতি ঘটনাচক্রে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে, শত সহস্র ব্যক্তি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যের জন্য প্রাণবিসর্জন দিতে এতটুকু পিছ-পা হয় না।

এসব সন্ধিক্ষণে জনতা এখনো অগ্রপশ্চাৎ ভেবে কাজ করে না। তারা আবেগ তাড়িত হয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রতিটি মুহূর্তে তারা তাৎক্ষণিক প্রবল-আবেগ দিয়ে তাড়িত হয়। তুলনা করলে দেখা যায় যে তারা ঝঞ্ঝা-বিতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় উড্ডীন-উত্তর যততত্র ভূপাতিত হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে আমরা যখন বিপ্লবী জনতার কথা বলব তখন তাদের বৈচিত্র্যময় আবেগ সম্পর্কে আলোকপাত করব।

জনতার এই বিচিত্র গতি নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন—বিশেষ করে যখন সরকার কোন আইনের অপপ্রয়োগ করে। গণতন্ত্রের পক্ষে টিকে থাকাই দুষ্কর হতো যদি কি-না তারা আমাদের জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কোন কিছুর ব্যাপারে সোচ্চার না থাকত। যদিও জনতার লক্ষ্য হাসিলের প্রক্রিয়া উদ্দাম—তবুও একথা সত্য যে, সেটা ক্ষণস্থায়ী।

জনতা কেবল আবেগপ্রবণ বা দোদুল্যমানই নয়, বর্বরদের মতো জনতা তার উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য হাসিলের মধ্যে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা মানতে রাজী নয়। জনতা তার যৌথ শক্তির ভিত্তিতে এতটাই শক্তি মদমত্ত হয়ে পড়ে যে, তার আকাঙ্ক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের মধ্যে কোন বাধা আসতে পারে, তা তার বোধ-বহির্ভূত। তার কারণ হচ্ছে, জনতার অঙ্গীভূত শক্তি কোন কিছুকে অসম্ভব বলে মনে করে না। একজন জনতা বহির্ভূত ব্যক্তি একা কখনো প্রাসাদে আগুন দিতে বা দোকান লুট করতে

www.pathagar.com

প্রবৃত্ত হবে না। বরং যদি কেউ তাকে সেটা করতে প্ররোচনাও দেয়, সেই প্ররোচনা সে ব্যক্তি হিসেবে প্রতিরোধ করবে।

জনতার অঙ্গীভূত ব্যক্তি যৌথ ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন বলে—তাকে হত্যা বা লুটতরাজে প্রবৃত্ত করলে সে নিজেকে সংবরণ করতে পারে না। তার সম্মুখে কোন অপ্রত্যাশিত বাধা আসলে, তাকে সে দুর্বার শক্তি দিয়ে রুখে দাঁড়ায়। যদি মানবদেহ এই উত্তেজনা দীর্ঘ সময় ধরে রুখতে সক্ষম হতো, তাহলে একথাও বলা যেতে পারত যে, জনতা এমন একটা ভয়ঙ্কর অবস্থায় দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারতো।

জাতি বা গোষ্ঠীর মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা থেকে মূলতঃ আমাদের সব রকম আবেগ এবং অনুভূতির জন্ম—জনতার অস্থিরতা, আবেগপ্রবণতা এবং দোদুল্যমানতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সব জনতাই অস্থির এবং উত্তেজিত থাকে তবে উত্তেজনা বা অস্থিরতার মাত্রায় বৈষম্য আছে। উদাহরণ হিসাবে এখানে ল্যাটিন এবং এ্যাংলোস্যাকসন জনতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক ফরাসী ইতিহাসও সেই সাথে যোগ করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ একটা তার বার্তার কথা উল্লেখ্য, যে তার বার্তায় একজন দূতকে অবমাননা করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়েছিল, উক্ত তারবার্তা যুদ্ধোত্তরকালে নতুন আরেকটা বিপর্যয় ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট ছিল। আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়কে আরো জোরদার করতে গিয়ে আমরা ল্যাংসন (Langson)-এর ঘটনাটির উল্লেখ করতে পারি—যেখানে উত্তেজিত জনতার কারণে সরকারের পতন ঘটেছিল। এই সাথে খার্তুমের ঘটনাটির উল্লেখ না করলে আমাদের আলোচ্য বিষয় খণ্ডিত থেকে যাবে। বিলেতে জনতার মধ্যে খার্তুমে বৃটিশ অভিযান সামান্য আবেগ সঞ্চার ছাড়া এমন কিছু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি।

জনতা সারা বিশ্বে নারীসুলভ আবেগতাড়িত, তবে ল্যাটিন জনতার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি আরো বেশী প্রযোজ্য। জনতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর প্রত্যয় রেখে হয়তো অনেক সময় অনেক মহৎ উদ্দেশ্য হাসিল করা যেতে পারে, কিন্তু এমনটি করাকে কেবল কোন খাড়া পাহাড়ের চড়াইয়ের উপর অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপদসঙ্কুল চলাফেরার সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

খ. জনতার নির্দেশনা গ্রহণপ্রবণতা এবং বিশ্বাসপ্রবণতা: আমরা যখন জনতার সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেছি, তখন উল্লেখ করেছি যে, জনতার সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নির্দেশ গ্রহণপ্রবণতা অতিমাত্রায় বর্তমান এবং আমরা একথাও বলতে ভুল করিনি যে নির্দেশনা জমায়েতের উপর কি পরিমাণ সংক্রামক হয়ে দাঁড়ায়—যা কি-না জনতাকে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখে ধাবিত করতে তার চিন্তা চেতনাকে প্রভাবিত করে। যে যাই মনে করুক না কেন, জনতা স্বভাবতই গ্রহণেচ্ছুক থাকে এবং সেই কারণে জনতাকে নির্দেশনা প্রদান সহজতর হয়। কোন নির্দেশনা এলেই সেটা জনতার প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে তড়িৎ গতিতে সংক্রামিত হয় এবং অনতিবিলম্বে একটা সম মনোভাবের সৃষ্টি বাস্তবতা লাভ করে।

নির্দেশনা প্রেক্ষিত হওয়ার সাথে জনতার প্রতিটা ব্যক্তি তা কার্যে পরিণত করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ে। সে কাজটা ভালমন্দ যাই হোক না কেন – যেমন ধরুন প্রাসাদে আগুন দেয়া অথবা আত্মবিসর্জন জনতা সমভাবেই তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। সবকিছুই নির্ভর করে কারণের প্রাবল্যের উপর।

পরিণতিতে যে জনতা নিয়ত অবচেতন মানসিকতার সীমারেখায় বিচরণ করছে, সব রকম নির্দেশনার কাছে মাথা পেতে দিচ্ছে, অবশেষে সুষ্ঠু চিন্তাভাবনা রহিত আচরণের অনুভূতি সম্পন্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, জনতার কাছে কোন কিছুই অসম্ভব বলে মনে হয় না। সেই প্রেক্ষিতে আমাদের মনে রাখা উচিত যে অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা কত সহজেই না সম্পাদিত এবং সম্প্রচারিত হয়েছে।

এসব অবিশ্বাস্য ঘটনা সৃষ্টি কেবল জনতার বিশ্বাস প্রবণতার উপর নির্ভরশীল নয়, জমায়েতের কল্পনায় এসব ঘটনাবলীর যে বিস্ময়কর বিকৃতি ঘটে, তার উপরও নির্ভরশীল। এই প্রক্রিয়ার কারণে অত্যন্ত সাদামাটা ঘটনাও জনতার কল্পনায় সম্পূর্ণরূপে পাল্টে যায়। জনতা সব সময় একটা মানসিক 'প্রতীকের' মাধ্যমে চিন্তা করে এবং এই 'প্রতীক-ভাবনা' সাথে সাথে আরো অনেক প্রতীক-ভাবনাকে টেনে আনে যদিও প্রথম প্রতীক-ভাবনার সাথে পরবর্তী প্রতীক ভাবনাগুলির আদ্যপান্ত কোন যৌক্তিক সম্পর্ক থাকে না। এ ধরনের মানসিক অবস্থাটা আমাদের কাছে আরো পরিস্ফুট হবে যদি

www.pathagar.com

আমরা আমাদের জীবনে কোন একটা ঘটনাকে মানসিক দিক থেকে প্রতিবিম্বিত করে বুঝতে চেষ্টা করি। যদিও আমরা এধরনের মানসিক প্রতিবিম্বগুলির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাই না, তবুও আমাদের বলতে হয় যে, জনতা এ সত্যের প্রতি অন্ধ এবং সত্য ঘটনার সাথে এসব মানসিক প্রতিবিম্ব জুড়ে দিয়ে বিকৃত সত্যকেই গ্রহণ করে বসে। ফলে জনতা বাস্তব সত্য এবং মানসপটে বিম্বিত সত্যের মধ্যে খুব কমই পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। জনতা কাল্পনিক প্রতিবিম্বগুলিকে বাস্তব সত্য বলে গ্রহণ করে নেয়—যদিও বাস্তব সত্যের সাথে সেসব প্রতিবিম্বিত সত্যের খুব ক্ষীণ একটা সম্পর্ক রয়েছে।

যদিও আমাদের বিশ্বাস যে অসংখ্য মানুষ সমন্বয়ে যে জনতা গঠিত তার প্রত্যেকেই কোন একটি ঘটনাকে একটু আলাদা করে ভাববে বা দেখবে, আসলে ব্যাপারটি কিন্তু তা নয়। জনতার প্রত্যেকটি ব্যক্তি সংক্রমিত বলেই বিকৃতিটা একই ধরনের হবে এবং একই রূপে প্রতিভাত হবে।

জনতার বাস্তব সত্যের বিকৃতি শুরু হয় যখন জনতারই কোন একটি ব্যক্তি সত্যের বিকৃতরূপ তুলে ধরে। এবং এটাই হচ্ছে পরবর্তীকালে সংক্রমণের সূচনা। বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণের স্বপক্ষে অমরা সেন্ট জর্জের কথা উল্লেখ করতে পারি—যাকে কি-না একটি ব্যক্তির দ্বারা নির্দেশনা এবং সংক্রমণের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত দেবতায় উন্নীত করা হলে সবাই সেটা বিশ্বাস করেছিল।

অনুরূপটি ঘটে চলছে ইতিহাসে নিরন্তর—হাজার হাজার লোক সাক্ষ্য দিলেও এটারই অপর নাম যৌথ দৃষ্টি-ভ্রান্তি।

এতক্ষণ যা বলা হয়েছে তাকে তা অস্বীকার করতে গিয়ে যেন একথা কেউ না বলেন যে, জনতার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরও একটা মন-মানসিকতা থাকে। তদুত্তরে আমি বলতে চাই যে, এই মন মানসিকতার কোন গুরুত্ব নেই। কারণ যখনই কোন ব্যক্তি—শিক্ষিত বা মূর্খ—জনতার অঙ্গীভূত হয়, সে তখন আর বাস্তব সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না।

আমার বক্তব্য অনেকের কাছে আপাততঃ বিরোধী বলে মনে হতে পারে। এটাকে সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলে প্রমাণিত করতে হলে আমাদের ঐতিহাসিক ঘটনা তুলে ধরতে হয়—যেটা এ গ্রন্থে সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

তবুও পাঠকের কাছে আমি বিষয়টা অপ্রমাণিত রাখতে চাই না, বলেই আমি অসংখ্য ঘটনা থেকে কিছু ঘটনা তুলে ধরতে চাই। এ প্রসঙ্গে আমি জুলিয়ান ফেলিক্স (Julian Felix)-এর সী কারেণ্টস (See Currents) বইটার উল্লেখ করতে চাই। [যেটা Revenue Suentifique-এ একদা তুলে ধরা হয়েছিল।]

প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ের কারণে একদা বেলী পল (Belli Paul) নামে একটি ফ্রিগেট (Fregete) la Bercan নামক ক্রুইজার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে ঐ ফ্রিগেটটি যা ক্রুইজারকে মুক্ত সমুদ্রে খুঁজে ফিরছিল। দিনটি ছিল আলোকজ্জ্বল। হঠাৎ অনুসন্ধানী যন্ত্র একটা ভগ্ন তরী দেখার ইঙ্গিত প্রদান করলো। নাবিকরাও সে নির্দেশিত দিকে তাকালো এবং অফিসার ও নাবিক প্রত্যেকেই দেখতে পেল একটা ভেলা থেকে কতকগুলি লোক বিপদসঙ্কুল অবস্থার ইঙ্গিত পাঠাচ্ছে। তবুও এটা ছিল আসলে যৌথ দৃষ্টি-ভ্রান্তি। আডমিরাল ভেসপজেস একটা নৌকা নামিয়ে দুরবস্থায় পতিত নাবিকেদের বাঁচাবোর জন্য যাত্রা শুরু করল। লক্ষ্য বস্তুর কাছাকাছি পৌঁছে তারা দেখল অনেকগুলি লোক তাদের হাত-পা মাথা নাড়াচাড়া করছে এবং অনেক গোলমেলে শব্দ ভেসে আসছে। তারা আরো কাছে গিয়ে দেখল যে, ভেলার উপর আর কিছু না কতকগুলি ডালপালা নিকটবর্তী উপকূল থেকে বাহিত পাতায় বিজড়িত হয়ে আছে। সরাসরি সাক্ষাতের ফলে আপাতসত্য বলে বিশ্বাসকৃত ঘটনাটি একেবারে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল।

যৌথ অলীক বিশ্বাসের একটা উজ্জ্বল চিত্র আমরা উপরের উদাহরণে দেখতে পাই। এ ধরনের ভ্রান্তিতে আমরা দুটি জিনিস দেখতে পাই তার মধ্যে একটা হচ্ছে অত্যধিক প্রত্যাশী একটা জনতা, অন্যদিকে রয়েছে সমান মানসিকতায় অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কোন একটা জিনিসের ভ্রান্ত রূপ দেখার জন্য জনতার মধ্যে খুব বেশী লোকের প্রয়োজন নেই। অনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিও যখন একটা জনতার সৃষ্টি করে, তখন বুঝতে হবে যে তারাও তখন জনতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-সমূহ কর্তৃক আবিষ্ট। তারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে যে পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতার অধিকারী তা জনতার অন্তর্ভুক্তির সাথে সাথে উবে গেছে।

www.pathagar.com

এটাকে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরেছে মিঃ ডেভি (Mr Davey)। একটা উদাহরণের মাধ্যমে (Annal des sciences Psychis a ues-এ যার উল্লেখ আছে)। একদা ডেভি একটা জমায়েত ডেকেছিলেন যার মধ্যে বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী ওয়ালেসও ছিলেন। এবং তিনি সে জমায়েতে সর্বপ্রকার সতর্কার মধ্যেও অশরীরী আত্মাদের আনয়ন করে প্লেটের উপর অদৃশ্য হাত দিয়ে লেখানো ইত্যাদি দেখিয়েছিলেন।

ডেভি পরবর্তীকালে সেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে লিখিত রিপোর্ট নিয়েছিলেন যাতে কি-না তাঁরা সবাই বলেছিলেন যে, এগুলি অদৃশ্য কোন ক্ষমতার মাধ্যমে করা হয়েছে। তিনি তাঁদের কাছে স্বীকার করলেন যে এটা খুব সাদাসিধে চালাকির মাধ্যমে করা হয়েছে। এ ঘটনাটি যিনি বিবৃত করেন তিনি কিন্তু মন্তব্য করেছেন যে এটা কোন চালাকির ব্যাপার নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে এটা জনতার মানসিকতার উপর দুর্দমনীয় প্রভাবেরই ফলাফল। তিনি জনতাকে এমন কিছু দেখ্‌তে বাধ্য করেছিলেন যা বাস্তবে ছিল না। এখানেও আমরা দেখতে পাই সম্মোহিতের উপর সম্মোহকের দুর্দমনীয় প্রভাব তারই বহিঃপ্রকাশ। এরকম একটা সুশিক্ষিত জনসমাবেশের উপর যদি এমন প্রবলতর সম্মোহন সম্ভব হয়ে থাকে, তাহলে এটা যে আরো কত কার্যকরীভাবে সাধারণ জনতাকে প্রভাবিত করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ রকম অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। আমি যখন এটা লিখেছিলাম তখন খবরের কাগজে 'সীন' নদীতে দুটি বালিকার ডুবে মারা যাওয়ার খবর পরিবেশিত হচ্ছিল। এ ব্যাপারে অর্ধ ডজন লোক নিখুঁতভাবে সাক্ষ্য দিয়েছিল যে জজের সামনে আনীত দুটি মেয়েই সেই পানিতে ডুবে মরা দুটি মেয়ে। এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদি এতই সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল যে জজ সাহেব নিজেও তাদেরকে সেই মর্মে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু তাদেরকে যখন কবর দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল, ঠিক তখনই হঠাৎ করে জানা গেল যে, যাদেরকে পানিতে ডুবে মারা গেছে বলে ধরে নেয়া হয়েছিল, তারা আসলে জীবিত এবং এই মৃত মেয়ে দুটির সাথে আসলে ওদের চেহারার কিছুটা মিল রয়েছে মাত্র। পূর্বে উল্লেখিত অন্যান্য ঘটনার মতো, এক্ষেত্রেও

www.pathagar.com

প্রথম সাক্ষীর দ্বারা—যে নিজেই ছিল অলীক কল্পনার শিকার—অন্যান্য সাক্ষীরাও প্রভাবিত হয়েছিল।

অনুরূপ ঘটনাবলীতে প্রায়ই এমনটি ঘটে থাকে যে, প্রথম যে ব্যক্তিটি অত্যন্ত ছোটখাটো এবং অস্পষ্ট ঘটনাসূত্র থেকে নিয়ে স্বকল্পিতকারে কোন কথা ছাড়িয়ে দেয়—সেটিই সংক্রমিত হয়ে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়ে দাঁড়ায় যখন আর ঐ কথার প্রাথমিক ভিত্তিকে অস্বীকার করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে বিশেষ করে যদি প্রথম অভিব্যক্তিক একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক হন তাহলে দেখা যায় যে তাঁর নির্দেশিত চিহ্নাদি—আসল চিহ্নাদি থেকেও অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে যে ভ্রান্ত ধারণার জন্ম হয় এবং সেটাই এমন একটা নির্দিষ্ট-রূপ নেয় যে, এর বিপরীতে অন্যদের মধ্যে যে সত্যান্বেষী মন আছে তাও অকেজো হয়ে পড়ে। এমনটি হয়ে গেলে তখন তারা তাদের যা দেখানো হয়, তাই দেখে, বিষয়টির স্বরূপ দেখে না। এভাবেই আমাদের নিম্নে প্রদত্ত উদাহরণে আপন মায়ের ভ্রান্ত-দৃষ্টির নমুনা পাওয়া যাবে। এ উদাহরণের মধ্যেই আমি উপরে যে ভ্রান্ত-ধারণার প্রতিক্রিয়া ভঙ্গির নির্দেশনা দিয়েছি তারও একটা প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

এটা সবার কাছে স্পষ্ট যে একটা শিশু ভুলক্রমে আরেকটা মৃত শিশুকে, 'সত্যি সত্যি চেনে বলে' যে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল তা পরবর্তীকালে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ঐ একই ধরনের ভুল অসংখ্য লোকেও করতে বাধ্য হয়েছিল।

একটা অত্যাচার্য ঘটনার কথা বলি। একদা কোন স্কুলে একটা বালক মৃতের দেহটি দেখে তাকে সঠিক চেনে বলে যে মতামত প্রকাশ করেছিল, তার একদিন পর একজন মহিলা এসেই বললেন 'ইয়া আল্লাহ এটা আমারই ছেলে হবে।'

তাকে তখন সরাসরি মৃতদেহের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে সে ছেলের কাপড়চোপড়, এমনকি, ছেলের কপালের দাগটা পর্যন্ত তারই ছেলের মনে করে, এটাই আমার সেই ছেলে—যাকে কিছুদিন আগে আমার কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে,—বলে অভিমত প্রকাশ করে। এ মহিলার নাম সভানর্ডার (Chavandret)

www.pathagar.com

পরবর্তীতে সে মহিলার দেবরকেও ডাকা হল। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল যে এটা কি তার ভ্রাতুষ্পুত্রের লাশ? তখন সে বলল—'এই হচ্ছে আমাদের ছোট খোকাঃ 'কিলবার্ট''। শুধু এই নয়, ভ্রান্ত-দৃষ্টির ফলে এমনকি পাড়ার সমস্ত লোকও এই ছেলেকেই বালক কিলবার্ট সাভানর্ডার বলে ভুল করে। এমন কি তার স্কুল মাস্টারও তাকে এই বলে সনাক্ত করে যে, এই তো আমার ছাত্র মেডেলপরা কিলবার্ট।

এতদসত্ত্বেও এটা ঠিক যে, এরা সব কজনই—প্রতিবেশী, চাচা, স্কুল মাস্টার এমনকি মা পর্যন্ত 'ভ্রান্ত-দৃষ্টি' কর্তৃক প্রভাবান্বিত হয়েছিল। অত্যাচার্য যে, ছয় সপ্তাহ পরে যখন দেহটির সত্যিকারের পরিচয় উন্মোচন হল, তখন দেখা গেল যে আসলে ছেলেটি বর্ডিয়াক্স (Bordiaux)-এর বাসিন্দা, সেখানেই সে নিহত হয়েছিল এবং কোন একটা পরিবহন সংস্থা তার মৃতদেহটি প্যারিসে নিয়ে এসেছিল।

এখানে একথা বলতে হয় যে, এ ধরনের ভ্রান্ত সনাক্ত সাধারণতঃ মেয়েরা ও কিশোর-কিশোরীরাই বেশী করে থাকে। এ জন্যই আদালতে দেখা যায় যে এ ধরনের সাক্ষীসাবুদের খুব বেশী গুরুত্ব দেয়া হয় না। এ জন্যই স্বল্প বয়সী শিশু-কিশোরদের কোন ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে না টানাই ভাল। যদিও বিচারকরা মনে করেন যে, শিশুরাও মিথ্যা বলে না, তবুও এটা কি মনে করা ঠিক যে, শিশুরা বয়স্কদের তুলনায় এমন কিছু সুষ্ঠু ও উন্নতর মানসিকতার অধিকারী! শিশুরা যা বলে তা একান্ত সত্য বিশ্বাসেই বলে, কিন্তু তা বলেই তাদের বক্তব্য সবসময় একান্ত সত্য বলে গ্রহণ করা চলে না। শিশুর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোন অপরাধীকে বিচার করার চাইতে লটারীর মাধ্যমেই উক্ত অপরাধীর ভাগ্য নির্ধারণ করা শ্রেয়তর নয় কি?

মূল আলোচনায় ফিরে আসলে আমরা এ ধরনের একটা উপসংহার টানতে পারি যে, জনতার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূলতঃ প্রথম ব্যক্তির ভ্রান্ত ধারণার অনুরূপই হয়ে থাকে—কারণ সেখানে প্রাথমিক সংক্রমণের প্রাবাল্যই সর্বাধিক। কোন বিষয় সম্পর্কে জনতার ধারণা যে সঠিক নয় তার প্রমাণে আরো অজস্র উদাহরণ টানা যেতে পারে। পঁচিশ বছর পূর্বে সিডানের যুদ্ধে হাজার হাজার লোকের

www.pathagar.com

উপস্থিতি থাকতেও কে যে অশ্বারোহী বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছিল আজো সেটা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারবে না।

ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ওয়েলেসলি সাম্প্রতিক একটা গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে যুদ্ধ চলাকালীন ঘটনাবলীর সত্যিকারের চিত্র তুলে ধরা খুবই কঠিন। যেমন ধরুন, ওয়াটার লু যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে, হাজারো লোক যা বলছে সত্যিকারের ঘটনাবলী ছিল আসলে অন্য রূপ।

উল্লিখিত ঘটনাবলী এটাই প্রমাণ করে যে, জনতার অভিমত কোন ব্যাপারে কতটা অনির্ভরযোগ্য। কোন ঘটনাকে সত্য বলে প্রমাণিত করার জন্য হাজারো দলিলপত্র—এমনকি যুক্তিসঙ্গত এবং শক্তিশালী দলিলপত্র হাজির করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা জানি যে. জনতার মত-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দলিলদস্তাবেজ থেকে সত্য উদ্‌ঘাটন করতে হলে এগুলির পুনর্লেখন প্রয়োজন। একথা সর্বজনবিদিত যে, যে-সমস্ত ঘটনা বেশীর ভাগ লোক কর্তৃক সত্য বলে স্বীকৃত, সে-সব ঘটনাবলী সম্পর্কে আজ বেশী সন্দেহ জাগে। একই সাথে অসংখ্য লোক যখন কোন ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছে তখন এটা পরীক্ষার যে প্রায়শঃ তাদের বর্ণনা থেকে মূল ঘটনা সম্পূর্ণ আলাদা। বর্ণিত বিষয়বস্তু থেকে এটি স্বচ্ছ যে মানবসভ্যতার ইতিহাস বাহুল্যাংশেই ঘটনার সত্য প্রকাশের চাইতে, মানব মনের অলীক কল্পনারই প্রতিফলন। আসলে ইতিহাস হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে রচিত কাল্পনিক চিত্র মাত্র। এ ধরনের বই রচনা করাটা একথা সত্য যে সময়ের অপচয় মাত্র। অতীত থেকে যদি আমরা ইতিহাসে সাক্ষ্য হিসাবে সাহিত্য, শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের চিহ্নাদি না পেতাম তাহলে অতীত ঘটনাবলীর সত্যতা সম্বন্ধে আমরা কিছুই অবহিত হতে পারতাম না। মানব ইতিহাসে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছেন যে সমস্ত ব্যক্তি যেমন—হারকিউলিস, কনফসিয়াস, বুদ্ধ এবং—এঁদের জীবন সম্পর্কে একটি শব্দও কি সত্য লিখিত হয়েছে ইতিহাসে? খুব সম্ভবতঃ নয়। বাস্তবিক পক্ষে তাঁদের ব্যক্তিজীবন আমাদের কাছে ততটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারপ নয়। আমাদের জানার কথা হচ্ছে যেভাবে ইতিহাসে এসব মহান ব্যক্তিকে তুলে ধরা হয়েছে, সত্যিকারে কি বাস্তবে তাঁরা তেমন ছিলেন? জনতার মনে এসব মহাপুরুষেরা যে দাগ ফেলেছিলেন তা জনতার মনের

www.pathagar.com

উপর তাঁদের কাল্পনিক ভাবমূর্তির কারণেই সম্ভব হয়েছিল, তাঁদের আসল ব্যক্তিত্বের কারণে নয়।

বই পুস্তকে লিপিবদ্ধ এ ধরনের অলীক কাহিনীকে অনেক সময় সত্য বলে মনে হয়, আসলে এসব কাহিনী মোটেই রূপান্তরবিহীন স্থায়ী কিছু নাই। কালান্তরে, এবং গোষ্ঠীগত বৈচিত্র্যের কারণে জনতার মানসিকতা নিয়ত বদলে যায়। ওল্ড টেস্টামেন্টের রক্তপিপাসু যিহোবা এবং সেইন্ট Theresec-এর প্রেমময় প্রভুর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান বিরাজমান। একইভাবে চীনে পূজিত বুদ্ধের সাথে, ভারতে পূজিত বুদ্ধের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাই বলে এটা ভাববার অবকাশ নেই যে এ সমস্ত মহাপুরুষের এ ধরনের কাল্পনিক ভাবমূর্তি পেতে হলে আমাদের থেকে তাদের সময়ের ব্যবধান যুগ যুগ হতে হবে। এই ধরনের পরিবর্তন অনেক সময় খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই ঘটে যায়। সাম্প্রতিক কালেই আমরা দেখেছি যে, শতাব্দী পার না হতেই এ ধরনের মহাপুরুষ সম্পর্কে মানুষের ধ্যান-ধারণা বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। কবির চোখে বিপ্লবোত্তর যে নেপোলিয়ন—আদর্শবাদী উদার দেশ-প্রেমিক এবং সর্বহারার বন্ধু হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছিলেন—সেই নেপোলিয়নই মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যেই রক্তলোলুপ একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে জনগণের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়ে তার মনোবাঞ্ছা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ত্রিশ লক্ষ লোক নিধন করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। আধুনিক যুগে আমরা সেই অলীক ভাবমূর্তির পূর্ণ পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। এখানে একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে না যেতেই ভবিষ্যতের বিদগ্ধজনেরা এ ধরনের বিপরীত-ধর্মী বর্ণনা থেকে হয়তো বা সেই মহাপুরুষের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দীহান হয়ে উঠবে—যেমনটি হতে শুরু করেছে হারকিউলিস এবং বুদ্ধ সম্পর্কে। তারা জনতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মানসিক চিন্তাধারা সম্পর্কে এতটাই পরিছন্ন জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী হবে যে তারা মনে করবে যে ইতিহাস পথিকৃৎ অলীক কাহিনী ছাড়া সত্যিকার কিছু ধরে রাখতে সক্ষম নয়।

গ. **জনতার ভাবাবেগের আধিক্য এবং প্রাবাল্য :** জনতার ভাবাবেগ ভাল কি মন্দ এটা বড় কথা নয়, কথা হচ্ছে তারা একই সাথে অত্যধিক ভাবাবেগে এবং প্রাবল্যের আধার। এই বিচারেই জনতার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি

www.pathagar.com

আদিম অধিবাসীর সাথে তুলনীয়। যেহেতু তার মধ্যে অনুশীলনী জ্ঞানশক্তি লোপ পায়, সেহেতু ঘটনার পরিণতি সম্পর্কে অত্যুৎসাহী হয়ে উঠে এবং ঘটনা পরম্পরাসম্পর্কে মোটেই সজাগ থাকে না। জনতার উদ্দাম গতিশীলতা চরমে পৌঁছে তখনই যখন আমরা দেখতে পাই যে দ্রুত নির্দেশনা এবং সংক্রামণের মাধ্যমে কোন আবেগ প্রাধান্য পেয়ে যায়, ফলে জনতা তার গতিপথে কেবলমাত্র নির্ণীত উদ্দেশ্য দ্বারাই তাড়িত হয়ে থাকে।

জনতার আবেগের আতিশয্যের ফলে কোন কিছুকে আর অবিশ্বাস্য বা অনিশ্চিত বলে মনে করে না। নারীকুলের মতো জনতাও চরম পথ পর্যায়ের দিকে ধাবিত হয়। তখন জনতার কাছে যে-কোন বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ বা বিশ্বাস অপরিবর্তনীয় সত্য বা মিথ্যা বলে প্রতিভাত হয়। উদ্বেলিত জনতার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যদি কোন ব্যক্তি দ্বিমত পোষণ করে বিতরাগ দেখায় তাহলে তা জনতার অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তিকে আরো ক্ষিপ্ত করে তোলে, যদিও সেখানে জনতা বহির্ভূত ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া অনুরূপ হবে না।

অসাদৃশ্য উপাদানে (যেমন ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী ভিত্তিতে) গঠিত বিমিশ্র জনতার মধ্যে উগ্রতা বৃদ্ধি পায় এবং দায়িত্বহীনতা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। জনতা তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির সংখ্যাধিক্যের কারণে নিজেকে নির্বিঘ্ন মনে করে বলে অনেক দুরূহ কার্যাবলীকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। যা যে-কোন একক ব্যক্তি এবং বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির পক্ষে অচিন্তানীয়। জনতার মধ্যে বোকা, অজ্ঞ এবং ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা তাদের ক্ষুদ্রত্ব এবং অক্ষমতার কথা ভুলে যায়, বরং উল্টোভাবে তারা নিজেদেরকে অসীম এবং দুর্দমনীয় শক্তির অধিকারী বলে মনে করে।

জনতার ভাবাবেগের প্রাবল্যে অনেক সময় অনেক অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটে থাকে, যা কেবল আদিম মানুষের মধ্যেই দেখা যা। ফলে দেখা যায় যে, জনতা আধিক্য দোষে দুষ্ট হয়ে, অনেক সময় অনেক অঘটন ঘটিয়ে বসে। কিন্তু তাই বলে কেউ যেন এটা বিশ্বাস না করেন যে জনতার দ্বারা কোন মহৎকার্য নিষ্পন্ন হতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির চাইতে জনতার মধ্যেই মহৎ গুণাবলীর অধিকতর সমাবেশ দেখা যায়। জনতার নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা পরবর্তীতে এ বিষয়টা ল ধরব।

www.pathagar.com

জনতা যখন ভাবাবেগের তুঙ্গে থাকে তখন কেবলমাত্র অতুঙ্গ ভাবাবেগেই তাকে ক্রিয়া নিষ্পন্নে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। একজন বাগ্মীকে জনতাকে সক্রিয় করে তোলার জন্য যথেষ্ট ভাবাবেগপূর্ণ শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার করতে হবে। জনসভায় কোন কিছুকে যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা না করে বরং অতিরঞ্জন, পুনরাবৃত্তি এবং সত্য বলে সমর্থনের মাধ্যমে বক্তব্যকে তুলে ধরার চাতুর্য এসব বাগ্মীর আয়ত্তে থাকে।

অন্যদিকে জনতার ও নেতৃবৃন্দের ভাবাবেগের উপর সমভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তাছাড়া, জনতা নেতৃবৃন্দের আপাতদৃষ্ট গুণাবলীকে বড় করে তুলে দেখাতে প্রয়াস পায়। এটা যথার্থভাবে লক্ষ্য করা গেছে যে জনতা বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে সে সমস্ত সাহস, নৈতিকতা এবং অন্যান্য মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ দেখতে চায় যা কি-না নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত জীবনে সব সময় পরিলক্ষিত হয় না। অভিনয়ের ব্যাপারে একথা ঠিক যে, কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রের উপর জোর দেয়া হয়ে থাকে বটে এবং অভিনয়ে এ ধরনের বিশেষ ক্ষেত্রে বর্তমানও বটে, কিন্তু ঐ সমস্ত মুহূর্ত বা অবজ্ঞার সাথে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে কোন যোগসূত্র না-ও থাকতে পারে। নাট্যমঞ্চ থেকে জনতাকে অভিভূত করাটা খুব উচ্চস্তরের কোন ব্যাপার না হলেও, একথা সত্য যে দর্শকদের প্রভাবান্বিত করতে হলে অভিনেতাদের বিশেষ যোগ্যতাবলীর অধিকারী হতে হয়। নাটক পাঠে সহজেই বুঝা যাবে না যে এটি একটা সার্থক নাটক হিসাবে মঞ্চস্থ হতে পারে। নাট্যমঞ্চের ব্যবস্থাপকদেরও অনেক সময় দেখা যায় যে—জনতার দৃষ্টি নিয়ে নাটক দেখার পূর্বে ঐ নাটকের সার্থকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে না।

আমাদের বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে যদি কি-না আমরা জনতার উপর জাতীয় বা গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব তুলে ধরি। একথা সর্বজনবিদিত যে, কোন একটা নাটকের কোন একটি অংশ ঐ দেশের দর্শক-জনতার উপর যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সে নাটকের সেই অংশ অন্য একটা দেশের ভিন্ন একটা দর্শক-জনতার উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করতে সক্ষম হয় না। একথা না বললেও চলে যে, জনতার মধ্যে আবেগের ব্যাপারেই কেবল আধিক্যের সম্ভাবনা থাকে, জ্ঞানবুদ্ধির ব্যাপারে নয়।

www.pathagar.com

আমি পূর্বেই বলেছি যে, জনতার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সাথে সাথে ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধির বা বিচার ক্ষমতার মান অবনমিত হয়ে যায়। এস. ট্রাডে (Trade) নামক একজন বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট জনতার অপরাধের উপর গবেষণা করে একথা প্রমাণ করেছেন। কাজেই একটা জনতা মহত্তর অথবা হেয়তর কোন কাজে লিপ্ত হবে কি-না সেটা নির্ভর করে উক্ত জনতার ভাবাবেগের গুণগত ভিত্তির উপর।

ঘ, জনতার অস্থিরতার, বাধাবন্ধহীনতা এবং রক্ষণশীলতা: জনতা কেবল সাদামাটা এবং চরম আবেগকেই গ্রহণ করে—মতামত, ধারণা, বিশ্বাস যা-কিছুই তাদের কাছে তুলে ধরা হয় না কেন, সেটা তারা হয়তো পুরোটাই গ্রহণ করে অথবা পুরোটাই বর্জন করে। একথা সুবিদিত যে ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদির ব্যাপারে জনতা অসহিষ্ণু হয়ে থাকে। এবং আমরা এ-ও জানি যে জনতা তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির মানসিকতার উপর সর্বগ্রাসী প্রভাব বিস্তার করে। সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের ব্যাপারে জনতা সন্দিহান হলে সে তার যৌথ-শক্তির কারণে নিজেকে শুধু অসহিষ্ণুই করে তোলে না, সেই সাথে সে তার নিরিখ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। একজন ব্যক্তি অনেক সময় বিরোধিতা মেনে নেয়, কিন্তু জনতা তা কখনো স্বীকার করে না। জনসভায় কোন বক্তার বক্তব্যে যদি জনতার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সামান্যতম বিরোধিতার ইঙ্গিত থাকে, তাহলে মুহূর্ত মধ্যে দেখা যায় সভায় চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে তাহলে দেখা যায় অনেক সময় বক্তা নিজেই জনতার হাতে নির্যাতিত হয়।

একাধিপত্যতা এবং অসহিষ্ণুতা সব ধরনের জনতার মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়, তবে পার্থক্য শুধু এ দুটির পরিমাণের আধিক্যে বা অনাধিক্যে। এখন তাহলে আমাদের সেই পুরাতন কথায় ফিরে আসতে হয়। জনতার চারিত্রিক লক্ষণাদির বৈগুণ্য নির্ভর করে জাতীয় বা গোষ্ঠীগত বৈচিত্র্যের উপর। একথা অনস্বীকার্য যে ল্যাটিন জনতার মধ্যে একাধিপত্যতা এবং অসহিষ্ণুতা সবচাইতে বেশী প্রবল। এদের মধ্যে এ দুটো গুণ এতই প্রবল যে তারা নিজেদের মধ্যেকার ব্যক্তি স্বাধীনতার সব আবেগকেই নির্মূল করে দিয়েছে। অথচ এই ব্যক্তি স্বাধীনতা বোধটাই এ্যাংলো-স্যাকসনদের মধ্যে এখনো প্রবল।

www.pathagar.com

ল্যাটিন জনতা তাদের নিজস্ব গৌষ্ঠীর যৌথ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং তাদের এই বিশ্বাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তারা তাদের বিরোধীদেরও তাদের মতামতের অনুগ করার মধ্যেই স্বাধীনতার স্বাদ খুঁজতে চায়। ল্যাটিন জাতিসমূহ ইনকুইজিশন (Inquisition) থেকে আজ পর্যন্ত উপরে উল্লিখিত অর্থের বাইরে স্বাধীনতার অন্য কোন রূপ থাকতে পারে তা বুঝে উঠতে সক্ষম হননি।

জনতা তার নিজস্ব একাধিপত্যতা এবং অসহিষ্ণুতা সম্বন্ধে এতটাই সজাগ যে তারা এ গুণাবলী কর্তৃক আবিষ্ট হলে সাথে সাথেই সেটাকে বাস্তবে কার্যকরী করতে চায়। শক্তি মদমত্ততায় উদ্বেলিত জনতা তার কার্যকরী ক্ষমতা সম্পর্কে সদা জাগ্রত এবং কোন প্রকার মহানুভবতার প্রতি মোটেই শ্রদ্ধাশীল নয়। কারণ তারা মনে করে মহানুভবতা বা অনুরূপ গুণাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন দুর্বলতারই নামান্তর। জনতার আনুগত্য কখনো সদাশিব ব্যক্তির প্রতি হয় না, তদস্থলে বরং তারা স্বেচ্ছাচারী নেতৃবৃন্দের পদে অধিকার বৈশ্যঃ থাকে। এ ধরনের নিষ্ঠুর নেতৃবৃন্দের জন্যই জনতা বরং বিরাট বিরাট স্মৃতিফলক নির্মাণ করতে পিছ-পা হয় না। এই সাথে একথাও মনে রাখা দরকার যে স্বেচ্ছাচারী নেতৃবৃন্দ, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর জনতার হাতে প্রায়ই অপদস্থ হতে দেখা যায়; কারণ ক্ষমতাচ্যুত স্বেচ্ছাচারীরা তখন সাধারণ মানুষেরই একজন বলে পরিগণিত হয়। আর একথা কে না জানে যে, ক্ষমতাহীনকে ভয় করার কিছুই থাকে না। বরং ঘৃণা করারই যথেষ্ট কারণ থাকে। সাধারণঃ জনতার কাছে অতিপ্রিয় নেতৃবৃন্দের সীজারীয় গুণাবলীতে গুণান্বিত দেখা যায়। যেমন তার গৃহীত প্রতীক জনতাকে আকৃষ্ট করে, তার সীমাহীন ক্ষমতা এবং উদ্ধত তলোয়ার তাদেরকে সন্ত্রস্ত রাখে।

জনতার চারিত্রিক লক্ষণই হচ্ছে – সে শক্তের ভক্ত নরমের যম। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতার উত্থান-পতন ঘটলে এটাই দেখা যায় যে জনতা কখনো তাদের উদ্দামতার শীর্ষে আবার কখনো বা বশ্যতার গহ্বরে। এখানে যদি আমরা মনে করি যে জনতা বৃহত্তর কোন বিপ্লবী ভাবধারা কর্তৃক উজ্জীবিত, তাহলে সেটা হবে জনতার মন-মানসিকতা সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যে উদ্দীপনা আমরা দেখতে

www.pathagar.com

পাই সেটা আসলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রতি জনতার একটা প্রবণতা মাত্র। তাদের এই মারমুখী এবং বিপ্লবী বহিঃপ্রকাশটা খুবই ক্ষণস্থায়ী। জনতা প্রায়ই অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়া দ্বারা পরিচালিত হয়, তার ফলে তারা পার্থিব কারণাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যা কি-না সব সময় রক্ষণশীলতা দোষে দুষ্ট নয়। জনতাকে ইচ্ছামত চলতে দিলে এটাই দেখা যাবে যে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে উচ্ছৃঙ্খল আচরণকে পরিহার করে বশ্যতাকে মেনে নিচ্ছে। যেমনটি আমরা ফরাসী বিপ্লবকালে জ্যাকোবিনদের মধ্যে দেখতে পেয়েছি। বিপ্লবকালে যারা দুর্বার হয়ে উঠেছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টির অগ্রদূত হিসাবে কাজ করেছিল তারাই কিন্তু পরবর্তীকালে—নেপোলিয়ন ক্ষমতায় আরোহণ করে স্বাধীনতা খর্ব করলে—তার বিরুদ্ধে এতটুকু সোচ্চার হয়ে উঠেনি।

জনতার আধারণী রক্ষণশীলতা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকলে মানব ইতিহাস বা গণবিপ্লব সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। জনতা অনেক ক্ষেত্রে বিপ্লবকালে সুপ্রতিষ্ঠিত অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নামধাম বদলে দিতে চায়, এমন কি এ উদ্দেশ্যে উগ্রতর বিপ্লবের দিকে এগোতেও পিছ-পা হয় না। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান ঐ সংশ্লিষ্ট জগতের অনেক মূল্যবোধকে ধারণ করে রাখে। কিন্তু জনতা তাই বলে ওগুলিকে ততটা অশ্রদ্ধার চোখে দেখে না। তাদের অবিরত উদ্দেশ্যচ্যুতি কেবলমাত্র মামুলি বিষয়াদিকেই কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। আদিম মানুষের মতো, আসলে তাদের মধ্যেও এক ধরনের রক্ষণশীলতা বিদ্যমান। জনতার দৃঢ়বিশ্বাস যে তাদের ঐতিহ্য দেবদত্ত, অবশ্য তাদের মধ্যে একটা অবচেতন ভীতিও এই মর্মে কাজ করে যে, অভিনবত্বের অনুপ্রবেশ তাদের সমাজের দৃঢ়মূল-কৃষ্টি-সভ্যতার মূলোৎপাটন ঘটিয়ে দিতে পারে।

আজকের মতো শক্তিশালী গণতন্ত্র যদি সেদিনও থাকত তাহলে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, যান্ত্রিকতা, বাষ্পইঞ্জিন বা রেলগাড়ী, এ ধরনের কোন আবিষ্কারেরই বাস্তবায়ন সম্ভব হতো না—আর হলেও তা বিপ্লবের মুখে অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেই করতে হতো। মানব সভ্যতার সৌভাগ্য যে আধুনিককালের জনতা এত শক্তি সঞ্চয়ের পূর্বেই শিল্প-বিজ্ঞানের মহত্তর আবিষ্কারগুলি মানব সমাজে পৌঁছে গেছে।

www.pathagar.com

ঙ, **জনতার নৈতিকতা :** 'নৈতিকতা' বলতে যদি বুঝায় ব্যক্তি স্বার্থের অবনমন এবং প্রতিষ্ঠিত সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা, তাহলে একথা নিঃসংকোচে বলা যায় যে, জনতা—যা নিয়ত অস্থির—নৈতিকতা বলতে কিছু নেই। নৈতিকতা বলতে বুঝায় ভোগের প্রতি অনাসিক্ত, আত্মত্যাগ, নির্লিপ্ততা, ভক্তি এবং সমস্বযোগ, তাহলে একথা বলা যেতে পারে যে, জনতাও অনেক সময় মহত্তর নৈতিকতা হাছিলে প্রয়াস পায়।

কিছু মনস্তত্ত্ববিদ্ যারা জনতাকে বিশ্লেষণ করেছেন জনতারকৃত অপরাধ-মূলক কাজের ভিত্তিতে তারা জনতার নীতিজ্ঞানকে খুব নিম্নমানের বলে অভিহিত করেছেন।

নিঃসন্দেহে সেই রকম অনেক সময় হয়ে থাকে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেন হয়? মূলতঃ আদিম মানুষের বর্বরোচিত এবং ধ্বংসোন্মুখ কিছু গুণাবলী বংশানুক্রমিকভাবে মানুষের মধ্যে সুপ্ত হয়ে থাকে বলেই সে রকমটি হয়ে থাকে। একজন জনতা বহির্ভূত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির পক্ষে এসব আশুরিক শক্তির বহিঃ-প্রকাশ তার জন্য মারাত্মক হয়ে দেখা দিতে পারে, কিন্তু সে যখন জনতার অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন সে এসব আশুরিক শক্তির বহিঃপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে যায়। ব্যক্তিজীবনে একজন ব্যক্তি এ সমস্ত আশুরিক শক্তি যেহেতু অন্য মানুষের উপর প্রয়োগ করতে পারে না—সেইহেতু তা অনেক সময় পশু-জগতের উপর প্রয়োগ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চেষ্টা করে। এই যে নিষ্ঠুর প্রবণতা অনেকের মধ্যে দেখা যায় তার উৎস কিন্তু এক এবং অভিন্ন। জনতা যখন কোন নিরীহ মানুষকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে, তখন যে নৃশংশতার প্রকাশ পায় তাকে দার্শনিকরা একটা শিকারী-তাড়িত হতভাগী হরিণীকে নির্মমভাবে হত্যা করার সাথে তুলনা করেছেন।

জনতা যেমন হত্যা, অগ্নিসংযোগ বা অন্য যে-কোন হীন কাজে প্রবৃত্ত হতে পারে, তেমনি একথাও সত্য যে, জনতা অনেক ক্ষেত্রে মহত্তর আদর্শও বাস্তবায়িত করতে পারে—যা কি-না কোন একক বা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। দেশপ্রেম, সম্মান, গৌরব ইত্যাদি ভাবাবেগের আবেদন জনতার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিকে এতটা প্রভাবান্বিত করতে পারে যে প্রয়োজনে সে জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এ ধরনের জীবন বিসর্জনের অজস্র

www.pathagar.com

কাহিনী ইতিহাসে বিধৃত হয়ে আছে। উদাহরণ স্বরূপ ১৭৯৩ সালের স্বেচ্ছা-সেবক ও ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত ক্রুসেডারদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জনতার যৌথ একক চরিত্রই মহত্তর কোন কাজের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহায়ক। যে অগণিত লোক বিভিন্ন বিশ্বাস, ধারণা এবং মতবাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছে তাদের কজনই বা ভাল করে জানতো যে তারা কি কারণে মৃত্যুবরণ করেছে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, বেতন বৃদ্ধির মতো আত্মস্বার্থ হাসিলের চাইতে একটা আদেশের কাছে নীতি স্বীকার করার বিরুদ্ধে জনতা ধর্মঘট করছে। জনতার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের কাছে ব্যক্তিস্বার্থ কখনো বড় হয়ে দেখা দেয় না, অথচ একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির কাছে এটাই হচ্ছে একমাত্র কাম্য। আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয়ে শ্বেতহংস নিজেকে যেমন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়, ঠিক তেমনি জনতার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ বহু যুদ্ধে আত্মবলি দিতে শঙ্কান্বিত হয়নি।

এমন কি জনতার অন্তর্ভুক্ত থাকাকালীন বদ্‌মায়শরাও নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, সেপ্টেম্বরের গণহত্যার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেখানে উক্ত গণহত্যার নায়করা বিপ্লবী পরিষদের টেবিলে নিহত ব্যক্তিদের প্রাপ্ত অর্থ জমা দিয়ে নৈতিকতার ধ্বজা তুলে ধরেছিল। এমনকি ১৮৪৮ সালে উন্মত্ত জনতা কর্তৃক টুইলারিজ (Tuileries) আক্রমণের কথাও এ প্রসঙ্গে তুলে ধরা যেতে পারে, যেখানে আক্রমণকারী জনতা মূল্যবান সম্পদাদিতে মোটেও হাত দেয়নি।

জনতার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির এ ধরনের নৈতিকতাবোধ সব সময় পরিলক্ষিত না হলেও প্রায়ই হয়ে থাকে। আমার বর্ণিত এ ধরনের ঘটনাবলীর চাইতেও অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ অনুরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে নাটকের বেলায় দর্শক-জনতা নায়কের কাছ থেকে স্বাভাবিক উত্তর গুণাবলী আদায় করে নেয়ার প্রয়াস পায় এবং এটা অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা যে অপেক্ষাকৃত নিয়মানের সদস্য কর্তৃক গঠিত সংসদও অনেক সময় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকে।

উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে যদিও জনতা অনেক সময় খুব হীনকাজে প্রবৃত্ত হয়, তবুও মাঝে মধ্যে তাদেরকে আদর্শের অনুসারী হতে

www.pathagar.com

দেখা যায়। যদি নির্লিপ্ততা, অনাসক্তি এবং কোন বিশ্বাসের প্রতি অবিচল ভক্তি ইত্যাদিকে নৈতিক মূল্যবোধ বলে অভিহিত করা যায় তাহলে একথা সত্য যে, জনতা এর অত্যুচ্চে পৌঁছতে পারে—যা কি-না সর্বজ্ঞানী দার্শনিকের পক্ষেও সম্ভব নয়।

জনতা এসব গুণাবলীর প্রয়োগ সজ্ঞানে, কি অন্ধভাবে করে সেটা মোটেই বড় কথা নয়। জনতার মহত্তর আদর্শের প্রতি সম্মোহন সে কি যুক্তি-ভিত্তিক, না অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়া—এ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন। জনতা যদি এ ব্যাপারে তাদের বিচার-বুদ্ধি বা আত্মস্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হতো তাহলে ধরণীর বুকে কোন মানব সভ্যতার বিকাশ হতো কি-না সন্দেহ।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

জনতার চিন্তা-ভাবনা, বিচার বুদ্ধি এবং কল্পনা শক্তি

ক. জনতার চিন্তা-ভাবনা ঃ পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা এই কথা উল্লেখ করেছি যে মানব সভ্যতা কিছু কিছু অপরিবর্তনীয় মৌলিক চিন্তা-ভাবনারই ফলাফল। আমরা আরো দেখেছি যে কি ভাবে জনতার মনে এ সমস্ত চিন্তা-ভাবনা গ্রথিত হয়ে যায়, কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এসব চিন্তা-ভাবনা বাস্তবে রূপ নেয় এবং বাস্তবায়িত হওয়ার উত্তরকালে এসব চিন্তা-ভাবনা কত শক্তিশালী হয়ে দেখা দেয়। উপসংহারে আমরা দেখেছি যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী হচ্ছে আসলে ঐসব মৌলিক চিন্তা-ভাবনারই পরিবর্তন নিঃসৃত।

বিষয়টির সুদীর্ঘ আলোচনার পর, আমি আর এ বিষয়ের পুনরুল্লেখ করতে চাই না। এখানে আমরা এই সমস্ত চিন্তা-ভাবনায় জনতার উপর প্রভাব এবং কি ভঙ্গিতে এবং কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তাতেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

জনতার চিন্তা-ভাবনাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীতে আমরা যে-সব তাৎক্ষণিক এবং অপস্রিয়মান চিন্তা-ভাবনা—যা বিশেষ মুহূর্তেরই সৃষ্টি, যেমন কোন ব্যক্তি বা মতবাদের প্রতি আসক্ত হওয়া, ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে, সেই সমস্ত মৌলিক ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি—যেগুলি পরিবেশ, বংশানুক্রমিক ধারা এবং জনমতকে সমর্থন যোগায়। উদাহরণ স্বরূপ যেমন ধরুন ঃ অতীতে ধর্মবিশ্বাস এবং আধুনিক সামাজিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।

মৌলিক চিন্তা-ভাবনাগুলিকে নদীর ধারে প্রবাহমান পূর্ণ জলরাশির সাথে তুলনা করা চলে। আর ক্ষণস্থায়ী চিন্তা-ভাবনাগুলিকে ঐ নদী বক্ষেরই ছোট

www.pathagar.com

ছোট তরঙ্গমালার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যার ফলে ঐ সব তরঙ্গ-মালা নদীবক্ষে বিলোড়ন ঘটায় এবং নদী মূল প্রবাহ থেকে এগুলিই বেশী করে চোখে পড়ে, যদিও তুলনামূলকভাবে নদীর মূল স্রোতের তুলনায় ঐ সব তরঙ্গমালার গুরুত্ব খুবই অনেক কম।

আমাদের পূর্ব পুরুষদের মনে যে সমস্ত মৌলিক চিন্তা-ভাবনা বদ্ধপরিকর ছিল, তা বর্তমানে ভেঙে চুরচুর হয়ে যাচ্ছে। সেই মন চিন্তা-ভাবনার অস্তিত্বই আজ বিপন্ন এবং যে-সব প্রতিষ্ঠান এসব চিন্তা-ভাবনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সেগুলির ভিত্তি এখন শিথিল হয়ে পড়েছে। তদস্থলে, প্রতিদিন উল্লিখিত ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষুদ্র চিন্তা-ভাবনার বহুবিধ স্ফুরণ ঘটছে। প্রণিধান-যোগ্য যে তার কোনটাই আসলে প্রচুর প্রাণশক্তি নিয়ে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না।

জনমানসিকতায় যে ধরনেরই চিন্তা ভাবনাই উদয় হোক না কেন, সেটা যদি পূর্ণাঙ্গ সহজ ও অবিমিশ্র না হয়, তাহলে তা জনতার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এসব চিন্তা-ভাবনা জনতার মনে কেবল প্রতিবিম্ব আকারেই প্রতিভাত হয়। এই প্রতিবিম্ব-স্বরূপ ধারণাগুলি খুব যৌক্তিক সম্পর্কযুক্ত হয়ে জনতার মনে আসে না। এজন্য দেখা যায় যে সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী বহু চিন্তা-ভাবনা জনতার মনে ভীড় জমায়। সময়ের প্রেক্ষাপটে এভাবে পুঞ্জীভূত চিন্তা-ভাবনারই কোন একটা জনতাকে কর্মে প্রবৃত্ত করে, যার ফলে যেখা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে একই জনতা অসাদৃশ্যপূর্ণ আচরণ করে। যেহেতু জনতার বিশ্লেষণী ক্ষমতার অভাব, সেহেতু তার পক্ষে তার কৃত বিপরীত-ধর্মী ক্রিয়াকাণ্ডের পেছনে যে অসঙ্গতি তা বুঝে উঠা সম্ভব হয় না। এ ধরনের ঘটনা কেবল জনতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় বরং প্রতিটি একক ব্যক্তির বেলায়ও তিনি আদিমই হোন কি আধুনিকই হোন, সমভাবে প্রযোজ্য। একই জনতার বিপরীত-ধর্মী ক্রিয়াকাণ্ড আরো পরিচ্ছন্ন আকারে তুলে ধরতে গিয়ে একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমি নিজে লক্ষ্য করেছি যে অনেক হিন্দুস্থানী যাঁরা ইউরোপীয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছেন, তাঁদের অপরিবর্তনীয় এবং মৌলিক চিন্তা-ভাবনার উপর কিন্তু ইউরোপীয় চিন্তা-ভাবনাকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। কখনো কখনো এখনও দেখা যায়

www.pathagar.com

যে এ দুটি বিপরীত-ধর্মী চিন্তা-ভাবনার কারণ এসব ব্যক্তিবর্গ তাদের কার্যকলাপে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী প্রতিক্রিয়ার আধার হিসাবে দেখা দেয়। এ যে বিপরীত-ধর্মী প্রতিক্রিয়া, এটা কিন্তু তাদের মধ্যে মোটামুটি বাহ্যিক, আসলে কেবলমাত্র তাদের বংশানুক্রমিক গোষ্ঠী বা জাতির চিন্তা-ভাবনাই তাদের ক্রিয়া কলাপকে প্রভাবান্বিত করে। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি বিভিন্ন ধারার গোষ্ঠী বা জাতিগত চিন্তা ভাবনা কর্তৃক একই সাথে প্রভাবিত হয় তখনই কেবল তার প্রতিক্রিয়া সত্যিকার অর্থেই সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী হতে পারে। যদিও এখানে আমরা ব্যক্তিবর্গের মানসিকতাকে অস্বীকার করতে পারি না, তবু একথা সত্য যে, উল্লিখিত বিভিন্ন গোষ্ঠী বা জাতিগত ভাবধারণার মিশ্রণের প্রভাব তাদের উপর এমন বড় কিছু নয়। আমি একথা নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, এক নাগাড়ে অন্ততঃ দশ বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যতিরেকে এ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।

জনতার গৃহীত কোন ভাবধারা তাদের কাছে একান্ত সত্য বলে প্রতিভাত হওয়ার আগে, তাতে অনেক পরিবর্তন-পরিবর্ধন সংগঠিত হয়। কোন মহান দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা জনতার কাছে গ্রহণীয় করে তুলতে হলে, যে-সব চিন্তা-ভাবনাকে ছাঁটকাট দিয়ে অনেকখানি অবনমিত করে জনতার বুদ্ধি গোচর করতে হয়। এ সহজতরকরণ জনতার জাতিগত প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে এবং নিয়ত এটাই দেখা যায় যে, ঘটনার ধারণাকে অতিমাত্রায় অবনমন এবং সরলীকরণ করার প্রবৃত্তিটাই তাদের মধ্যে প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে জনতায় কাছে ভাব-ধারার কোন স্তর বিন্যাস নেই—কোন চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারে তাদের কাছে সামান্য বা অসামান্য বলে কিছু নেই। প্রারম্ভিক পর্যায়ে কোন ঘটনা বা ধারণা জনতার কাছে যতই সত্য বা মহৎ বলে বিবেচিত হোক না কেন, যখনই সেসব চিন্তা-ভাবনা জনতার মানসিক-পরিধির আয়ত্তে আসে, তখন সেগুলি তাদের প্রাথমিক মহত্ত্বের উজ্জ্বল হারিয়ে ফেলে।

তদুপরি সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, ঐ সমস্ত চিন্তা-ভাবনার কোন মূল্য নেই। সমাজের কাছে প্রণিধানযোগ্য হচ্ছে ঐ সব চিন্তা-ভাবনায় ফলাফলটা কি দাঁড়িয়েছে। যেমন ধরুন, মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান চিন্তা-ভাবনা গত

www.pathagar.com

শতাব্দীর গণতান্ত্রিক ভাবধারা, এবং বর্তমান যুগের অনেক চিন্তা-ভাবনা, বস্তুত খুব একটা বড় চিন্তা-ভাবনা নয়। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলিকে বরং কতকগুলি ত্রুটিপূর্ণ অপরিচ্ছিন্ন ভাবধারা হিসাবেই চিহ্নিত করা যায়। তবে এসব চিন্তা-ভাবনার প্রভাব এত বিস্তৃত এবং সুদূরপ্রসারী যে তারই রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের মূল চালিকাশক্তি।

জনতার বুদ্ধিগোচর হয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা যখন তার অবচেতন মনে আশ্রয় নেয় এবং একনিষ্ঠ সরল আবেগ হিসাবে বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তখন এটা ভুললে চলবে না যে, এ রূপান্তরণে অ-নে-ক সময় লেগেছে। কাজেই একথা মনে করার কোন যৌক্তিকতা নেই যে, কোন ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হলেই তা জনতা কর্তৃক গৃহীত হবে। এর সপক্ষে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অনেক সময় কোন সুস্পষ্ট ঘটনাও জনতার অধিকাংশের মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। কোন একটা সুশিক্ষিত লোক ও কোন ঘটনার প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পর যে ধারণা সত্য বলে গ্রহণ করে, সে একই ব্যক্তি কালান্তরে তার অবচেতন মনের এবং বাহ্যিক পরিবেশগত কারণে, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা সে একই ব্যাপারে পোষণ করতে দেখা যায়—জনতার মধ্যেও অনুরূপ একটা দোদুল্যমানতা পরিলক্ষিত হয়। জনতার মনে কোন ধারণা বদ্ধমূল হয়ে দেখা দিলে সেটা অপরিসীম এবং দুর্দমনীয় ক্ষমতার রূপ নেয়। যার ফলে—বহুবিধ প্রতিক্রিয়া সংগঠিত হতে পারে। বিরুদ্ধচারণ মোটেই লাভজনক নয়। ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিক মতবাদ জনতার মনে দৃঢ়মূল হতে একশতাব্দীরও বেশী সময় নিয়েছিল কেবল প্রস্তুতি পর্বেই। সেটা জনগণের মনে বদ্ধমূল হওয়ার উত্তরকালে যে দুর্দমনীয় রূপ নিয়েছিল সেটা সর্বজনবিদিত। একথা কে না জানে যে, ফরাসী জনতা সামাজিক সাম্য, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকার অর্জনের জন্য যে উদ্দাম গতিবেগ সৃষ্টি করেছিল তার সমেনে কত না রাজ-সিংহাসন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। শুধু তাই নয় এটাও কারো অজানা নয় যে, সমগ্র প্রাচ্য সভ্যতার ভীত পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল ফরাসী বিপ্লবের প্রাণবন্যায়। ফরাসী বিপ্লবোত্তর-কালে বিশ বছরের মধ্যে ইউরোপে যে বর্বরোচিত রক্তপাত ঘটেছিল, তা দেখলে চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুর লঙ পর্যন্ত কেঁপে উঠতো। একটা মতবাদের

www.pathagar.com

প্রচারের ফলে এতবড় রক্তপাত মানব সভ্যতায় আর কখনো ঘটেছে কি-না সন্দেহ।

জনতার মনে কোন ভাবধারা গ্রথিত করতে যেমন সময় লাগে, উপড়ে ফেলতেও তেমনি দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। এ জন্যই দেখা যায় যে ব্যক্তির মনে যে মতবাদ জন্ম নেয় তা জনতার মনে গ্রথিত হতে কয়েক পুরুষ সময় লেগে যায়। ইতিপূর্বে আমি বর্তমানকালের মৌলিক চিন্তাধারাসমূহের মধ্যে যে ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করেছি, সেগুলি সম্পর্কে সব রাষ্ট্রনায়করাই সচেতন, তবু তাঁরা সব মতবাদ অনুযায়ী দেশ শাসন করতে বাধ্য হচ্ছেন এ জন্য যে এসব ভাবধারা খুবই শক্তিশালী। যদিও তাঁদের অনেকেই এসব মতবাদের সত্যাসত্য সম্পর্কে অনেক আগেই আস্থা হারিয়েছেন।

খ. জনতার বিচার শক্তি : এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় না যে জনতা বিচার-শক্তিহীন বা বিচার-শক্তি দিয়ে প্রভাবান্বিত হয় না। তবে জনতার বিচার-শক্তি বা তারা যে বুদ্ধি-বিবেচনা ছাড়া প্রভাবান্বিত হয় তার মান এতই নিম্নস্তরের যে সেটাকে কেবলমাত্র উপমার মাধ্যমে যুক্তিতর্কের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

জনতার নিম্নমানের বিচারশক্তি ভাবধারাসমূহের সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু এ ভাবধারার যে পারস্পরিক সংশ্লিষ্টতা তা মূলতঃ বাহ্যিক। জনতার বিচারশক্তিকে ইকুইমাক্স (Equimaux)-এর বিচারশক্তির সাথে তুলনা করা যেতে পারে—যে কি-না স্বচ্ছ বরফ মুখে গলে যায় দেখে ধারণা করেছিল যে স্বচ্ছ গ্লাসও অনুরূপভাবে মুখে গলে যাবে। উদাহরণতঃ, আরো বলা যায় যে জনতার বিচার-বুদ্ধি ঐ আদিম মানুষের অনুরূপ, যে কি-না মনে করে যে সাহসী-শত্রুর কলিজা ভক্ষণ করে সেও অনুরূপ সাহসী হতে পারে। অথবা, জনতার বিচারশক্তিকে সেই শ্রমিকের বিচারশক্তির সাথে তুলনা করা চলে—যে মনে করে যে যেহেতু তার মালিক তাকে শোষণ করে সেহেতু সব মালিকই শ্রমিকদের শোষণ করে।

জনতার বিচারশক্তির চারিত্রিক লক্ষণ হচ্ছে যে, তা অসাদৃশ ঘটনাসমূহের মধ্যে বাহ্যিক মিল লক্ষ্য করে, সে সম্বন্ধে একটা স্থির মতামত পেশ করতে আগ্রহী হয়ে উঠে। যারা জনতাকে পরিচালনা করার দক্ষতা রাখে তারা

www.pathagar.com

সাধারণতঃ এ ধরনের যুক্তি পেশ করে। সুষ্ঠু যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে জনতার বিচারশক্তি পরিচালিত হয় না বলেই, একথা বলা যেতে পারে যে জনতা বিচারশক্তিহীন অথবা তার ভুল বিচারশক্তি দ্বারা পরিচালিত। বিস্মিত হতে হয় এটা দেখে যে, অনেক দুর্বল বক্তব্যও জনতার উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। অথচ যেটা অন্যত্র ধীসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে পেশ করলে তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দিত না। একজন বাগ্মী জনতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যোগিত হলে এমন সব রূপকল্প দাঁড় করাতে সমর্থ হয় যার ফলে জনতাকে সে যে-কোন দিকে প্ররোচিত করতে পারে। কোন সফল বাগ্মী গুটিকতক বিশেষণা-প্লুত আকর্ষণীয় শব্দ প্রয়োগ করে যখন সে কাজটি করতে সক্ষম হয়, তখন হাজারো বইপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জনতাকে ভিন্নমুখী করা যায় না।

বলা বাহুল্য যে, সুষ্ঠু চিন্তা ভাবনা করার অক্ষমতার কারণে জনতা কোন বিষয়কে সঠিকভাবে বিচার-বিবেচনা করতে পারে না, ফলে তাদের পক্ষে সত্য-মিথ্যার ফারাক নির্ণয় বা কোন ব্যাপারে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয় না। জনতা কেবল অর্পিত সিদ্ধান্তকেই মেনে নেয়, তাদের পক্ষে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় না। একথাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জনতার মধ্যে এধনের লোকের সংখ্যাই সর্বাধিক। জনতা যখন কোন মতবাদকে সহজভাবে গ্রহণ করে নেয়, তখন এটা বুঝতে হবে যে জনতার পক্ষে তার নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি বলে ওটা ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়।

গ. জনতার চিন্তাশক্তি ঃ স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের মতো জনতাও নিজেকে খুবই শক্তিশালী মনে করে এবং সেই কারণেই খুব সহজ উত্তেজিত এবং উদ্দাম হয়ে পড়ে। কোন ব্যক্তি, ঘটনা ও দুর্ঘটনা, জনতার মনে তখন এবং একটা আছর ফেলে যে সেগুলি তখন তার কাছে সন্দেহাতীত-ভাবে জীবন্ত হয়ে দেখা দেয়। জনতার চিন্তাশক্তিকে একটা ঘুমন্ত মানুষের স্বপ্নের সাথে তুলনা করা যেতে পারে—যে স্বপ্ন নিদ্রাত্তোরকালে অলীক হিসাবে প্রমাণিত হয়। বিচার বিবেচনাবিহীন বলেই জনতা কোন কিছুকেই অসম্ভব মনে করে না। এবং সাধারণতঃ জনতা সব সময় অসম্ভবকে সম্ভব বলে মনে করে।

www.pathagar.com

এ জন্যই দেখা যায় যে কোন ঘটনার চমকপ্রদ এবং ঐতিহাসিক দিনগুলি জনতাকে বেশী আকর্ষণ করে। কোন সভ্যতাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বাস্তবিকই চমকপ্রদ এবং ঐতিহাসিক দিকগুলিই সেই সভ্যতার স্তম্ভস্বরূপ। মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঘটনাবলীর আপাত জাজ্জ্বল্যমান দিকটাই বাস্তব ঘটনা থেকে অনেক বেশী গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

জনতা কেবল ইমেজ (Image)-কে কেন্দ্র করেই চিন্তা-ভাবনা করতে অত্যন্ত এবং সে কারণে নিয়ত তারা বস্তুর অতি-বিম্বিত রূপরেখার দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়। কেবলমাত্র ইমেজই জনতাকে কার্যে উদ্বুদ্ধ বা শঙ্কান্বিত করতে পারে।

এজন্যই দেখা যায় যে, নাটকে কোন চরিত্রকে যথাযথ রূপকারে আনতে পারলে যেমন দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি জনতাও অর্পিত অতিরঞ্জিত ইমেজ কর্তৃক সমভাবে প্রভাবান্বিত হয়। সম্ভাব্য খাদ্য এবং বাসস্থানের প্রতিচ্ছবি প্রাচীন রোমের নিঃস্ব প্লেবিয়ানদের কাছে, এক সময় ছিল সুখের আকর। (কেউ যখন তুলে ধরত)। পরবর্তী বহুযুগ ধরে তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। নাটকের রঞ্জিত উপস্থাপনের চাইতে জনতার চিন্তা শক্তির উপর আর কোন কিছুই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। দর্শকমণ্ডলীর সকলেই একই সময়ে একই আবেগে তাড়িত হয়। তবে তারা যদি সাথে সাথে কোন বাস্তব প্রতিক্রিয়া না দেখায় তাহলে এটা বুঝতে হবে যে দর্শকের উপর নাটকের প্রভাব ততটা শক্তিশালী নয়। যদিও তাদের অনেকেই সে সময় কোন অভিনীত ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসতে বা কাঁদতে দেখা যায়। অনেক সময় দেখা যায়, নাটকে প্রতিফলিত ঘটনা দর্শককে এতটাই প্রভাবিত করে যে তারা সাথে সাথে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠে। উদাহরণস্বরূপ; কোন অভিনেতাকে মঞ্চে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় অভিনয়ের পর বাড়ি ফেরার পথে বিক্ষুব্ধ জনতার আক্রমণ থেকে তাকে উদ্ধার করতে হয়েছিল। প্রভাবান্বিত হলে জনতার মানসিকতা যে কতটি উদ্বেলিত হতো তার নজীর হিসাবেই ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করলাম। অলীককল্পনা—যে কতটা সত্যের রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে এখানে সেটাই প্রমাণিত হয়।

কোন বিজয়ীর বা রাষ্ট্রের ক্ষমতা নির্ভর করে জনতার কাছে সেগুলির প্রতিকৃতি কিভাবে ফুটে উঠেছে তার উপর। জনতার এই মানসিকতার

www.pathagar.com

উপরই নির্ভর করে কিভাবে সে পরিচালিত হবে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যেবন—বৌদ্ধ, খ্রীস্ট এবং ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়, রিফরম্যাশন (Reformation), ফরাসী বিপ্লবে এবং আধুনিক কালের সমাজতন্ত্রের আক্রমণাত্মক প্রবাহ—সবই জনতার মানসিকতার উপর প্রতিফলিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিকল্পনারই ফলাফল।

তদুপরি সর্ব দেশে সর্বকালে এটাও দেখা যায় যে, সব রাষ্ট্রনায়কই, এমন কি একচ্ছত্র অধিপতিরাও জনতার এই মানসিকতাকে তাদের ক্ষমতার ভিত্তি বলে মনে করে এবং তারা কখনোই রাষ্ট্র পরিচালনায় এই মানসিকতার বিরুদ্ধাচরণ করে না। প্রমাণ স্বরূপ নেপোলিয়ন ক্যাথলিক সেজে ভেনডেন (Vendeen)-এর যুদ্ধের পরিসমাপ্তি টেনে ছিল, মুসলিম সেজে মিসরে পদার্পণ করেছিল, অতি ধার্মিক সেজে ইটালীর ধর্মযাজকদের মন জয় করেছিল এবং একথাও বলেছিল যে ইহুদীদের পদানত করতে হলে আমি সলোমনের মন্দির পুনর্নির্মাণ করতাম। অলেকজাণ্ডার এবং সীজারের পরে আর কোন ব্যক্তি জনতার মানসিকতাকে এত ভাল করে বুঝেনি। অদ্যাবধি সে নিয়ত জনতার মানসিকতাকে জিইয়ে রাখত। তার বিজয়ে, বক্তৃতায় এবং তার কার্যকলাপে, নেপোলিয়ন সব সময়ে জনতার মানসিকতা সম্পর্কে সজাগ থাকতেন। এমনকি মৃত্যু শয্যায়ও তিনি সেকথা ভুলেননি।

জনতার মানসিকতা কিভাবে প্রভাবান্বিত করতে হয় তা আমরা একটু পরে আলোচনা করব। এখানে আমরা এ প্রসঙ্গে শুধু এতটুকুই বলব যে জনতাকে প্রভাবান্বিত করার জন্য তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বা বিচার-ক্ষমতার উপর নির্ভর করলে চলবে না। এণ্টনি—বিশিষ্ট বাগ্মী হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে জনতাকে সীজারের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে পেরেছিলেন, সেটা তার ভাষার বৈগুণ্যে নয় বরং ঘটনাস্থলে সীজারের উৎসর্গ দলিল পাঠ করে এবং তার রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখিয়ে।

জনতার মানসিকতা সব সময় ঘটনাবলীর চমকপ্রদ এবং সুস্পষ্ট-বিম্ব কর্তৃক উদ্দীপ্ত হয়ে; যেমন বড় ধরনের কোন বিষয়, অথবা মহান কোন ঐশীবাণী, বড় ধরনের মারাত্মক কোন অপরাধ অথবা মহৎ কোন প্রত্যাশা। ঘটনাটার সবটুকু তাদের সামনে তুলে ধরতে হয়, তবে সে ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা

www.pathagar.com

নিষ্প্রয়োজন। ছোটখাটো অজস্র ঘটনাও জনতাকে প্রতিক্রিয়াশীল করে তুলতে সহায়ক হয়, তদস্থলে বরং যে-কোন একটি বড় ঘটনা, যেমন অপরাধ, বড় ধরনের অন্যায়, বিপর্যয় ইত্যাদি, তাকে সহসাই উদ্বেলিত করে তোলে—যদিও দেখা যায় যে এই বড় ঘটনার ফলশ্রুতি তুলনা-মূলকভাবে ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর যৌথ ফলশ্রুতির চাইতে অনেক কম। কোন এক সময় ইনফ্লুয়েঞ্জাকবলিত দেশে যে পাঁচ হাজার লোক মারা গিয়েছিল সেটা কিন্তু জনতার মনসপটে কোন প্রলোভন ঘটায়নি—এর কারণ হচ্ছে এ মৃত্যুর-ঘটনা জনতার কাছে কোন বিরাট ইমেজ হিসাবে আবির্ভূত হয়নি, বরং কোন একটা সাপ্তাহিকীর প্রতিবেদনে প্রদত্ত একক একটা মৃত্যু ঘটনা হিসাবে জানা গেছে। এ না হয়ে যদি আইকেল টাওয়ার ভেঙে পড়ে মোটে পাঁচজন লোকের মৃত্যু ঘটত, তাহলে তা জনতার মানসপটে নিঃসন্দেহে একটা বিরাট ব্যাপার হিসাবে দেখা দিত। একটা আটলান্টিকগামী জাহাজের সম্ভাব্য সমুদ্র ডুবির খবরে জনতা হয়তো এক সপ্তাহব্যাপী বিলোড়িত হতো অথচ ১৮৯৪ সালে ৮৫০-টি ডিঙ্গি নৌকা এবং ২০৩ টা স্টিমার সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল, অথচ তাতে জনতার মানসিকতার উপর একটুও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি—তুলনা করলে আটলান্টিকগামী জাহাজ ডুবির ক্ষতির চাইতে ১৮৯৪ সালের ক্ষতি অনেক বড় ছিল।

কাজেই জনতার কাছে ঘটনার সত্যতাই বড় কথা নয় বরং কিভাবে সেটাকে তাদের মানসপটে তুলে ধরা হচ্ছে সেটাই বড় কথা। আমাকে এখানে বলতেই হচ্ছে যে ঘটনাবলীকে এমন আকৃষ্ট করে তুলে ধরা দরকার যাতে করে বিকৃত ইমেজের মাধ্যমে তা জনতার মনকে আপ্লুত এবং সম্মোহিত করে ফেলে। কাজেই জনতার মানসিকতাকে প্রভাবান্বিত করার দক্ষতা এবং জনতাকে পরিচালনা করা মূলতঃ একই।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

জনতার বিশ্বাস ধর্মীয় বিশ্বাসের দৃঢ়মূল ঃ ধর্মীয় আবেগ বলতে কি বুঝায় —এটি সব সময় স্বর্গীয় দেবদেবীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়—এর চারিত্রিক লক্ষণাদি—ধর্মীয় বিশ্বাসের মনে দৃঢ়মূল বিশ্বাসের শক্তি—উদাহরণ—জনপ্রিয় দেবতারা কখনো অবর্তমান নয়—নবরূপে দেবতাদের আবির্ভাব—নাস্তিকতার ধর্মীয় রূপ—ঐতিহাসিক দিক থেকে এ ধরনের বিশ্বাসের মূল্য—রিফরমেশন, সেন্ট ব্যাথলোমিউ (Batholomeu), টেরর (Terror) এবং অনুরূপ ঘটনাদির অতিরঞ্জিত প্রতিফলন—জনতার ধর্মীয় আবেগেরই ফলাফল। কোন ব্যক্তির একক বিচার-বুদ্ধির ফসল নয়।

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়েছি যে জনতা যুক্তিতর্কের ধার ধারে না, তারা কোন কিছু পুরোপুরি গ্রহণ বা পুরোপুরি বর্জন করে। তারা আলোচনা বা প্রতিরোধ সহ্য করে না। এবং তাদের কাছে যে নির্দেশনা আসে সে মোতাবেকই তারা কার্যে প্রবৃত্ত হয়। আমরা এও দেখিয়েছি যে ঠিকমত প্ররোচিত করতে পারলে জনতা নির্দেশিত আদর্শের জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও পিছ-পা হয় না। আমরা এটা দেখাতেও ভুলিনি যে জনতা কেবল উগ্র এবং চরম পন্থাই অনুসরণ করে। এমনও দেখেছি যে ঘটনার প্রতি তাদের অনুকম্পাবোধ অচিরেই অবিচলিত শ্রদ্ধায় এবং অনুরূপভাবে ঘটনার প্রতি অনীহা কখনও বা তীব্র ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়। এসব সাধারণ বৈশিষ্ট্য আমাদের জনতার দৃঢ়বিশ্বাস সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়।

জনতার দৃঢ়মূল বিশ্বাসসমূহকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এগুলি আসলে ধর্মীয় বিশ্বাসেরই অনুরূপ। নজির হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বিপ্লবাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

জনতার এ ধরনের সাধারণ চারিত্রিক লক্ষণ হচ্ছে ঃ নেতা-বন্দনা। বন্দিত ব্যক্তির ক্ষমতা সম্পর্কে ভীতি, তার প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য, তার প্রদত্ত অনুজ্ঞাকে আলোচনার ঊর্ধ্বে মনে করা, এবং তার স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি

www.pathagar.com

করা—সেই সাথে যারা তা মেনে না নেয় তাদেরকে শত্রু বলে ধরে নেয়া। এ ধরনের বিশ্বাসে—সেটা অদৃশ্য ভগবানের ব্যাপারেই হোক বা কোন কাঠ বা পাথরের স্মৃতি ফলকের প্রতি হোক, অথবা কোন জননেতা বা রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি হোক, যদি তাতে উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহলে আমরা তাকে ধর্মীয় বিশ্বাসেরই পর্যায়ভুক্ত বলে অবিহিত করবো। জনতার এ ধরনের বিশ্বাসের মধ্যে অলৌকিক এবং জাগতিক একটা সম্মোহনী উপাদান সমভাবে লক্ষিত হয়। তাই আমরা নিয়ত দেখতে পাই জনতা কোন বিশেষ রাজনৈতিক দর্শন বা কোন বিজয়ী নেতার উপর অবচেতন মনে ঐশ্বরিক গুণাবলী আরোপ করে থাকে। কেবল ঈশ্বর আরাধনায় লিপ্ত থাকলেই কোন লোককে আমরা সত্যার্থে বিশ্বাসী বলব না, বরং যখন সে তার মন, প্রাণ, দেহ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা সবকিছুই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই নিবেদন করতে উন্মুখ হয়ে পড়ে, তখনই কেবল তাকে সত্যার্থে বিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করা চলে।

আমরা জানিনে যে কোন কিছুর প্রতি দৃঢ়মূল-বিশ্বাসের দুটি অনুসঙ্গী হচ্ছে: বরদাশ্‌তবিহীনতা এবং একগুঁয়েমি। উল্লিখিত দু'টি লক্ষণ কেবল ঐ সমস্ত ব্যক্তির মধ্যেই দেখা যায় যারা মনে করে যে তারা জাগতিক ও পারলৌকিক সব সুখেরই সন্ধান পেয়েছে। কোন বিশেষ বিশ্বাস কর্তৃক উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের সকলের মধ্যেই এ দুটি লক্ষণ দেখা যায়। ইনুকইজিশনের সময় ক্যাথলিকদের মধ্যে যে ধর্মীয় বিশ্বাস দানা বেঁধেছিল সেই একই ধরনের বিশ্বাস আমরা দেখতে পাই 'রেন অব টের'র (Reign of Terror)-এর কালে ক্যাথলিকদের মধ্যে।

জনতার মনে গ্রথিত বিশ্বাসের চারিত্রিক লক্ষণ হচ্ছে: অনুগত্য, মারাত্মক বদরদাশ্‌তহীনতা এবং পরিব্যাপ্ত প্রচারণা এবং এ জন্যই এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাদের বিশ্বাস ধর্মীয় বিশ্বাসের মতো একটা প্রকটরূপ নিয়ে থাকে। জনতা যখন কাউকে বীর বলে গ্রহণ করে সে তখন জনতার মনে দেবতার আসনে সমাসীন হয়। এক যুগেরও বেশী সময় ধরে ফরাসী জাতির কাছে এমনই একজন দেবতুল্য ব্যক্তি ছিলেন নেপোলিয়ন যে কি না ঈশ্বরের

www.pathagar.com

চাইতেও অতি সহজেই মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারতো। 'যার কোন প্রতিবাদ কোনদিন শোনা যায়নি। খ্রীস্টান বা প্যাগান দেবতারাও কোনকালে জনমনের উপর এত বড় সম্মোহন বিস্তারের সক্ষম হয়েছিল বলে বিশ্বাস হয় না।

সব ধর্ম এবং রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠাতারা এ জন্যই তাদেরই স্ব স্ব ধর্ম বা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তারা জনতাকে এতটাই সম্মোহিত করতে পেরেছিলেন যে জনতা ঐ সব মতবাদ বা ধর্মের মধ্যেই তাদের জীবনের সকল সুখ-শান্তি নিহিত রয়েছে বলে, একান্তভাবে বিশ্বাসী হয়ে দেখা দিয়েছিল। এমনকি সে-সব নেতাদের জন্য তারা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিল! সব যুগেই এটা সত্য। ফুস্টেল দ্য কোলেনজস্ (Fustal De Coulanges) রোমান গল (Roman Gaul)-এর উপর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে একথাই বলতে চেয়েছেন যে সাম্রাজ্য টিকে ছিল ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুরূপ একটা প্রগাঢ় বিশ্বাসের উপর, কোন আন্তরিক শক্তির উপরে নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এটা নজিরবিহীন যে, তিনি বলেন, 'জনগণ কর্তৃক অনাদৃত একটা শাসন-ব্যবস্থা পাঁচ বছর টিকে থাকতে পারে।... মাত্র ত্রিশটি শাসক-চক্র কি করে দশ কোটি জনতাকে এভাবে পদানত করে রেখেছিল? এ আনুগত্যের পেছনে মূল কারণ ছিল যে রোমের সম্রাটকে (যে নিজের মধ্যে রোমের গৌরব ধারণ করেছিল) রোমান জনতা দেবতুল্য বলে মেনে নিয়েছিল। সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সম্রাটের সম্মানে বেদী নির্মিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এক নতুন ধর্মের সূচনা হয়েছিল, যেখানে সম্রাটরাই দেবতার সম্মানে পূজিত হত। খ্রীস্ট পূর্বের কিছুকাল পূর্বে, সমগ্র গল (Gaul) দেশের ষাটটি নগরীর পক্ষ থেকে অগাস্টাসের সম্মানে লীওঁ (Lyon) শহরের কাছে একটা সার্বজনীন মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। এই মন্দিরের যাজকরা ঐ সব নগরীর প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন এবং সমগ্র দেশের কাছে সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হতেন।—এটাকে ভয় বা দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ বলে আখ্যায়িত করা চলে না।—সমস্ত জাতি তিনশত বছর পর্যন্ত খুব যে অবনমিত ছিল তা নয়। কেবলমাত্র সভাসদরাই নয়, অথবা কেবল রোমই নয়, সম্পূর্ণ গল, যেমন

www.pathagar.com

গ্রীস এবং প্রুশিয়ার লোকেও তাঁকে পূজা করেছে। অধিকাংশ জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিদের যারা এক সময়ে মানুষের মনকে জয় করেছিল—আজ আর যাদের কোন স্মৃতিফলক বা বেদী নেই (কিন্তু তাদের মতবাদগুলি রয়ে গেছে) তাদের প্রতিকৃতি আজো তাদের ভক্তদের হৃদয়ে গেঁথে আছে এবং তাদের প্রদত্ত মতবাদগুলির কারণে তারা তাদের পূর্ববর্তীদের মতোই আজও সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। ইতিহাসের দর্শন সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে হলে আমাদের জনতার এই মৌলিক মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। জনতা সবার আগে চায় দেবতুল্য একজন নেতা। এখানে একটা কথা মনে রাখতে যে, জনতার এই মানসিকতা আধুনিক বিচার বুদ্ধির কাছে হার মানেনি। যুক্তির সাথে দ্বন্দ্বের আবেগ কখনো উবে যায় না। যদিও আধুনিককালে জনতাকে দেবদেবী বা ধর্মের নামে উদ্বেলিত করা যাবে না বটে, তবুও একথা সত্য যে, তারা গত একশ বছর ধরে অসংখ্য নেতার প্রদত্ত নীতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে চলেছে এবং তাদের সম্মানে অগণিত বেদী বা স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তুলেছে। যারা সাম্প্রতিককালের ভোলাঙ্গানিজম (Bholanganism) নামক সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণা করেছেন তাঁরা জানেন জনতা কত সহজে ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে উজ্জীবিত হতে পারে। সারাদেশে এমন একটিও সরাইখানা ছিল না, যেখানে ভোলাঙ্গানের ছবি টাঙিয়ে রাখা হয়নি। জনতা তাকে সর্বপ্রকার অন্যায় অবিচার অমঙ্গল নামক এক অলৌকিক শক্তির অধিকারী মনে করতে এতটুকু পিছ-পা হতো না। সত্যিকার অর্থেই তার চরিত্র যদি জনতা অর্পিত উপাখ্যান সমতুল্য হতো তাহলে সে ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করত।

একথা বলা সঠিক হবে না যে, জনতাকে উজ্জীবিত করার জন্য সব সময় ধর্মের প্রয়োজন, কারণ সব রাজনৈতিক, স্বর্গীয় এবং সামাজিক বিশ্বাসই জনমনে আসলে অনেকটা বিশ্বাসের অবিসংবাদিত ধর্মীয় নিশ্চয়তা নিয়েই আবির্ভূত হয়। যদি জনতাকে নাস্তিকতাবাদের দিকেও অনুরূপভাবে সম্মোহিত করা যেত তাহলে সেটাও ধর্মীয় বিশ্বাসের মতোই প্রগাঢ় হয়ে উঠতো এবং শীঘ্রই জনসমাজে সেটা অলঙ্ঘনীয় মতবাদ হিসাবে দেখা দিত। এর প্রমাণ স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষবাদের (Posetinist sect) বিবর্তনের কথা উল্লেখ করতে

www.pathagar.com

পারি। নৈরাশ্যবাদীদের সম্পর্কে দস্তভয়স্কি যে কথা বলেছিলেন সেটাই প্রত্যক্ষ্য-বাদীদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্রুত ঘটেছিল। একদা জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে দস্তয়ভস্কি দেবদেবীদের যাবতীয় দেহী এবং মন্দির ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন অথচ তিনি নিজেই তদস্থলে বাখনার (Buchna) এবং মোলেকাকটের (Moleschart) নাস্তিকতাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তার ধর্মীয় বিশ্বাসের এখানে একটা রূপান্তর ঘটেছে বটে, কিন্তু এটা কি সত্য যে, তার দৃঢ়মূল আবেগের কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে!

ইতিহাসের অনেক ঘটনাই আমোদের কাছে দুর্বোধ্য থেকে যাবে যদি কি না আমরা জনতার বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত কি রূপ নেয় সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ না করি। ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনাদি আছে যা বুঝতে হলে আমাদের বাস্তববাদীর দৃষ্টিকোণ ছেড়ে বরং মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক টেইন (Taine) ফরাসী বিপ্লবকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে গিয়ে ঘটনাপম্পরার যোগসূত্র নির্ণয়ে অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি ঘটনাবলীকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন সত্য তবে জনতার মানসিকতা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব হেতু বিপ্লবের মূল কারণগুলি তুলে ধরতে পারেন নি। ঘটনার মারাত্মক দিকগুলি – রক্তপিপাসুতা, বিশৃঙ্খলা এবং বিভৎসতা, তাকে এতটাই স্তম্ভিত করে দিয়েছিল যে, তিনি এই বিপ্লবের বর্বরতাটাই দেখতে পেয়েছিলেন। বিপ্লবের অনাসৃষ্টি, ধ্বংসযজ্ঞ, প্রচার প্রবণতা, এবং যুদ্ধ ঘোষণা, প্রত্যেকটি ব্যাপারকেই বিপ্লবের ফলে জনতার মানসিকতায় যে নতুন প্রগাঢ় বিশ্বাসের (ধর্মীয় বিশ্বাসতুল্য) জন্ম হয়েছিল তেমন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। রিফরমেশন (Reformation) সেন্ট বার্থলোমিউয়ের (St. Bertholomuea) হত্যাযজ্ঞ, ফরাসী ধর্মযুদ্ধসমূহ, ইনকুইজিশন (The Enquisition), রেন অব টেরর (Reign of Teror) ইত্যাদির পেছনে যে নরহত্যা, বিশৃঙ্খলা বা ধ্বংস-যজ্ঞ যা-কিছু ঘটেছিল সবই ছিল কোন মতবাদের প্রতি জনতার বদ্ধমূল বিশ্বাসের একটি বহিঃপ্রকাশ। ইনকুইজিশনের পেছনে যে নির্মমতা সেটা সম্ভব হয়েছিল এ কারণে যে, ইনকুইজিশন অনুসারীরা মনে করত তাদের

www.pathagar.com

কৃতকার্যাদি পরিচ্ছন্ন ও ন্যায়সঙ্গত। তাদের বিশ্বাস যে অবিচলিত সত্যের প্রতীক এ-কথা অন্য কোন পক্ষাবলম্বন করলে বলা যেত না।

যে-সব অত্যুত্থানের কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি সেগুলি সম্ভব হয়েছে তখনই যখন জনতার হৃদয় সেগুলিতে আত্মিক করে নিয়েছিল। এমনকি নিষ্করুণ অধিপতিরাও এগুলি করতে পারেননি। ঐতিহাসিকরা যখন বলেন যে, বার্থলোমিউর ধ্বংসযজ্ঞ রাজাই ঘটিয়েছিলেন তারা আসলে জনতার মানসিকতা সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচয় দেন। এ ধরনের ঘটনা কেবলমাত্র জনতার পক্ষেই ঘটানো সম্ভব। একচ্ছত্র অধিপতিরা কেবল ঘটনা সংঘটনের গতিকে ত্বরান্বিত বা স্তিমিত করতে পারে। বার্থলোমিউর ধ্বংসযজ্ঞ অথবা অন্যান্য ধর্মযুদ্ধ যেমন কেবলমাত্র রাজার কারণেই হয়নি তেমনি রেন অব টেরর (Reign of Terror), রব্‌সপিয়র (Rovespeare), ডাণ্টন (Danton) অথবা সেণ্ট জাস্ট (ST. Just)-এর কারণেই ঘটেনি। এসব ঘটনার পেছনে মূলতঃ যেটা কাজ করেছে সেটি হচ্ছে সেই ঘটনার প্রতি জনতার মানসিক দৃঢ়তা—বিশেষ কোন নেতার প্রভাব নয়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পর্ব

জনতার মতামত ও বিশ্বাস

প্রথম অধ্যায়

জনতার মতামত ও বিশ্বাসের গৌণ উপাদানসমূহ

জনতার বিশ্বাস নির্মাণের প্রস্তুতি-পর্ব: ক. গোষ্ঠী বা জাতি (Race)-এর অভাব, এর সাথে পূর্ব পুরুষের একটা ধারণা এবং সংশ্লিষ্ট। খ. ঐতিহ্য—এটাই হচ্ছে জাতিসত্তার ঐতিহাসিক বহিঃপ্রকাশ। —ঐতিহ্যের সামাজিক মূল্য—প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও এর মারাত্মক ফলাফল—জনতাই ঐতিহ্যের অনড় ধারক। গ. কাল—সময়ের সাথে জনতার মধ্যে কখনো কখনো বিশ্বাস দানা বাঁধতে থাকে আবার কখনো কখনো দৃঢ়মূল ধারণা বিলুপ্ত হতে থাকে। এই কারণেই দেখা যায় যে বিশৃঙ্খলা অব্যবস্থা থেকে এক সময়ে একটা শৃঙ্খলা ফিরে আসে। ঘ. রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি—অনেক প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের থেকে প্রাপ্ত ধারণা ভাল কি খারাপ সেটা জনতা বুঝে উঠতে পারে না—ফলে দেখা যায় সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তা-ভাবনা জন্ম নেয় একই প্রতিষ্ঠান থেকে কতগুলি প্রতিষ্ঠান আবার তাত্ত্বিক দিক থেকেও খারাপ কিন্তু জনতার কাছে কালান্তরে তা একান্ত স্বীকার্য হয়ে দেখা দেয়। ঙ. প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা—প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাদীক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি জনতার মনের উপর প্রবল আকারে প্রভাব বিস্তার করে।

জনতার চিন্তা-ভাবনা ও অনুভূতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর এবার আমরা জনতার মতামত ও বিশ্বাস কিভাবে সৃষ্টি এবং পর্যায়ক্রমে তাদের মানসপটে বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করব।

জনতার মতামত ও বিশ্বাসকে যে-সব উপাদান প্রভাবান্বিত করে তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে— পরোক্ষ কারণ এবং প্রত্যক্ষ তাৎক্ষণিক কারণ।

পরোক্ষ উপাদানসমূহ হচ্ছে সেগুলি যার কারণে জনতা কোন বিশ্বাসকে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরে এবং বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোনরকম প্রতিবাদ সহ্য করে

www.pathagar.com

না। এই উপাদানগুলি অনেক সময় অনেক অভিনব চিন্তা-ভাবনার সৃজন ক্ষেত্র হিসাবেও দেখা দেয়। এই নব-সৃষ্ট ঘটনাবলীর রূপ ও আকার এবং শক্তি এতই প্রবল হয়ে দেখা দেয় যে মানুষ তাতে হতবাক হয়ে যায়, যদিও একথা অনস্বীকার্য যে এ ঘটনাবলী আসলে বর্ণিত ঐ সব উপাদানের অত্যন্ত স্বাভাবিক পরিণতি বৈ কিছু নয়। এই নবতর ঘটনাবলী বহিঃপ্রকাশ অত্যন্ত দ্রুত এবং বিষয়কর হয়ে থাকে। কিন্তু ঘটনাবলীর বহিঃপ্রকাশ আকস্মিক হলেও আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে, আসলে এটি হচ্ছে বহুদিনের সঞ্চিত কারণাদিরই বাস্তব প্রকাশনা।

প্রত্যক্ষ তাৎক্ষণিক উপাদান হচ্ছে সেগুলি—যা ঘটনাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে এবং চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে—এবং যার অবর্তমানে ঘটনাটা ঘটানোর আগ্রহ সঞ্জীবনী মন্ত্র হিসাবে দেখা দিত না। যে-সমস্ত বিশ্বাসের কারণে জনতা হঠাৎ করে উদ্দাম হয়ে পড়ে তার মূলে রয়েছে এসব তাৎক্ষণিক উদ্দামসমূহ। এসব কারণেই কখনো কখনো দাঙ্গা বেঁধে যায়। ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অথবা কোন একটা ব্যক্তির হাতে প্রতিষ্ঠিত-সরকারকে উৎখাত করার অপরিসীম শক্তি অর্পণ করা হয়।

ঐতিহাসিক সব ঘটনার পেছনেই প্রত্যক্ষ তাৎক্ষণিক এবং পরোক্ষ দূরস্থিত উপাদানাদি কাজ করে থাকে। এখানে ফরাসী বিপ্লবের কথা উল্লেখ করে বলতে হয় যে, এর পেছনে পরোক্ষ দূরস্থিত উপাদানসমূহ হচ্ছে দার্শনিকদের লেখা, অভিজাত সম্প্রদায়ের নির্মম শোষণ এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনার অগ্রগতি। এসব কারণে উজ্জীবিত মানসিকতার উপর, বাগ্মীদের বক্তৃতা এবং ছোটখাটো সংস্কারের বিরুদ্ধে আদালতের বিরোধিতা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ তাৎক্ষণিক উপাদানাদি সীমাহীন প্রভাব বিস্তার করে জনতাকে বিপ্লবের দিকে ধাবিত করে।

জনতার মতামত এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দূরস্থিত যে পরোক্ষ উপাদানসমূহ রয়েছে তার মধ্যে কিছু সংখ্যক কারণ সব জনতার মধ্যেই সাধারণ কারণ হিসাবে পরিদৃশ্যমান। সেগুলি হচ্ছে জাতি বা গোষ্ঠীসত্তা, ঐতিহ্য, কাল, প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার রূপ।

এখন আমরা একে একে এগুলি পর্যালোচনা করব।

www.pathagar.com

ক. **জাতিত্ব ঃ** গোষ্ঠী বা জাতিত্ব বর্ণিত উপাদানসমূহের মধ্যে সবচাইতে বেশী গুরুত্বভূর্ণ। আরেকটি বইতে এ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। অতএব, সেটা নিয়ে এখানে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ববর্তী গ্রন্থে আমরা দেখিয়েছি জাতিত্ব কিভাবে গড়ে উঠে এবং সভ্যতার বিভিন্ন উপাদান, বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠানাদি এবং পরিকল্পনা ইত্যাদি—আসলে কোন জাতির স্বীয় বৈশিষ্ট্যেরই বহিঃপ্রকাশ। আমরা এও দেখিয়েছি যে জাতীয় বিশ্বাসের এতই দৃঢ়মূল যে, একপুরুষ থেকে আরেক পুরুষে যাওয়ার পথে তার পরিবর্তন অনিবার্য।

'ঘটনা', 'পরিবেশ' এবং 'ক্ষণ' আসলে তৎকালীন সামাজিক চাহিদারই প্রতিফলন। যেগুলির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যাবে না বটে, কিন্তু কোন জাতির মৌলিক সত্তার রূপরেখার পরিণতিতে এগুলি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার অর্থ হচ্ছে জাতীয় ঐতিহ্য হিসাবে প্রাপ্ত বিশ্বাস, কৃষ্টি-সভ্যতার সাথে তুলনায় এগুলি স্বল্পমূল্যের।

জনতার জাতি সত্তার প্রভাব সম্পর্কে আরো বহুবার আলোচনার সুযোগ আমরা এই বইতে পাব। পূর্ববর্তী আলোচনাদি থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের জনতা—বিশ্বাস এবং আচরণের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্য দেখিয়ে থাকে।

খ. **ঐতিহ্য ঃ** ঐতিহ্য অতীতের বিমূর্ত চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন মাত্র। এই সবের বিমিশ্রি নব-সত্তাই হচ্ছে জাতি, গোষ্ঠী। এবং এটাই জাতি বা গোষ্ঠী-জীবনে বিপুল শক্তিধর হিসাবে দেখা দেয়।

মানবজাতির উপর অতীব-ঐতিহ্যের যে কি প্রবল প্রভাব তা দেখানোর ফলে বহুকাল ধরে স্বীকৃত জীববিদ্যার অনেক ধারণাই অসাড় বলে প্রমাণিত হয়েছে। ঠিক একই পরিবর্তন যে অদূর ভবিষ্যতে সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের ক্ষেত্রেও ঘটবে, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও গত শতাব্দীর অনেক চিন্তাবিদের মতো বর্তমানকালের অনেক রাষ্ট্রনায়কেরাও মনে করেন যে, কোন সমাজকে অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে—ন্যায় ও সঙ্গতরূপে গড়ে তোলা যায়। আসলে অভিমতটি কিন্তু সর্বজনস্বীকৃত নয়।

একটা জাতি বা গোষ্ঠী জীবদেহের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

জীবদেহ যেমন ধীরে ধীরে বাড়ে, ঠিক তেমনি কোন জাতি বা গোষ্ঠীও অতীত ঐতিহ্যগত গুণাবলীর সঞ্চিত আধার হিসাবে গড়ে উঠে।

ঐতিহ্যই মানুষকে পরিচালিত করে এবং জনতার ক্ষেত্রে একথা আরো বেশী সত্য। যদি কোথাও এমন দেখা যায় যে, জাতীয় ঐতিহ্যের কোন পরিবর্তন হচ্ছে, তাহলে আমি বলব সেটা তার মৌলিক নয় বাহ্যিক কোন গুণের পরিবর্তন মাত্র।

এর জন্য আমাদের দুঃখ করার কিছু নেই। কোন জাতীয় বৈশিষ্ট্য বা সভ্যতার বিকাশ অতীতের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন হতে পারে না। সত্য হচ্ছে, মানব সম্প্রদায় একটা ঐতিহ্য গড়ে তোলে এবং সেটাকে ভেঙেও ফেলে যখন তা আর তার কোন উপকারে আসে না। সহজ কথায় ঐতিহ্যের অনুপস্থিতিতে সভ্যতা সম্ভব নয় এবং ঐতিহ্যের ধ্বংস ব্যতিরেকে প্রগতিও সম্ভব নয়। এখানে সমস্যা হচ্ছে স্থায়ীত্ব (stability) এবং নবীনত্বের (voiceabllity) মধ্যে একটা সমতা স্থাপন করা। কোন জাতির মধ্যে যদি কোন প্রথা পদ্ধতি বদ্ধমূল হয়ে যায় তাহলে সেখানে পরিবর্তন দুরূহ হয়ে দেখা দেয় যেমনটা চীনে দেখা যায়। এসব দুর্জয় বিপ্লবেও কোন ফল হবে না। কারণ সেখানে দেখা যাবে খণ্ডিত অতীত ঐতিহ্যই পুনরায় সংযোজিত হয়ে তার অতীত রূপ ফিরে পাচ্ছে অথবা খণ্ডিত ঐতিহ্য আলাদা থেকে প্রগতির স্থলে অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

কোন জনগোষ্ঠীর জন্য অতীতে প্রতিষ্ঠানাদি সংরক্ষণ করতঃ ধীরে ধীরে তার পরিবর্তন সাধন করাটাই মঙ্গলকর হবে। যদিও এটা করা অত সহজ নয়। অতীতের রোমানরা এবং বর্তমানের ইংরেজরাই কেবল এ-পথ অনুসরণ করতে পেরেছে।

জনতা অতীতকে আঁকড়ে ধরে এবং প্রবলভাবে তার পরিবর্তনকে বাধা দেয়। বর্ণভিত্তিক সমাজে এটা আরো বেশী সত্য। আমরা ইতিপূর্বে জনতার রক্ষণশীল মানসিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছি এবং এটাই দেখিয়েছি যে বিশাল বিপ্লবও অনেক সময় নামধামের সামান্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যায়। গত শতাব্দীর শেষভাগে যখন গীর্জাগুলি ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল, এননকি ধর্মযাজকদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া

www.pathagar.com

হয়েছিল বা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন হয়তো অনেক ভেবেছিলাম যে অতীতের ধর্মীয় বিশ্বাসাদি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানেই জনগণের দাবীর মুখে সার্বজনীন উপাসনা পুনরায় চালু করতে হয়েছিল। স্বল্পকালের জন্য নির্বাসিত হলেও সেই পুরণো ঐতিহ্যই পুনরায় চালু হলো।

জনতার মানসিকতার উপর ঐতিহ্যর প্রভাব সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, দেব বিশ্বাস মন্দির সীমাবদ্ধ নয়, এক নায়করা রাজ প্রাসাদে বাস করে না বরং তারা বাস করে জনগণের মনে যেটার অবক্ষয় ঘটতে শতাব্দীর পর শতাব্দীর প্রয়োজন হয়।

গ. কাল ঃ প্রাণীজগতের মতো সমাজ জীবনেও সময় বা কাল অত্যন্ত শক্তিশালী উপাদান। আসলে এটাই সব সৃষ্টি ও ধ্বংসের নিয়ন্ত্রক। সময়ের বুকেই ক্ষুদ্র বালুকণা থেকে পাহাড় পর্বত গড়ে উঠে এবং অতীতের অতি ক্ষুদ্র ভ্রূণ থেকে মানব জীবনের উদ্ভব হয়েছে। যে-কোন ঘটনাই কালান্তরে পরিবর্তিত হয়। এটা সঠিক ভাবেই পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে একটা মাত্র পিপীলিকাও মাউন্ট ব্লাক (Mount Blaque)-এর মতো পর্বতকে সময়ের ব্যবধানে কুড়ে কুড়ে সমভূমিতে পরিণত করতে পারে। সময়ের যথোপযুক্ত ব্যবহারে সক্ষম কোন ব্যক্তি জনতা-দেবতার সমতুল্য শক্তিসম্পন্ন হয়ে দেখা দেয়।

এক্ষেত্রে আমরা কেবল জনতার মতামত সৃষ্টিতে সময়ের প্রভাব সম্পর্কে নিবিষ্ট থাকব। কালের প্রেক্ষিতে জনতার ক্ষমতা অপরিসীম। জাতি বা গোষ্ঠী যে একটা প্রচণ্ড শক্তি তা মূলতঃ সময়েরই সৃষ্টি। জনতার মধ্যে বিশ্বাসের যে জন্ম, যে পরিবর্তন এবং যে বিলয় তা সময়েরই দান। সময়ের প্রেক্ষাপটেই এ বিশ্বাসের উজ্জীবন এবং নির্বাপণ।

কাল বা সময়ের প্রেক্ষিতেই হচ্ছে জনতার মতামত বা বিশ্বাসের সূতিকাগার। এ কারণেই দেখা যায় যে কোন কোন বিশ্বাস বিশেষ কোন সময়ে বা কালে বাস্তবায়ন সম্ভব, অথচ অন্য সময়ে সেটি সম্ভব হয় না। সময়ের বুক চিরেই কোন চিন্তা-ভাবনা বা বিশ্বাসের পুঞ্জীভূত রূপকের এবং কোন একটা

www.pathagar.com

বিশেষ সময়ে সেটা আদর্শ বা মতবাদের রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসে। এসব আদর্শের বহিঃপ্রকাশ হঠাৎ করে হয় না বরং এগুলির মূল গ্রথিত থাকে সুদূর অতীতে। এটা যখন বাস্তব রূপ নেয় তার মানে হচ্ছে সময় একে পরিপক্ক স্তরে নিয়ে এসেছে এবং এর মূল বা ধারাবাহিকতা খুঁজতে গেলে আমাদের অতীতেই অনুসন্ধান করতে হবে। তারা অতীতের সন্তান, ভবিষ্যতের প্রসূতি কিন্তু সর্বযুগে কালেরই-ক্রোড় পালিত ভ্রূণ।

কালই হচ্ছে আমাদের জীবনের নিয়ামক শক্তি, যার কারণে নিয়ত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে : আধুনিককালে আমরা জনতার আকাশচুম্বি প্রত্যাশা, নির্মম ধ্বংসলীলা এবং অভ্যুত্থান দেখে শঙ্কিত না হয়ে পারি না। সময়ই এক সময় ঘটনাবলীর মধ্যে একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে দেবে। লেভিসীর (M. Levesice) মতে একদিনে কোন রাজ্য গড়ে উঠেনি। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে উঠার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী লাগে। সামন্তবাদ তার সঠিক রূপ নেওয়ার পূর্বে বহুকাল কাটিয়েছে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার মধ্যে, নিয়মিত শাসন ব্যবস্থায় উপনীত হওয়ার একচ্ছত্র রাজতন্ত্রকে কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়েছে এবং এই যে প্রতীক্ষাকাল তাও ছিল বিপদসঙ্কুল।

ঘ. **রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি :** সাধারণের বিশ্বাস যে প্রচলিত প্রতিষ্ঠানাদি সামাজিক ভুলত্রুটি সংশোধন করতে পারে, জাতীয় অগ্রগতি প্রতিষ্ঠানের বা সরকারের উন্নয়নের উপর নির্ভর করে, অথবা সামাজিক পরিবর্তন আইন করে করা যেতে পারে। আমি সেটা মানি। ফরাসী বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরনের একটা বিশ্বাস কাজ করেছিল। এমন কি বর্তমান কালের সমাজতত্ত্ববিদরাও তেমনটি মনে করেন। কিন্তু বর্তমানকালের অভিজ্ঞতাও এ ভ্রান্ত ধারণাকে অপনোদন করতে পারছে না। এমন কি দার্শনিক ও ঐতিহাসিকদের শত চেষ্টাও এ বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ করতে সক্ষম নয়; তবে তাদের জন্য এটা প্রমাণ করে দেখান মোটেই কষ্টকর নয় যে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি, আসলে জনতার চিন্তাধারা, আবেগ এবং প্রথা-পদ্ধতিরই ফলাফল। এসব মানসিক বিশ্বাসের পরিবর্তন সংসদীয়

www.pathagar.com

আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্ভব নয়। কোন সমাজে প্রচলিত বা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানাদি তাদের ইচ্ছা মতো গড়ে উঠে না, যেমন একটা জাতি বা সমাজের চুল বা চোখের রঙ তাদের ইচ্ছা মতো হয় না, সরকার বা প্রতিষ্ঠানাদি আসলে কোন জাতি বা গোষ্ঠির অন্তরুনি জাতি সত্তার প্রতিক্রিয়ার ফলাফল। তারা কালের সৃষ্টি করে না বরং কালই তাদের সৃষ্টি করে। জনসাধারণ কোন বিশেষ ক্ষণের বৈশিষ্ট্য দিয়ে শাসিত হয় না বরং তাদের চারিত্রিক গুণাবলীই তারা কিভাবে শাসিত হবে তার দিকদর্শন দিয়ে থাকে। কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা দাঁড় করাতে যেমন কয়েক শতাব্দী লেগে যায় তেমনি তার পরিবর্তন সাধন করতে হলেও শতাব্দীর পর শতাব্দী অপেক্ষমান থাকতে হয়। প্রতিষ্ঠানাদি, শুধু প্রতিষ্ঠান হিসাবে, ভাল বা মন্দ হতে পারে না। কোন বিশেষকালে কোন বিশেষ জাতির জন্য যা ভাল তা অন্য কোন কালে অন্য জাতির কাছে একেবারে মন্দরূপে প্রতিভাত হতে পারে।

অধিকন্তু, কোন জাতি ইচ্ছে করলেই তার প্রচলিত প্রতিষ্ঠানাদির পরিবর্তন আনতে পারে না। নিঃসন্দেহে একথা সত্য যে দুর্জয় বিপ্লব ঘটিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের নাম ধাম পরিবর্তন করা যেতে পারে। কিন্তু তার মৌলিক কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারা যায় না। একজন ঐতিহাসিক এই নাম ধামের পরিবর্তনকে ঘটনার কোন বিরাট পরিবর্তন বলে মনে করেন না। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইংল্যাণ্ডে যেখানে আইনগত রাজতন্ত্র বর্তমান সেখানে কিন্তু আসলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান, সেই সাথে একথাও উল্লেখ্য যে, স্পেনীস-আমেরিকান দেশসমূহে গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের অত্যাচারী একনায়কত্ব বহাল রয়েছে। কোন জাতির ভাগ্য নির্ভর করে সরকারের উপর নয়—বরং তার চারিত্রিক লক্ষণাদির উপর। আমার পূর্ববর্তী পুস্তকে একথা নজীর টেনে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি।

কোন দেশের সংবিধানকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রণয়ন বা প্রকাশনা করা এমন কিছু বড় কাজ নয়। এটা বরং একটা নিষ্ফল উদ্যোগ। সময় এবং প্রয়োজন এ দুটো উপাদানই হচ্ছে সংবিধানের কার্যকারিতার মূল নিয়ামক। এ্যাংলো-স্যাকসনরা এ দুটো বিষয়কে মৌলিক মনে করেই সংবিধান প্রণয়ন এবং গ্রহণ করেছে। ঐতিহাসিক ম্যাকলের একথাটিই পরিষ্কার করে তুলে ধরার

www.pathagar.com

জন্য যে উপদেশ দিয়েছেন ল্যাটিন আমেরিকার রাজনীতিকদের তা মনে রাখা উচিত। ব্যর্থহীন ভাষায় রচিত কোন সংবিধানের কি যে ভাল, কি যে খারাপ তা আলোচনা করার পর ম্যাকলে একথাও উল্লেখ করতে ভুলেন নি যে ল্যাটিন আমরিকানদের গৃহীত তাৎক্ষণিক সংবিধানের তুলনায় ইংরেজেরা যে ধীরে ধীরে প্রয়োজনের তাগিদে সংবিধান প্রণয়ন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেছে সেটাই বরং অধিকতর ফলপ্রসূ।

"শব্দের বাগাড়ম্বর দূরে রেখে এবং প্রয়োজনের তাগিদটাকে প্রাধান্য দিয়ে সংবিধান প্রণয়ন করতে হলে কোন বৈসাদৃশ্যকে কেবলমাত্র বৈসাদৃশ্য মনে করে তুলে না দেয়া, কোন একটা সমস্যা অনুভূত হওয়ার পূর্বেই অভিনব কিছু টেনে না আনা, কোন বিশেষ কারণকে সামনে রেখে তার চেয়ে বহুদায়তন সমাধান না টানা, এগুলিই ছিল জন থেকে ভিক্টোরীয় শাসনামল পর্যন্ত আড়াইশ বছরের সংসদের অনুসৃত নীতি।"

প্রত্যেকটা জাতি বা গোষ্ঠীর আইনানুভিত্তিক প্রতিষ্ঠানাদি একে একে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে এগুলির সবই সে জাতি বা গোষ্ঠীর প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্ট এবং দুর্বার গতিতেও এগুলির পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। একথা সত্য যে, কেন্দ্রকৃত শাসন ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু যখন আমরা কোন একটা সংমিশ্রিত জাতির কথা ভাবি তখন দেখতে পাই যে একটা কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলতেই সহস্র বছর কেটে যায়। যখন আমরা দেখি যে কোন একটা বড় ধরনের বিপ্লব অতীতের প্রতিষ্ঠানাদি ধ্বংসের জন্য পরিচালিত হয় অথচ বিপ্লবোত্তর কালে সে বিপ্লবের নায়করা নিজেরাই পুরাতন কেন্দ্রীকতাকে জাতির অস্তিত্বের স্বার্থেই পুনরুদ্ধার, এমন কি আরো সক্রিয় করে তোলে, তখন সে-সব রাষ্ট্রনায়কের চিন্তার পরিধি সম্পর্কে সত্যি আমাদের করুণার উদ্রেক হয়। এভাবে পুরাতনকে ভেঙে নতুন কিছু গড়াতে সমর্থ রাজনীতিবিদরা আসলে কিন্তু একটা গৃহযুদ্ধকেই ডেকে আনে যার ফলে শেষ পর্যন্ত এমন একটা কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে উঠে যা কি-না পূর্ববর্তী সরকারসমূহ থেকেও অধিকতর অত্যাচারী।

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে জনতার মানসিকতাকে প্রতিষ্ঠানাদি প্রভাবান্বিত করে না। যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আমেরিকাকে

www.pathagar.com

এত উন্নত করেছে ঠিক একই ধরনের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্প্যানিস আমেরিকান প্রজাতন্ত্রসমূহকে নৈরাজ্যের দিকে ধাবিত করেছে। কোন জাতি বা গোষ্ঠী শাসিত হয় তাদের চারিত্রিক গুণাবলীর ভিত্তিতে এবং যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান তাদের জাতির চরিত্রকে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করে না সেগুলি ধার করা পোশাকের মতো সামঞ্জস্যবিহীন। কোন সন্দেহ নেই যে; রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং দুর্জয় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে এবং হতেও থাকবে এবং এসব বিপ্লবের মাধ্যমে অনেক নতুন প্রতিষ্ঠানকে ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন মনে করে গোষ্ঠীর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টাও চলবে। অনেকে বলবে যে প্রতিষ্ঠানাদি জনতার মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করবে তা ঐ দুর্জয় বিপ্লবাদি ঘটানোরও মৌলিক কারণ। কিন্তু বাস্তবে তা সত্য নয়। কারণ আমরা দেখি এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানাদির নিজস্ব কোন গুণগত মূল্য নেই। জনতার মানসিকতার উপর ভাষা বা শব্দের প্রতিবিম্বই মূলতঃ কাজ করে, কারণ শব্দ হচ্ছে এক প্রকার সম্মোহনী শক্তি।

ঙ. **শিক্ষা ও নির্দেশনা:** আধুনিক যুগের বিশ্বাস হচ্ছে নির্দেশনার মাধ্যমে জনতার মানসিকতার অনেক পরিবর্তন করা সম্ভব—এমন কি তাদের সকলকেই উন্নতর বা সমপর্যায়ে উন্নীত করা যায়। এবং এই বিশ্বাসের অজস্রবার পুনরুক্তির ফলশ্রুতিতে তা শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক রীতিতে পরিণত হয়েছে। পূর্বে চার্চের বিরুদ্ধাচারণ করা যেমন মারাত্মক ছিল, ঠিক তেমন বর্তমান গণতন্ত্র নিঃসৃত নীতিমালাকে অস্বীকার করাও অনুরূপ ভয়াবহ।

আসলে অন্য বহু ব্যাপারের ন্যায় এক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক বিশ্বাসাদি মনস্তাত্ত্বিক এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাথে অসামঞ্জস্য। আরো অনেক দার্শনিকের মতে হ্যাবার্ট স্পেনসারের কাছে এটা প্রমাণ করা কষ্টকর হয়নি যে নির্দেশনা কোন মানুষকে না করে অধিকতর নীতিবান বা সুখী, না করে তার স্বভাবের বংশগত অভ্যাসের পরিবর্তন বরং অনেক সময় নির্দেশনা রিপুকে চালিত করে মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। আমাদের উপরি-উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে পরিসংখ্যানবিদদের অভিমত তুলে ধরা যেতে পারে। একথা অনেকেই জানেন যে সাধারণ ন্যায়-নীতি শিক্ষার ফলে অপরাধ প্রবণতা বাড়ে এবং বিশেষ ধরনের শিক্ষা-দীক্ষায় সমাজের সবচাইতে মারাত্মক নৈরাজ্য-

www.pathagar.com

বাদীদের সৃষ্টি হয়—যাদের মধ্যে অধিকাংশই দেখা যায় স্কুল পর্যায়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর অংশ। এডলক গিল্‌ট নামক একজন ম্যাজিস্ট্রেট সম্প্রতি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত অপরাধীদের অনুপাত হচ্ছে ৩ঃ১ এবং সেই সাথে এটাও দেখিয়েছেন যে পঞ্চাশ বছরের অপরাধ প্রবণতা শতকরা ১৩৩% ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি তাঁর সহকর্মীদের সাথে এব্যাপারেও একমত যে, যে নবীনদের জন্য ফরাসী দেশে অবৈতনিক এবং আবশ্যিক স্কুল-শিক্ষা প্রচলন করা হয়েছে—অপরাধ প্রবণতা তাদের মধ্যেই বেশী।

এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না যে নৈতিক মান উন্নত করার উদ্দেশ্যে কোন নির্দেশক বিশেষভাবে পরিচালিত না হলে, এমন কিছু সুফল পাওয়া যাবে। এ-কথা পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরো বেশী প্রযোজ্য। দুর্ভাগ্য-জনক হলেও সত্য বলতে দ্বিধা নেই যে ল্যাটিন জাতিসমূহ গত পঁচিশ বছর ধরে তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ভ্রান্তনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছে এবং ব্রিল (Brial), ফুস্টেল (Fustel de colaugues) এবং ট্রেইনের (Traine) মতো মনীষীরা তাদের এই ভ্রান্তি দেখিয়ে দেয়া সত্ত্বেও আজো তারা সে ভুল পথেই এগিয়ে চলেছে। আমি ইতিপূর্বে আমার লিখিত আরেকটি বইতে দেখিয়েছি যে ফরাসী শিক্ষা-ব্যবস্থার অধীনে যারা শিক্ষিত হয়েছেন তাদের অধিকাংশই সমাজের শত্রুতে পরিণত হয়েছে এবং সে শিক্ষা ব্যবস্থাই সমাজতন্ত্রের নিকৃষ্টতম রূপের বাহকদের ধারণ করে চলেছে।

ল্যাটিন দেশসমূহে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হচ্ছে যে, এ ব্যবস্থায় মনে করা হয় যে, বই মুখস্থ করেই জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তাদের বিশ্বাস যে, যত বেশী পাঠ্যপুস্তক পড়া যাবে, ততবেশী তাদের জ্ঞান অর্জিত হবে। সেখানে, প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেয়া পর্যন্ত একটা যুবক কেবল বই মুখস্থ করেই যায়—কখনো নিজের অভিমত বা ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ করার চেষ্টা করে না। শিক্ষা তার কাছে মূলতঃ মুখস্থ বিদ্যারই নামান্তর।

একদা শিক্ষা মন্ত্রী এম. জুলে সাইমন (Jule Simon) বলেন যে খালি মুখস্থ করে বিদ্যার্জনের এ যে প্রচেষ্টা তা হচ্ছে মূলতঃ অন্যের দিয়ে যাওয়া

www.pathagar.com

বিদ্যারই সত্যতা স্বীকার করা এবং নিজের অনুসন্ধিৎসু মানসিকতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা।

এই শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের যে কেবল ক্লটিয়ারের (Clotaire) বংশানুক্রমিক ইতিহাস, নিউস্ট্রিশিয়া (Newstracia) এবং অস্ট্রেশিয়া (Sustresia)-এর দ্বন্দ্বের কারণ বা প্রাণীজগতের শ্রেণীবিভেদ ইত্যাদি সাদামাটা এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিসই পড়ায় না, বরং এ শিক্ষা-ব্যবস্থা তার অনুসারীদের মধ্যে দেশের প্রতি চরম ঘৃণার সৃষ্টি করে এবং দেশীয় সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার চাইতে পালিয়ে যেতে ভালবাসে। এ শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে শ্রমিক আর শ্রমিক থাকতে চায় না, কৃষক আর আর কৃষক থাকতে চায় না, এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানাদিরা সরকারী চাকরি করা ছাড়া অন্য কিছু করা যেতে পারে তা ভাবতেই পারে না। ফরাসী স্কুলসমূহ বিদ্যার্থীদের বাস্তব জীবনের জন্য গড়ে তোলার চেয়ে তাদেরকে সরকারী বেতনভোগী কর্মচারী রূপে গড়ে তোলে যেখানে কোন ব্যক্তির উন্নতি বা পরাকাষ্ঠা তার নিজস্ব উদ্যোগ-উদ্দীপনার উপর নির্ভর করে না। এ ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্তরের এমন একটা দোদুল্যমান দুর্জ্ঞেয় শ্রেণীর সৃষ্টি করে যারা কিনা সব সময় পলায়নকর মানসিকতা নিয়ে রাষ্ট্রকে দেবতুল্য ক্ষমতার অধিকারী বলে রাষ্ট্র বা সরকারের ঘাড়ে নিজেদের দোষত্রুটি চাপিয়ে দিতে যেমন পিছ-পা হয় না, ঠিক তেমনি সেই দুর্জ্ঞেয় শ্রেণী সরকারের সাহায্য ছাড়া নিজস্ব চেষ্টায় কিছু করতে সক্ষম হয় না।

সরকার বা রাষ্ট্র এই পাঠ্যপুস্তক পড়া ব্যক্তিদের দুঃবিষহ জীবনের অল্প সংখ্যাককেই কাজে লাগাতে পারে এবং এর অধিকাংশকেই বেকারত্বের দিকে ঠেলে দেয়। যার ফরে দেখা যায় যে, সরকার দিন দিন উপরি-উক্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর শত্রু হিসাবে পরিণত হতে থাকে। এই এক-শীর্ষক (Pyramidic) সমাজ-কাঠামোর উপর থেকে নীচ পর্যন্ত, অধ্যাপক থেকে শুরু করে কেরানী পর্যন্ত, সবাই আসলে বিদ্যার বলে বিভিন্ন পেশাকে আঁকড়ে ধরে আছে। এ ধরনের সমাজে এটাই দেখা যায় যে একজন ব্যবসায়ী যেখানে বিদেশে নিয়োগের জন্য প্রতিনিধি খুঁজে পায় না, সেখানে সরকারী কেরানী হওয়ার জন্য অসংখ্য মানুষ ভীড় জমাচ্ছে। বলতে লজ্জা

www.pathagar.com

নেই যে, কেবলমাত্র সীন (Seine) প্রদেশই বিশ হাজার শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রী, মাঠে বা কলকারখানায় কাজ না নিয়ে সরকারী চাকরির প্রত্যাশায় বেকার হয়ে পড়ে আছে। সরকারী চাকরিতে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের ফলে এ শিক্ষিতদের অধিকাংশেই বেকার থেকে যায়। নতিজা দাঁড়ায়, এ সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী যে-কোন লোকের নেতৃত্বাধীনে এবং যে-কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিপ্লব মুখী হয়ে উঠে। কোন জ্ঞান প্রতিযোগিতামূলক না হলে, তার অধিকারীর স্বভাবতই বিপ্লবের দিকে ধাবিত হয়।

এ-কথা সত্যি যে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে, কিন্তু তাই বলে এটা আবার প্রথম থেকে শুরু করা যাবে না। এমন কি অভিজ্ঞতা যা কিনা যে-কোন জাতির সর্বোচ্চ প্রশিক্ষক, তাও আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি সবকিছু তুলে ধরতে সমর্থ হবে না। তবে কেবল অভিজ্ঞতাই পারে আমাদের এ ত্রুটি-পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংশোধন করে যুবকদের মাঠে, কল কারখানায় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে অনুপ্রাণিত করতে।

যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা আজ জোর দিয়ে বলা হচ্ছে সেটাই আমাদের পূর্ব পুরুষেরা অতীতে গ্রহণ করেছিলেন। বিচার করলে দেখা যায় যে আজো ইচ্ছা শক্তি, উদ্যোগ ও সাংগঠনিক ক্ষমতার বলেই পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন জাতি অপরের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করছে। টেইন এটা পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন যে, আমদের দেশের পূর্ব প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা আজকের ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থার অনুরূপ এবং ল্যাটিন এবং এ্যাংলো-স্যাকসন গৃহীত শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করে, এ পদ্ধতি দুটোর গুণাগুণ তুলে ধরেছেন।

কতকগুলি অপরিতৃপ্ত এবং সমাজ জীবনে অযোগ্য ব্যক্তিবর্গ সৃষ্টি করা সত্ত্বেও প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে মেনে নেয়া যেত, যদি কি-না দেখতাম যে এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় মানুষের জ্ঞান-পরিধির কিছুটা ব্যাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু আসলে কি সেটা হয়েছে? এক কথায়—না। তা ঘটেনি। জীবনের স্বার্থকতার জন্য প্রয়োজন: বিচার ক্ষমতা, প্রয়োজন, উদ্যোগ এবং চরিত্র—যার কোনটাই এই বই মুখস্থ বিদ্যা থেকে আসে না।

www.pathagar.com

এ-কথা সত্য যে, কোন বিশেষ ধরনের শিক্ষা আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে এ পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে না যাকে ক্লাসিক্যাল শিক্ষা থেকে উন্নততর বলা চলে। এটাই টেইন পরিষ্কার করে বলেছেন:

"জ্ঞান বা পরাজ্ঞান সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক পরিবেশে। এবং মানুষের মধ্যে এ জ্ঞানের পরিবৃদ্ধি তখনই সম্ভব হয় যখন তারা বাস্তব ঘটনাবলী যেমন—শিল্প কারখানা, খনি, আইন-আদালত, পাঠাগার, হাসপাতাল ইত্যাদি বহুবিধ জিনিসের সংস্পর্শে আসে। এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যক্ষ যোগাযোগ যা কি-না পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা নিয়ত সঞ্চয় করে থাকি এবং অচেতন মনে বিশেষ রূপ দিয়ে থাকি। তাই আমাদের মনে জ্ঞান বা পরাজ্ঞান রূপে প্রতিভাত হয়। তাই সত্য বিচারে বলতে হয় যে একজন ফরাসী যুবক প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় এ ধরনের মূল্যবান সংশ্লিষ্টতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে সত্যিকারের জ্ঞান লাভে ব্যর্থ হয়। স্কুলে সাত/আট বছর ধরে আটকা থাকার কারণে একজন ছাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এত দূরে সরে দাঁড়ায় যার ফলে মানুষ বা বস্তু বা তাদের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্ক থেকে সে অনভিজ্ঞ থেকে যায়।"

"তাদের দশজনের মধ্যে নয় জনের জীবনেই দেখা যায় যে, তাদের জীবনের অনেকগুলি বছরের অপচয় হয়েছে। এই অপচয়ের পরিমাণ নির্দেশ করতে গিয়ে আমাকে বলতে হয় যে, পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশী; এবং যারা কৃতকার্য হত এবং ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অর্জন করে, তাদেরও অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ অতি পরিশ্রমের ফলে নিঃশেষিত জীবনী শক্তিধর হয়ে পড়ে। তাদের কাছ থেকে অনেক বেশী প্রত্যাশা করা হয়। সবজান্তা রূপে পরীক্ষকদের সামনে কোন নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হওয়া অনেক সময় তারা হয়ও বটে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, তাদের ঐ জ্ঞান মাসান্তর না হতেই উঠে যায় এবং দ্বিতীয় পরীক্ষায় কোন কাজে আসে না। পরীক্ষার কারণে অর্জিত তাদের যে অসংখ্য জিনিস সম্বন্ধে অপরিসীম জ্ঞান তা তারা নিয়ত ভুলতেই থাকে। তাদের মানসিক শক্তি দুর্বলতর হয়, তাদের বিকাশ সম্ভাবনা শুকিয়ে যায়, এবং যে যখন পূর্ণ বয়স্ক মানুষে পরিণত হয় তখন দেখা যায় আসলে তার মধ্যে আর কোন বিকাশ

www.pathagar.com

সম্ভাবনাই নেই। কর্মজীবনে এসে সে বাঁধাধরা ছকে পড়ে যায়, অভিনব কিছু করার প্রেরণা তার মধ্যে আর দেখা যায় না। এটাই আমাদের গড় প্রাপ্তি—যেখানে ব্যয়ের সাথে আয় সামঞ্জস্যবিহীন। ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকায় অথবা ১৭৮৯ সালের পূর্বকালীন ফরাসী দেশে ঠিক এর বিপরীতটাই ঘটেছিল—যেখানে আয়-ব্যয়ের তুলনায় সমান, বা কিছু বেশী ছিল।"

উল্লিখিত প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ পরবর্তীতে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও এ্যাংলো-স্যাকস্যানদের শিক্ষা-ব্যবস্থারও একটা তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছেন। এ্যাংলো-স্যাকম্যানদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমাদের দেশের অসংখ্য বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় নেই। ওদের দেশে শিক্ষা পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রিক নয় বরং বাস্তবমুখী। উদাহরণ হিসাবে একজন প্রকৌশলীকে যেখানে কারখানায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়—যার ফলে ঐ প্রকৌশলী তার জ্ঞানের মান অনুযায়ী দক্ষতা অর্জন করতে পারে। সে হয়তো একজন কারিগর বা ফোরম্যান হিসেবেই গড়ে উঠে, অথবা দক্ষতা থাকলে প্রকৌশলীর পর্যায়ে পৌঁছুতে পারবে। এ ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই অধিকতর গণতান্ত্রিক বলা যেতে পারে। কারণ কোন ছাত্রকে উনিশ/বিশ বছর বয়সে ঘণ্টা কতকের জন্য পরীক্ষা করে যতটা না সমাজের জন্য হিতকারী করে তোলা যায়, উপরি-উক্ত ব্যবস্থায় তার চাইতে অনেক বেশী হিতকর করে গড়ে তোলা যায়।

স্টুডিওতে যেমন একজন শিল্পী অথবা বিচারালয়ে যেমন একজন কারণিক আস্তে আস্তে দক্ষ হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি একজন ছাত্রও ওদের শিক্ষা ব্যবস্থায় (Anglo-Sexon) হাসপাতালে, খনিতে, কলে কারখানায়, স্থপতি বা আইনবিদের কার্যালয়ে শিক্ষানবিস হিসাবে পর্যায়ক্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। বাস্তব কাজে হাত দেয়ার পূর্বে সে শিক্ষানবিস তার সম্ভাব্য কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে একটা সাধারণ ও মোটামুটি জ্ঞান আহরণ করার সুযোগ পায়। উপরন্তু অবসর সময় সে অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে তার প্রতিদিনকার বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ভাল ভাবে অনুধাবন করার সুযোগ পায়। এ ধরনের বাস্তবমুখী শিক্ষাব্যবস্থার ফলে ছাত্ররা তাদের মেধানুসারে ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করে এবং তার ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র কাজ করার জন্য উপযুক্ততা অর্জন করে। এ কারণেই দেখা যায় আমেরিকা বা ইংল্যাণ্ডে ছাত্র-ছাত্রী

www.pathagar.com

অতি সহজেই তাদের অভ্যন্তরীণ কর্মক্ষমতাকে পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। পঁচিশ বছরে অথবা তৎপূর্বেই সে কর্মক্ষেত্রে কেবল যোগ্য একজন কর্মকারই নয় বরং সে অনেক অভিনব কর্মকাণ্ডের স্রষ্টা হিসাবেও দেখা দেয়, সে কেবল যন্ত্রের অংশই নয় বরং একজন যান্ত্রিকও বটে। ফরাসী দেশে এতদস্থলে, সম্পূর্ণ বিপরীত একটা প্রথা চালু রয়েছে—যেখানে চীনের মতোই পুরুষানুক্রমে কেবল মানব সম্পদের অপচয়ই বেড়ে চলেছে।

বিখ্যাত দার্শনিক টেইন ল্যাটিন শিক্ষা-পদ্ধতি এবং বাস্তব জীবনের দরকারী বিষয়সমূহের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য বর্তমান সে সম্পর্কে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন ঃ

"শিক্ষার তিনটি স্তরে বাল্য, কৈশোর ও যৌবন শিক্ষা-ব্যবস্থা এমনই পুথিগত স্তরে পৌঁছেছে যে সেখানে পরীক্ষার মাধ্যমে ডিগ্রী, ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট অর্জন করতে গিয়ে বহু সময় ব্যয় হয়ে যায়, যার ফলে একজন যুবক তার ভবিষৎ ব্যবহারিক জীবনে যে জ্ঞানের প্রয়োজন হবে সে সম্বন্ধে কোনই ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে না। এ ধরনের সমাজ-বিরোধী শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে বাস্তব জীবনে প্রবেশ করার প্রাক্কালে তার যে ধরনের দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন তার কিছুই সে অর্জন করতে পারে না। তরুণ ফরাসী যুবকরা এভাবেই পূর্ব-প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, এমনকি শুধু তাই নয়, সত্যার্থে এসব যুবককে সমাজের জন্য অযোগ্য করে তোলা হচ্ছে। সহজ কথায় কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে তারা বার বার হুমড়ি খেয়ে পড়ছে এবং জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়ছে। এ অবস্থাটা সত্যিই মারাত্মক এবং ভয়ংকর। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক এবং মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং জীবনে সে ভারসাম্য পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়ে দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে তাদের জীবন বঞ্চনা এবং ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আমাদের পূর্ব বর্ণনা থেকে আপনাদের কি মনে হয় যে, আমরা জনতার মানসিকতার চিত্র অঙ্কনে অসমর্থ হয়েছি? নিশ্চয়ই না। বর্তমানে জনতার মধ্যে 'ধারণা' বা 'বিশ্বাস' ব্যাপকতা লাভ করেছে বা ভবিষ্যতে লাভ করবে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে গেলে আগে জানতে হবে কিভাবে

www.pathagar.com

জনমনে এগুলি প্রাথমিক পর্যায়ে উপ্ত হয়েছিল। কোন দেশের যুব সমাজকে যে শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায় সেটার উপরই ঐ জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। কোন জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় কি-না সেটা নির্ভর করে বর্তমানে যুবকদের যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তার উপর। এ কারণেই আমাকে দেখাতে হয়েছে যে কিভাবে জনতার মন মানসিকতা প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা কর্তৃক প্রবাহিত হয়েছে এবং জনতা কিভাবে অপরিতৃপ্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি হিসাবে তাত্ত্বিকদের প্রদত্ত অতি আদর্শবাদের ভক্ত হয়ে উঠেছে। এ জন্যই আজ দেখা যায় যে, সমাজতন্ত্রীরা বা নৈরাশ্যবাদীরা বিশ্বালয়ের পরিমণ্ডলে আবদ্ধ হয়ে যে সমাজতন্ত্রের পথ নির্দেশ করছে, তাতে করে ল্যাটিন জাতিসমূহের ধ্বংসের পথই প্রশস্ত হচ্ছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

[**জনতার মতামতের পেছনে তাৎক্ষণিক কারণাদি ঃ** (১) প্রতিকৃতি, শব্দ এবং নীতি ঃ শব্দ এবং নীতির ফরাসী প্রভাব শব্দের যাদুকরী ক্ষমতা—শব্দস্থিত প্রতিকৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তাদের বাস্তব রূপরেখা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা—এ প্রতিকৃতি (Images) যুগে যুগে, জাতিতে জাতিতে, আলাদা শব্দের পরিবর্তন, পরিশোষণ—অতিমাত্রায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থের তারতম্য—পুরণো জিনিসকে রাজনৈতিক কারণে নতুন নাম দেয়া—জাতি বা গোষ্ঠীর ভিত্তিতে শব্দের অর্থের বিভিন্নতা—আমেরিকা বা ইউরোপে গণতন্ত্রের অর্থের বিভিন্নতা—(২) মোহবিষ্টতা ঃ এর মূল্য—সব সভ্যতার মূলে এর অবস্থিতি—এর সামাজিক প্রয়োজনীয়তা—জনতা সত্যের চাইতে মোহাবিষ্টতার দ্বারা বেশী আবিষ্ট—(৩) অভিজ্ঞতা ঃ অভিজ্ঞতাই কেবল জনতার মনে সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং মারাত্মক ধারণা মোহাবিষ্টতা থেকে মুক্তি দিতে পারে—অভিজ্ঞতা তখনই কাজের হয়ে দেখা দেয় যখনই কি-না ঘটনার বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটে। (৪) যুক্তি ঃ জনতার কাছে এর অসারতা কেবলমাত্র অবচেতন মনের ভাবাবেগ দ্বারাই জনতা প্রভাবান্বিত—ইতিহাসে যৌক্তিকতার প্রভাব—অসম্ভাব্য ঘটনার অজানা কারণাদি।]

ইতিমধ্যে আমরা দেখিয়েছি, কোন্ কোন্ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপাদানগুলি জনতার মানসিকতাকে বিশেষ কোন্ আবেগ বা আদর্শ গ্রহণোন্মুখ করে তোলে। এখন আমরা কেবলমাত্র যে-সব উপাদান প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে তার কথাই আলোচনা করব। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এসব প্রত্যক্ষ উপাদানের বাস্তব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব।

www.pathagar.com

এ গ্রন্থের প্রথমাংশে আমরা জনতার আবেগ, অনুভূতি এবং চিন্তাভাবনার গতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং সে-সব আলোচনা থেকে জনতার মানসিকতা কিভাবে গড়ে উঠে সে সম্পর্কে একটা ধারণায় উপনীত হতে পারি। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি জনতার মানসিকতা কি কারণে উদ্বেলিত হয়, নির্দেশনার ক্ষমতা ও সংক্রামক-শক্তি জনতার উপর কত প্রবল—বিশেষ করে জনতার উপর ইমেজের প্রতিক্রিয়া। তবুও একথা বলার অপেক্ষা রাখে যে, যে উপাদানগুলো জনতার মানসিকতাকে প্রভাবান্বিত করে সেগুলি বিভিন্ন উৎস থেকে আগত বিধায় তার প্রতিক্রিয়াও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এ জন্যই তাদের প্রত্যেকটিকে আলাদা করে আলোচনা করা প্রয়োজন। জনতা কিছুটা গ্রীক পুরাণের কদাকার দানবীর মতো। কাজেই আমাদের হয়তো এদের অস্থির মানসিকতা কর্তৃক সৃষ্ট সমস্যাবলী সম্পর্কে অভিহিত হতে হবে, আর তা না হলে জনতার হাতের ক্রীড়নক হিসাবে নিজেদের সঁপে দিতে হবে।

ক. ইমেজ, শব্দাবলী এবং নীতি: জনতার মানসিকতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে জনতা কল্পনার বিম্বিত রূপ দ্বারা বিশেষ-ভাবে প্রভাবান্বিত হয়। এসব ইমেজ সব সময় প্রস্তুত থাকে না, এগুলিকে শব্দ ও বাক্যের মাধ্যমেই সৃষ্টি করে নিতে হয়। সঠিকভাবে প্রণয়ন করতে পারলে এরা যাদুকরী ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে দেখা দেয়। এসব বিম্বিত ধারণা জনতার মানসিকতায় ঝড় তুলতে পারে, আবার তাকে প্রশান্তও করে দিতে পারে। শব্দ এবং বাক্যের প্রয়োগ কারসাজিতে এত লোকের প্রাণহানি ঘটেছে যে, তাদের হাঁড় দিয়ে চীপ্‌সের (Cheaps) পিরামিড থেকেও উচ্চতর কোন পিরামিড গড়ে তোলা যেত।

শব্দ বা বাক্যের অতিরঞ্জন প্রক্রিয়া নির্ভর করে তাদের অর্থের উপর নয় বরং তৎসৃষ্ট বিম্বের উপর। অনেক সময় দেখা যায় স্পষ্ট অর্থবিহীন শব্দ অনেক বেশী প্রভাবশালী হয়ে দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, 'গণতন্ত্র', 'সমাজতন্ত্র', 'সাম্য', 'স্বাধীনতা' ইত্যাদি শব্দ—যেগুলির সুস্পষ্ট সংজ্ঞা হাজার হাজার গ্রন্থ লিখেও পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয় নি। তবু একথা সত্য যে, জনতা মনে করে ঐ সমস্ত ছোটখাটো শব্দের মধ্যেই সমাজের সকল সমস্যার

www.pathagar.com

সমাধান নিহিত; এই শব্দাবলী জনতার মনে প্রত্যাশা জাগিয়ে সমস্যাবলীর সমাধানে প্রলুব্ধ করে।

বিচার বিবেচনা 'শব্দ' এবং 'বাক্যের' কাছে হার মেনে যায়। জনতার সামনে শব্দ বা বাক্য যথাযথ গাম্ভীর্য সহকারে উচ্চারিত হলে, জনতা তার কাছে তৎক্ষণাৎ শ্রদ্ধার সাথে মাথা অবনত করে। অনেকেই তখন তাকে ঐশী শক্তিসম্পন্ন বাণী বলে মনে করে। এসব শব্দাবলী, অধিক অস্পষ্টতার কারণে জনতার মনে ঐন্দ্রজালিক শক্তিশালী হিসাবে প্রতিভাত হয়। এর পেছনে ঐশ্বরিক ক্ষমতা লুক্কায়িত আছে মনে করে তারা শঙ্কিত-চিত্তে তাকে স্বীকার করে নেয়।

উচ্চারিত শব্দ কর্তৃক সৃষ্ট ইমেজ তার সত্যার্থ থেকে আলাদা বলে তা যুগে যুগে, জাতিতে জাতিতে, ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রতিভাত হয়, যদিও শব্দাবলী অতীতে মূলতঃ একই অর্থবহ ছিল। কতগুলি শব্দের সাথে, কতগুলি ক্ষণ-স্থায়ী ইমেজ সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে বলে, এ শব্দগুলি বৈদ্যুতিক ঘণ্টার মতো জনতার উপর কাজ করে।

সকল শব্দ বা বাক্যের ইমেজ সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকে না, আবার এমনও দেখা যায় যে, কিছু কিছু শব্দের কোন এক সময় এ ক্ষমতা থাকলেও পরবর্তী-কালে সেটা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং সেটা তখন আর জনতার মানসিকতার উপর নতুন করে দাগ কাটতে পারে না। সে-সব শব্দাবলী তখন কথার কথা হয়ে দাঁড়ায় এবং সে-সবের ব্যবহারকারীরা অনেকটা নির্বিকার হয়ে পড়ে। এটা প্রায়ই দেখা যায় যে, যৌবনকালে আমরা অনেকে শব্দ বা বাক্য শিখি যা কিনা আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে শুধু উচ্চারণ করে যাই, তখন সে-সব শব্দ বা বাক্যরাজির যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বা ছিল তা ভেবেও দেখি না।

যে-কোন ভাষা অনুশীলন করলে এটাই দেখা যাবে যে, ভাষার অন্তর্ভুক্ত শব্দাবলী আস্তে আস্তে বদলায় অথচ সে শব্দাবলী সৃষ্ট ইমেজগুলির বা তৎসংশ্লিষ্ট অর্থাবলীর পরিবর্তন অতি তড়িৎ গতিতে হয়ে যায়। এ কারণেই আমি আমার অন্য একটা বইতে দেখিয়েছি যে, কোন পুরোনো ভাষার শব্দার্থের সঠিক অনুবাদ করা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব নয়। অনুবাদ করতে

www.pathagar.com

গিয়ে আমরা যখন একটা ল্যাটিন, গ্রীক বা সংস্কৃত শব্দস্থলে একটা ফরাসী প্রতি শব্দ ব্যবহার করি তখন আসলে আমরা উক্তস্থলে ফরাসী শব্দের আধুনিক ইমেজ বা অর্থটাই তুলে ধরি। —যার ফলে দেখা যায় যে, ঐ শব্দাবলী পুরাকালে ঐ জাতির কাছে যে মানসিক প্রতিবিম্ব তুলে ধরত, আধুনিক ফরাসী শব্দাবলী আমাদের কাছে সেই একই প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে না। ফরাসী বিপ্লবের নায়করা জনতার কাছে গ্রীক এবং রোমান শৌর্যবীর্যের ইঙ্গিতবহ যে শব্দাবলী ব্যবহার করেছিল, আসলে রোমান বা গ্রীকরা সেই অর্থে সে-সব শব্দাবলী কখনো ব্যবহার করেনি। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের প্রতিষ্ঠানাদি যে নামে পরিচিত ছিল, সেই একই নামে পরিচিত বর্তমান সমাজের প্রতিষ্ঠানাদির কি-ই বা মিল আছে। উদাহরণতঃ ঐ যুগে রিপাবলিক (Republic) বলতে একটা 'অভিজাত প্রতিষ্ঠান'কে যেখানে কিনা স্বেচ্ছাচারী সংখ্যা লঘিষ্ঠরা অগণিত মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখত, অথচ আমরা ফরাসীরা রিপাবলিক শব্দটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে বুঝি—যেখানে সংখ্যা লঘিষ্ঠের অধীনে সংখ্যা গরিষ্ঠের দাসত্বের কোন স্থানই নেই।

ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা তুললেও আমরা এই একই চিত্র দেখতে পাই। আমরা এখন ব্যক্তি স্বাধীনতা (মুক্তবুদ্ধি) বলতে যা বুঝি প্রাচীন গ্রীকরা, রোমানরা সেই অর্থে বিষয়টিকে কল্পনাও করতে পারেনি। ওদের আমলে সব চাইতে বড় অপরাধই ছিল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, গৃহীত আইনের বিরুদ্ধে, বা প্রচলিত নগর প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলা। আমরা ফাদারল্যাণ্ড বলতে যা বুঝি সবগুলি নগরী সমন্বয়ে গঠিত গ্রীক রাষ্ট্রের নাগরিকরা এথেনিয়ন এবং স্পার্টানদের কাছে ফাদারল্যাণ্ড কাণ্ট হিসাবে পরিগণিত হওয়ার পূর্বে সে অর্থে কখনো ফাদারল্যাণ্ডকে বুঝত না। এমনকি আমাদের পূর্বপুরুষ (gouls)-দের কাছে ফাদারল্যাণ্ড বলতে কি বুঝাত? তারা যখন বিভিন্ন ভাষাভাষি গোত্রে গোত্রে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল এবং একথা বলা মোটেও অত্যুক্তি হবে না যে, এ কারণেই সীজার তাদের অতি সহজেই জয় করে নিতে পেরেছিল। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রোমানরাই সর্বপ্রথম গল সম্প্রদায়কে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক একতার ভিত্তিতে জন্মভূমির ধারণা দিয়েছিল। মাত্র দু'শতাব্দী আগেও আমরা দেখেছি যে, পিতৃভূমির ধারণা একই অর্থে

www.pathagar.com

ব্যবহৃত হয়নি, তখন ফরাসী কনডে (Conde) গোত্র বিদেশীদের সহায়তায় নিজেদের দেশের বিরুদ্ধে লড়তে দ্বিধা করেনি। অনেকটা নজির হিসাবে এখানে ফরাসী রাজকীয় দেশত্যাগীদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—যারা কি-না স্বদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা সম্মানজনক কাজ বলে মনে করেছিল। এটা ঘটেছিল এ কারণে যে, তারা ছিল রাজার অনুদাস. এবং তাদের কাছে দেশের মাটির চাইতে রাষ্ট্রাধিপতিই ছিল সার্বভৌমত্বের প্রতীক।

যুগে যুগে এভাবে বহু শব্দেরই অর্থ পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং অনেক সাধ্য সাধনার পরই কেবল আমরা এ ধরনের শব্দের সত্যিকারের অর্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়ে থাকি। "নৃপতি" বা "রাজ পরিবার" আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে অর্থ বহন করত সেটা বুঝতে গেলে আমাদের অনেক গবেষণা চালাতে হবে। তাহলে ভাবুনত এর চাইতেও কঠিন শব্দাবলীর বেলাতে কি দুরূহ পথ অতিক্রম করতে হবে!

কাজেই দেখা যাচ্ছে শব্দ বা বাক্য অর্থের দিক থেকে যুগে যুগে জাতিতে জাতিতে এত পরিবর্তিত হয় যে, জনতার উপর এর প্রভাব বুঝতে হলে আমাদের বুঝতে হবে জনতা কোন বিশেষ ক্ষণের প্রেক্ষিতে শব্দটাকে কি অর্থে গ্রহণ করেছে। তখন জনতা ঐ শব্দ বা বাক্যকে তার পূর্ব ব্যবহৃত অর্থে অথবা বিচিত্র মানসিকতাই ব্যক্তিদের কাছে তার কি অর্থ দাঁড়াবে—সে অর্থ গ্রহণ করে না।

রাজনৈতিক বিপ্লবাদির কারণে কখনও যদি এমন দেখা যায় যে, জনতা কোন ইমেজের বিরুদ্ধে অনাসক্ত হয়ে পড়েছে, তখন একজন চতুর রাষ্ট্র-নায়কের করণীয় হবে প্রথমেই বস্তুতে হাত না দিয়ে বস্তু-সংশ্লিষ্ট শব্দ বা বাক্যকে পরিবর্তন করা; কারণ বস্তু, গোষ্ঠীর চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে ঐতিহ্যগত-ভাবে এমনই বিজড়িত যে, সেখানে কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। বিখ্যাত লেখক টকুইভ্যাল (Tocqueville)-এর এ ব্যাপারে অভিমত হচ্ছে যে, রাষ্ট্রদূতদের কাজই হচ্ছে জনতার কাছে অবাঞ্ছনীয় অতীত ঐতিহ্যকে নতুন শব্দের পোশাক পরিয়ে এমনভাবে উপস্থাপনা করা যাতে করে সে-সব অবাঞ্ছনীয় অতীত ঐতিহ্য জনতার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে না উঠে। যার ফলে আমরা দেখতে পাই যে, টেলি (Tail'e) শব্দ রূপান্তরিত হয়েছে ভূমি কর-এ,

www.pathagar.com

গেবিলি (Gabille) হয়েছে লবণ কর-এ, এইডস (Aids) রূপান্তরিত হয়েছে পরোক্ষ অনুদানে এবং এককালীন-দেয় খাজনায়।

কাজেই রাজনীতিকদের অবশ্য করণীয় হচ্ছে, যে-সব বস্তু জনতা পুরণো নামে গ্রহণ করে না তাকে অভিনব শব্দের মোড়কে মুড়ে গ্রহণ করান। শব্দ বা বাক্যের ক্ষমতা এতই ঐন্দ্রজালিক যে, বিষয়কে জনতা কোন ক্রমেই গ্রহণ করতো না, তাকেও তার কাছে একান্ত ভাবে গ্রহণীয় করে তোলা। টেইনি (Taine) পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন যে, "ব্যক্তি স্বাধীনতা" এবং "ভ্রাতৃত্ববোধ" —তৎকালের অতি প্রিয় দু'টি শব্দ জাগ্রত করে জ্যাকোবিয়ানরা কিভাবে ডাহোমির মতো একজন স্বেচ্ছাচারীকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, ইনুকইজিশনের মতো নির্দয় আদালত খাড়া করেছিল, এবং প্রাচীন মেক্সিকোর নরবলির চাইতেও ভয়ঙ্কর নিধন যজ্ঞ চালিয়েছিল। উকিলদের মতো শাসকদের কাছেও শব্দের বিচিত্র প্রয়োজনই হচ্ছে একমাত্র ক্ষুরধার অস্ত্র। এ অস্ত্র প্রয়োগের সব চাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে—একই শব্দ একই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর কাছে বিভিন্ন অর্থবহ হয়ে দেখা দেয়, বাহ্যত একই শব্দ উচ্চারণ করলেও একই অর্থের ইঙ্গিত দেয় না।

উল্লিখিত উদাহরণসমূহের শব্দের অর্থ পরিবর্তনের মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে সময়। যদি আমরা গোত্রের কথা তুলি তাহলে দেখব যে একই শব্দ সমশিক্ষিত বিভিন্ন গোত্রের কাছে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। এসব পার্থক্য বুঝতে হলে অনেক দেশ বিদেশ ঘুরতে হয় বলে আমি এর উপর বেশী জোর দিচ্ছি না। আমি শুধু এটাই দেখতে চাই যে, জনতার ব্যবহৃত একই শব্দ জনতার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোত্রের লোকের কাছে কত না ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রতিভাত হয়। "গণতন্ত্র" এবং "সমাজতন্ত্র" এমনই দু'টি শব্দ।

বাস্তবিকপক্ষে ল্যাটিন এবং এ্যাংলো-স্যাকসন জাতিসমূহের কাছে এ দু'টি শব্দ (গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র) সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ বহন করে। ল্যাটিন জনতা গণতন্ত্র বলতে বুঝে—ব্যক্তি স্বাধীনতা, সামাজিক ইচ্ছার পরাধীন, এবং তাদের কাছে সমাজ এবং রাষ্ট্র একই আয়তনের বা পরিধির তাদের সমাজে—কেন্দ্রিকতা, একচেটিয়াত্ব এবং উৎপাদন পদ্ধতি—সব কিছুই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত। চরমপন্থী, সমাজতন্ত্রী বা রাজতন্ত্রবাদীরা সবই ঐসব দেশে রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

কাছেই তাদের দাবী-দাওয়া পেশ করে। অন্যদিকে এ্যাংলো স্যাকসনদের বিশেষ করে আমেরিকানদের কাছে—পুলিশ, সেনাবাহিনী, বৈদেশিক শাসক ছাড়া বাকী সব কিছুই ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এই শব্দ গণতন্ত্র কোন দেশে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে রাষ্ট্রের উপর স্থান দিচ্ছে। আবার অন্যদিকে অন্য দেশে রাষ্ট্র ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে।

খ. **মোহাবিষ্টতা**ঃ সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে জনতাকে সব সময় মোহাবিষ্ট হতে দেখা যায়। জনতা কেবল মোহ-সৃষ্টিকারী জননেতাদের জন্যই মন্দির, স্মৃতিফলক, এবং কত না বেদী নির্মাণ করেছে। ধর্মীয়, দার্শনিক বা সামাজিক মোহবিষ্টতাই বিশ্ব সভ্যতায় সর্বকালে অপ্রতিরোধ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই মোহসৃষ্টিকারীদের নামেই সালদিয়া (Chaldia) এবং মিসরের স্মৃতিসৌধ নির্মিত হচ্ছে এবং মধ্যযুগীয় ধর্মীয় বেদীমূল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমনকি সমগ্র ইউরোপে এক শতাব্দী আগে যে বিলোড়ন ঘটেছিল তাও এই কারণেই ঘটেছিল। আধুনিক যুগে আমাদের রাজনৈতিক জীবনে শিল্পকলা বা সামাজিক ক্ষেত্রে এমন একচিত্ত ঘটনা নেই, যা ঐসব মোহ-সৃষ্টিকারীদের প্রভাব এড়াতে পেরেছে। মাঝে মধ্যে এটাও দেখা গেছে যে, বহু ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে তাদেরকে উৎখাত করা হয়েছে। কিন্তু একথাও সত্য যে, তাদেরকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করার জন্যও জনতা কম বদনামের ভাগী হয়নি। ঐসব নেতার সম্মোহন ছাড়া ব্যক্তি কখনো তার আদিম অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারত না এবং তাদের অনুপস্থিতিতে ব্যক্তিকে আবারও তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে হত—একথাও সত্য। সন্দেহ নেই যে, এ সমস্ত নেতা আমাদের কল্পনামণ্ডিত অতিমানব মাত্র। কিন্তু এদের কারণেই মানব সভ্যতার উৎকর্ষে বিভিন্ন জাতি অবদান রাখতে পেরেছে। যদি কেউ যাদুঘর বা লাইব্রেরী ভেঙে চুরে বিনষ্ট করে দেয়, কেউ যদি ধর্মের নামে সৃষ্ট শিল্পকলা ইত্যাদি চার্চের বারান্দায় পাথরের গায়ে ফেলে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, তাহলে মানব সভ্যতার মহান স্বপ্নগুলির আর কি-ই বাকী থাকে। মানুষকে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যই দেবদেবী, নেতা মহানেতা এবং কবি দার্শনিকদের প্রয়োজন। গত পঞ্চাশ

www.pathagar.com

বছর ধরে বিজ্ঞান এ জিনিসটাই তুলে ধরছে। যদিও বিজ্ঞান মানুষের এই অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষাকে বা কল্পনাকে পূর্ণ রূপ দিতে সক্ষম হয়নি তবুও এসমস্ত উচ্চাভিলাষকে বিজ্ঞান একেবারে অস্বীকারও করতে পারেনি।

যে-সব ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক মোহকে কেন্দ্র করে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী বেঁচে ছিল, গত শতাব্দীর দার্শনিকরা সেগুলির মূলেই কুঠারাঘাত করেছিলেন এই সমস্ত বিনষ্ট করে নবীন দার্শনিকরা আমাদের সকল আশা ও প্রশান্তিকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। যার ফলে এসব নবীন দার্শনিকরা প্রকৃতির নীরব এবং অন্ধ শক্তির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল—যে প্রকৃতি বড় নির্দয় এবং নিদারুণও বটে। সমস্ত উৎকর্ষ সত্ত্বেও দর্শনশাস্ত্র জনতাকে এমন কিছু মহান দিতে পারেনি, যাতে তারা মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু যেহেতু জনতা মহা সৃষ্টির উন্মাদনায় উদ্বুদ্ধ হতে চায়—আলোর প্রতি পতঙ্গের আকর্ষণের মতো, তাই তারাও নিয়ত ঐ বাগ্মীদের দিকে ধাবিত হয়, যারা তাদেরকে তাদের আকাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারে। জাতির প্রগতিতে, "সত্য" নয়, "মিথ্যাই" প্রধান উপাদান হিসাবে কাজ করে। সমাজতন্ত্র আজ এত শক্তিশালী এ কারণেই যে, তা হচ্ছে মানব জাতির কাজে সর্বশেষ জীবন্ত মোহাবিজ্ঞতা। সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সত্ত্বেও এ মোহাবিষ্টতা বেড়েই চল্‌ছে। এর প্রধান শক্তিই হচ্ছে সেই সব মানুষ যারা কি-না সম্পূর্ণ সাহস করে মানুষের জন্য মঙ্গলকর কিছু করতে এগিয়ে আসতে পারে না। সামাজিক মহৎ কিছু করার যে মোহ-বিষ্টতা তা অতীতের ক্ষয়ক্ষতির উপরই দাঁড়িয়ে আছে এবং এর উপরই নির্ভর করে সমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। জনতা কখনও সত্যের জন্য লালায়িত নয়। তারা তাদের কাছে বাঞ্ছনীয় নয় এমন কিছুকে ঠেলে সরিয়ে দেয় এবং ভুলকেই গ্রহণ করে যদি কি-না সেটা তাদের একান্ত ভাবে আকৃষ্ট করতে পেরে থাকে। যে বা যারাই জনতাকে যে মোহাবিষ্টতা উপহার দিতে পারে তারাই তাদের মনিব হিসাবে দেখা দেয় এবং যারা এর বিপরীত করতে চায় তারাই তাদের হাতে নির্যাতন বা নিধনযজ্ঞের স্বীকার হয়।

গ. অভিজ্ঞতা: অভিজ্ঞতাই হচ্ছে একমাত্র কার্যকরী পথ যার মাধ্যমে সত্যকে জনতার মনে প্রতিষ্ঠা করা এবং বদ্ধমূল মোহাবিষ্টতা থেকে তাকে

www.pathagar.com

উদ্ধার করা সম্ভব। তবে এতোদ্দেশ্যে অভিজ্ঞতা ব্যাপক, সুদূরপ্রসারী এবং পৌনঃপুনিক হতে হবে। কোন এক পুরুষের অভিজ্ঞতা তার পরবর্তী পুরুষের জন্য সাধারণত খুব বেশী ফলদায়ক নয় এবং সেজন্য দেখা যায় যে ঐতিহাসিক দু' একটা ঘটনার অভিজ্ঞতা তেমন কাজে আসে না। এ স্বল্পকালীন অভিজ্ঞতা এখানে এটাই প্রমাণ করে যে, অভিজ্ঞতা যুগে যুগে পৌনঃপুনিক হলেই তবে তা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়, এবং জনতার মনে গ্রথিত একটা ভ্রান্ত ধারণাকে মুছে দিতে পারে।

ঐতিহাসিকরা হয়তো বলবেন যে, আমাদের বর্তমান শতাব্দীর বা তার পূর্ববর্তী শতাব্দীতে অনেক উৎসাহব্যঞ্জক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঘটেছিল।

এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফরাসী বিপ্লব। ফরাসী সমাজকে যুক্তির ভিত্তিতে আগাগোড়া পরিবর্তন করতে না চাওয়ায় যে কি অসংখ্য পরিমাণ লোককে জীবন দিতে হয়েছে এবং সমগ্র ইউরোপকে বিশ বছর ধরে যে কি বিপত্তির মধ্যে কাটাতে হয়েছে এটা কারো অজানা নেই। জাতির কাছে প্রিয় হলেও ডিকটেটরদের জন্য যে জাতির ক্ষয়ক্ষতি হয়, তা আমরা মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সংগঠিত দুটি সর্বনাশা অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পেরেছি। (১) প্রথমটি ত্রিশ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ করেছে এবং জাতিকে আক্রান্ত হওয়ার মুখে ঠেলে দিয়েছে, (২) দ্বিতীয়টি জাতীয় ভূখণ্ড হারাতে এবং স্থায়ী সেনাবাহিনী সৃষ্টিতে বাধ্য করেছে (৩) তৃতীয় অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এ অভিজ্ঞতাই আমাদের শিখাবে যে জার্মান ন্যাশনাল গার্ডরা নিরীহ একটা জনদল নয় এবং এরাই আমাদের একদিন ভবিষ্যতে প্রভূত ক্ষতিকর একটা যুদ্ধে লিপ্ত করবে। প্রটেকশনের নামে সেনাবাহিনী গঠন করলে যে কি মারাত্মক ক্ষতি হয় তা বুঝতে হলে কমপক্ষে বিশ বছরের অভিজ্ঞতা দরকার। প্রতিপাদ্য বিষয়কে বুঝতে আরো হাজারো উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

ঘ. বিচারবুদ্ধি ক্ষমতা: যে-সমস্ত উপাদান জনতার মানসিকতায় রেখাপাত করতে পারে তন্মধ্যে বিচারবুদ্ধির কোন স্থান নেই। থাকলে নেতিবাচক ভূমিকাই থাকবে। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি যে, জনতা কখনো

www.pathagar.com

বিচারবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। এবং তারা কেবলমাত্র তৎক্ষণাৎ সৃষ্ট আদর্শ বা মতবাদই বুঝতে সক্ষম। বাগ্মীরা সাধারণতঃ সেই কারণে জনতার বিচারবুদ্ধির চাইতে আবেগ প্রবণতাকেই বেশী প্রভাবান্বিত করতে চায়। জনতার মনে কোন কিছু সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ় মূল করতে হলে সব চাইতে যেটা বেশী প্রয়োজন সেটা হচ্ছে তার ভাবাবেগকে ভাল করে বুঝা, তাকে কৌশলে উজ্জীবিত করা এবং বড় বড় আদর্শের কথা তুলে ধরে তাকে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করা। যেহেতু বাগ্মীরা জনতাকে তাদের ঈপ্সিত পথে নিতে চান। সেইহেতু বক্তব্য দিয়ে সেটা না করে, তাদেরকে অবস্থা ভেদে বৈচিত্র্য-পূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করে করতে হয়। এমতাবস্থায় যদি কোন বাগ্মী তার চিন্তাধারার স্বপক্ষেই কেবল বলতে থাকে এবং জনতার অভিপ্রায়কে গুরুত্ব না দেয় তাহলে সে মারাত্মক ভুল করবে।

নৈয়ায়িকেরা—যারা সাধারণতঃ তাদের বক্তব্যকে যৌক্তিকতার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে অভ্যস্ত তাদের স্বভাবত যুক্তিভিত্তিক বচন-বাচনের দ্বারা জনতাকে স্বপক্ষে টানতে গিয়ে যখন দেখেন যে জনতার উপর তাদের বাচনিক প্রভাব খুবই ক্ষীণপ্রভ হয়ে দেখা দিচ্ছে তখন তারা খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়েন। সর্বক্ষেত্রেই তাঁরা যুক্তিবিন্যাস নির্ভুলতার উপর জোর দিতে গিয়ে এতখানি পর্যন্ত বলতে চান যে নির্জীব পদার্থ জগতসহ (inorgamicmass)-বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধের আদর্শ রূপটি ধরতে পারা গেলে—সর্বক্ষেত্রেই সন্দেহাতীতরূপে একটা আঙ্কিক নিষ্ঠা (accuracy) পরিলক্ষিত হয়। সাদৃশ বস্তু হলে সেটা যে হতো, সে কথা মানি: তবে জনতা যে নির্জীব পদার্থের আদর্শ বা যৌক্তিকরূপ ধরে উঠতে পারে না বা বুঝে উঠতে সক্ষম হয় না একথাও যুক্তিবাদীরা অস্বীকার করতে পারবেন না। নৈয়ায়িকদের যুক্তিভিত্তিক বিচার পদ্ধতির মাধ্যমে বর্বরদের বা শিশুদের মনে যেমন কোন কিছু সম্বন্ধে রেখাপাত করা যায় না—ঠিক তেমনি ধারা এপদ্ধতি অনুসরণে জনতার মনেও কোন কিছু সম্বন্ধে ধারণা বা বিশ্বাস সৃষ্টি করান সম্ভব নয়।

যুক্তিভিত্তিক আলোচনার প্রভাবনী ক্ষমতা যে খুবই কম—নেই বললেই চলে—সেটা প্রমাণ করতে গিয়ে বর্বর ও আদিম আধিবাসীদের নজীর টেনে আনার কোন প্রয়োজন হয় না। কারণ sentiment বা ভাবাবেগের

www.pathagar.com

পটভূমিতে কাজ করতে হয় বলে, আধুনিক জনতার বেলাতেও তা নেতিবাচক ফলাফলেই পর্যবসিত হয়। বক্তব্যটির মর্মোদ্ধারের সহায়ক হিসেবে এখানে আমরা ধর্মীয় কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে শতাব্দীর পর যুক্তি বিচার যে কতখানি নিষ্ফল হয়েছে—সেটা উল্লেখ করতে পারি। বিগত দু'হাজার বছর ধরে জগতের বিচক্ষণ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগত এই ধরনের জনতা বিধৃত ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কারাদির কাছেই মাথা নত করে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

বর্তমান জামানায় সেগুলির সত্যতা সম্বন্ধে মানুষ সন্দেহও প্রকাশ করতে শুরু করেছে। মধ্যযুগেও রেনেঁসাস জামানায় অনেক বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মনীষীদের দেখা পাওয়া গেছে সত্যি, কিন্তু তাই বলে তাদের মধ্যে এমন একটি লোককেও খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি যুক্তি দ্বারা তার নিজের ধর্মীয় সংস্কারের গূঢ় বিশ্বাসের দিকটা বুঝতে পেরেছেন অথবা শয়তানের কুকর্ম বা যাদুকর বা ডাইনি পুড়িয়ে মারার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

তহেলে জনতা কখনও বিচারবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় না বললেই কি আমাদের আফসোস করতে হবে! এতটা হয়তো জোর করে বলা ঠিক হবে না। তবে একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, কেবলমাত্র বিচারবুদ্ধিই মানব সভ্যতাকে এতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হতো না। সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতির পথে এই জাতীয় কল্পিত বিশ্বাসাদি যা জাতীয় অবচেতন মনে সঞ্চিত কারণাদি দ্বারা সঞ্জাত—একান্ত অপরিহার্য। জাতির ভাগ্য তার মানস-প্রকৃতি—নিরূপণী নিয়মাবলীর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এবং এই নিয়ত অনুসৃত নিয়মাবলী সব অবস্থাতেই বিচার-বুদ্ধির বিশ্লেষণের অতীত বা বহির্ভূত। তাই আমাদের বলতে হয় যে, জাতীয় সব কিছু বিরাট মহীরূহের পিছনে ক্ষুদ্রাকৃতি বীজের ন্যায় গোপন একটা কিছুর উপরই বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

জাতীয় ভাগ্য বা পরিণতি নিয়ন্ত্রণের গোপন কারণাদি সম্বন্ধে যা-কিছু জানা সম্ভব তা কেবল উক্ত জাতির সামগ্রিক অগ্রগতি বা বিবর্তনের ধারার গূঢ় কারণাদি অনুসন্ধানের মধ্যেই সম্ভব। আপাতদৃষ্টিতে প্রধানতম বলে প্রতীয়মান হলেও—বিশ্লিষ্ট কারণাদি থেকে তা কোনভাবেই স্পষ্টরূপে

www.pathagar.com

আলাদা করে নেওয়া সম্ভব নয়। কেউ যদি বিশিষ্ট কতিপয় ঘটনাকেই তার মুখ্য কারণ বলে ধরে নেন তাহলে উক্ত জাতীয় অতীত ঐতিহ্যকে কেবল-মাত্র হঠাৎ সংঘটিত অসংলগ্ন কতকগুলি কারণেই ফলাফল বলে মনে করতে হয়। মানব সভ্যতা যদি অসংলগ্ন গোটা কয়েক কারণাদি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতো তাহলে কি গ্যালোলিয়োর মতো একজন সাধারণ জুতার মিস্ত্রী দু'হাজার বছর ধরে সর্বশক্তিমান হিসেবে পূজিত হতো বা তার প্রদত্ত আবিষ্কারের ফলে এতগুলি বিরাট সভ্যতা গড়ে উঠতে পারতো? কি করেই বা গোটা কয়েক মরুবাসী আরব বেদুঈন এতবড় গ্রীকো-রোমান সভ্যতাকে পরাভূত করতে পারতো? আলেকজাণ্ডারের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের চাইতে বড় সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারতো? শুধু তাই নয়, কি করেই বা ইউরোপের মতো সুসভ্য একটা ভূখণ্ডে সামান্য একজন গোলন্দাজ লেফটন্যাণ্ট এতগুলি জাতি ও রাজা-বাদশাকে জয় করে তাদের উপর তাঁর শাসন বিস্তার করতে সক্ষম হতো?

বিচারবুদ্ধির কথা নৈয়ায়িকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে এখন আমরা এ কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে মানব-শাসন ব্যাপারে reason বা যুক্তিবাদ এমন কিছু অপরিহার্য বস্তু নয়। বিচারবুদ্ধি নয়, বরং বেশীর ভাগ সময় বিচারবুদ্ধি ব্যতীত যে-সমস্ত ভাবাবেগ সভ্যতার মূল উৎস হিসেবে কাজ করে থাকে সেগুলি হচ্ছে আত্মসম্মান বোধ, আত্মোৎসর্গ, ধর্মীয় বিশ্বাস, দেশপ্রীতি এবং গৌরব লিপ্সা।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

[জনতার নেতারা কিভাবে জনতার উপর প্রভাব বিস্তার করে : জনতার নেতৃবর্গ : জীবগঠিত সকল প্রকার জনতাই স্বভাবত একজন নেতা মেনে চলতে চায়—জনতার নেতৃবর্গের মনমানসিকতা—কেবলমাত্র নেতারাই জনতার মনে বিশ্বাসের বীজ বপন করতে পারে এবং তাদের সংগঠন করতে পারে—জনতার স্বেচ্ছাচারী স্বভাব—জনতার শ্রেণী ভেদ—আবেগ কিভাবে কাজ করে—নেতারা তাদের ইচ্ছা মোতাবেক কার্যোদ্ধারে কি পন্থাদি অবলম্বন করে—পুনরুক্তি, সত্যাপন ও সংক্রম—এ উপাদানগুলির আছর—কি ভাবে সংক্রমণ সমাজের নিম্নতম স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরে পর্যন্ত সম্ভব হয়—বার বার বলতে বলতে একটা মামুলি বিশ্বাসই বা কি করে জনতার মনে দৃঢ়মূল বিশ্বাসে পরিণত হয়—প্রভাব প্রতিপত্তি : মাননীয় বলতে কি বুঝায়—এর সূত্র ও শ্রেণীভেদ—অর্জিত মান মর্যাদা এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের কারণে সহজ আগত প্রভাব-প্রতিপত্তি—এটা বিনষ্ট হবার কারণ ও পন্থাদি।]

বিগত আলোচনার ভিত্তিতে এখন আমরা জনতার মানসিক গঠন-ভঙ্গি যে কি, সে সম্বন্ধে বেশ কিছু জানতে পেরেছি। এবং সেই সাথে কি ধরনের অভিপ্রায় জনতামনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেটাও অনেকটা জানতে পেরেছি। তাই অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু হিসেবে এখন শুধু এটাই দেখা বাকী যে, কিভাবে উক্ত অভিপ্রায়গুলিকে কার্যকরী করে তোলা হয়, এবং কারাই বা তাদের নেতৃত্ব দিয়ে সেগুলিকে কার্যে রূপায়িত করতে সমর্থ হন।

যখনই কিছু সংখ্যক প্রাণী—তা মানুষই হোক বা জন্তু-জানোয়ারই হোক, একত্র জমায়েত হয়,—তখনই তারা স্বভাবতঃই কোন নেতার অধীনতা স্বীকার করে নেয়।

www.pathagar.com

মানুষের বেলাতেও অধিকাংশ সময় এই ধরনের একজন যদিও তিনি দুর্বৃত্তদের নেতা বা বিপ্লব আলোড়ন-প্রিয় নেতা হন—দলের প্রধান হিসেবে তার কৃতকার্যাদি দ্বারা জনতার উপর খুবই প্রভাবশালী হয়ে দেখা দেয়। তার ইচ্ছা বা মনকে ঘিরেই বিশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ একত্র ও সুসংবদ্ধ হয়ে একটা ঐক্যিক্ রূপ পরিগ্রহ করে। বিচিত্র ধরনের (ধর্ম, জাতি, ভাষা, ইত্যাদির দিক থেকে) বিশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিটি তখন প্রথম যোগসূত্রটি হিসেবে দেখা দেয়। এবং শুধু তাই নয়, সংযোজনী-কর্তা হিসেবে সে তখন থেকেই উক্ত জনতাকে পরিচালিত করতে শুরু করে। জনতা তখন অপরাগ গড্ডালিকা সাদৃশ্য হয়ে পড়ে। রাখাল বিনা চলতে পারে না।

কোন বিশেষ মুহূর্তে যে নেতারূপে জনতাকে পরিচালনা করছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, সে নিজেও অধিকাংশ সময়ে অন্যের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছে। সে শুরু থেকে কোন ভাব বা আদর্শের দ্বারা এতটা সম্মোহিত হয়ে পড়ে যে, সেই থেকে সে উক্ত ভাব বা আদর্শের উৎসাহী প্রচারক হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, স্বীকৃত ভাব বা আদর্শ তাকে এতটা আচ্ছন্ন করে বসে যে তার বাইরে কোন কিছুই সে আর ভাবতেই পারে না। এমন কি তার 'বিশ্বাস' বা 'ধারণার' প্রতিকূল সব কিছুকেই সে তখন একেবারে ভ্রান্ত বলে উড়িয়ে দিতে থাকে। রুশোর দার্শনিক চিন্তাধারার দ্বারা সম্মোহিত রব্‌সপিয়ারের কথা এখানে উদাহরণ স্বরূপ পেশ করা যেতে পারে। এ-কথা সর্বজনবিদিত যে রব্‌সপিয়ার রুশোর দর্শনের এতটা অনুরক্ত হয়ে পড়েন যে তার প্রচারের জন্য রোমান ক্যাথলিক ব্যবহৃত Inqusition-এর মতো হীন পন্থাদি পর্যন্ত অনুকরণ করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেন নি। যে-সব জন-নেতার কথা আমরা আলোচনা করছি তারা সাধারণতঃ কর্মী-পুরুষ, ভাবুক নন। এ ধরনের লোকেরা কখনই খুব বেশী দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন হয় না। আর চেষ্টা করলেও তারা তা হতে পারেন না; কারণ দূরদৃষ্টি মানুষকে দ্বিধাগ্রস্ত ও নিষ্ক্রিয় করে তোলে। জনতার যারা নেতা হয়ে দাঁড়ায় তারা সাধারণতঃ স্বল্পে উত্তেজিত, স্নায়ু দুর্বল বুদ্ধিভ্রম লোকের মধ্য থেকেই এসে থাকে। এরা পাগলের পর্যায়েই গণিত হবার যোগ্য। এদের ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস ইত্যাদি যতই অস্বাভাবিক ও উৎকটই হোক

www.pathagar.com

না কেন—তারা সেগুলিকে এমনই ন্যায়সঙ্গত বলে বিশ্বাস করে যে তার বিরুদ্ধে শত সহস্র যুক্তিতর্কও কোন কাজের হয় না। এই ধরনের নেতাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ঘৃণা বা ভয় প্রদর্শিত হলে তারাত তাতে ভয় পায়-ই না বরং আরো বেশী মরিয়া হয়ে উঠে।

তারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ এমন কি পরিবারিক স্বার্থ পর্যন্ত উপেক্ষা করতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করে না। তারা আত্মস্বার্থ সংরক্ষণের কথা ভুলে গিয়ে, নিজেদেরকে বৃহত্তর গণস্বার্থ সংরক্ষণকারী শহীদের দরজায় তুলে ধরতে আগ্রহশীল হয়ে পড়ে। তাদের বিশ্বাসের গভীরতা তাদের মুখের কথাকে অত্যন্ত ইঙ্গিতময় করে তোলে এবং জনতা মনে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। সাধারণ মানুষ দুর্জয় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন লোকের কথা শুনতেই সদা উদগ্রীব—কেননা ঐরূপ ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি জানে কি করে জনতা মনে প্রভাব বিস্তার করা যায়। প্রতিটি বিশ্লিষ্ট ব্যক্তি যখন একত্র হয়ে একটা 'জনতার' রূপ পরিগ্রহ করে তখন তাদের মধ্যেকার ঘুমন্ত ইচ্ছাশক্তি যে জাগ্রত করতে পারে তাকেই তারা তাদের নেতৃস্থানে অধিষ্ঠিত করতে রাজী হয়ে পড়ে।

কোন জাতির মধ্যেই কোন কালে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অভাব পরিলক্ষিত হয়নি বটে, কিন্তু তাই বলে একথা বলা সত্য নয় যে, তাদের সকলেই ধর্ম প্রচারকদের মতো গভীর বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত থাকে। এদের মধ্যে অধিকাংশই কেবল বাক্‌চাতুর্যে দক্ষ, জনতার নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে উস্কিয়ে আত্মস্বার্থ হাসিলের জন্য নিয়ত তৎপর থাকে। এবং সেইহেতু জনতার উপর তাদের প্রভাব অনেক সময় ব্যাপক হলেও, স্থায়ী ও সুগভীর হয় না। পিটার দি হারমিট লুথার স্যাভোনা রোলা বা ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূতগণ প্রথমে বিপ্লবী 'মতবাদ' নিজেরাই সম্মোহিত হয়েছেন বলেই পরে জনতা মনে সেই আন্দোলন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এবং তারা তাদের নিজের মনে সেই বিরাট শক্তির উদ্বোধন করতে পেরেছেন—যাকে আমরা faith বা ধর্মীয় বিশ্বাস বলে আখ্যাত করি। এবং এই মহাশক্তি মানুষকে তার স্বপ্নের অনিয়ন্ত্রিত দাসে পরিণত করতে সফলকাম হয়।

জনতার বড় বড় নেতার কাজই হচ্ছে জনতা-মনে বিশেষ কোন বিশ্বাস রোপণ করা—সে বিশ্বাস ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা সামাজিকই হোক বা 'কোন

www.pathagar.com

কাজে', 'ব্যক্তি বিশেষের প্রতি' অথবা কোন ভাবের প্রতিই হোক এবং এই কারণেই তাদের প্রভাব এতটা গভীর ও ব্যাপক হয়ে দেখা দেয়। সামাজিক সর্বপ্রকার উজ্জীবনী শক্তির মধ্যে কোন কিছুর প্রতি মানসিক গভীর-বিশ্বাসই হচ্ছে সব চাইতে বড় শক্তি, এবং সেই কারণেই বোধ হয় ধর্মীয় পুস্তকাদিতে এ-কথা বলা হয়েছে যে বিশ্বাস পাহাড়কে পর্যন্ত টলিয়ে দিতে পারে। মানুষের মনে কোন কিছুর প্রতি গভীর-বিশ্বাস সৃষ্টি করার অর্থ হচ্ছে তার ক্ষমতাকে বহু গুণে বাড়িয়ে দেওয়া। অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনাবলীর মধ্যে অধিকাংশই প্রায় অজ্ঞাত বিশ্বাসীর দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে—যাদের উক্ত বিষয়ের প্রতি 'দৃঢ় বিশ্বাস' ছাড়া অন্য কোন কিছু সম্বল ছিল না। বড় বড় ধর্ম, যা পৃথিবীতে গভীর আন্দোলন সৃষ্টি করেছে—বড় বড় সাম্রাজ্য যা সসাগরা ধরিত্রীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এর কোন কিছুই পৃথিবীতে কোন কালে পণ্ডিত বা দার্শনিকদের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি—কোন সন্দেহবাদীর দ্বারা ত নয়ই।

আমরা পূর্বের উদাহরণ ক'টিতে অত্যন্ত শক্তিশালী নেতাদের কথা উল্লেখ করলাম এবং তাদের সংখ্যা পৃথিবীর ইতিহাসে এতই স্বল্প যে তাদের হাতে গোণা যায়। তাঁরা এক অনুক্রমের শীর্ষে অবস্থানরত। এই অনুক্রম শক্তিশালী নেতা থেকে পর্যায়ক্রমে সাধারণ মজুর—যে পান্থশালার ধোঁয়াটে আবহাওয়ায় কাজ করে--তাতে গিয়ে পৌঁছেছে। এই মজুর কয়েকটি কথা—যার অর্থ সে নিজেই হয়তো ভালো করে বোঝে না—দিন রাত তার সহকর্মীদের কানের কাছে এই মর্মে বলতে থাকে যে তার বাক্যাদির মর্মানুযায়ী কাজ করলে—(তার দৃঢ় বিশ্বাস)—তাদের সমস্ত স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হবে।

সমাজে সর্বোচ্চ থেকে আরম্ভ করে সর্বনিম্ন পর্যন্ত যে কেউ হোক না কেন যখনই সে তার সামাজিক সত্তা ও একক বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, তখনই সে অন্যের দ্বারা পরিচালিত হতে বাধ্য হয়। জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশই তাদের নিজস্ব বিষয়বস্তুর বাইরে অন্য কোন কিছু সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা করতে পারে না বলেই, নেতা সেখানে তাদের সে ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। এটা সম্ভব যে তাকে জনতা ত্যাগও করতে পারে—

www.pathagar.com

কিন্তু পত্র-পত্রিকায় ফলিত নেতাদের মতামত গ্রহণ করতে তাদের কোন বুদ্ধি খাটাতে হয় না বলেই তারা সহজে নেতাদের অস্বীকার করতে পারে না। জনতার নেতৃস্থানীয়রা অপরিসীম একটা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে দেখা দেয়; ফলে এই ধরনের একটা নিঃসীম ক্ষমতার অধিকারী দেখে অন্যান্যরা তাদের অনুবর্তী হয়ে পড়ে। এ-কথা অনেকেই বলেছেন যে জনতার নেতারা পেছনে কোন রাষ্ট্রীয় শক্তি না থাকা সত্ত্বেও নিজেদের এই ক্ষমতা ভিত্তিতেই অন্যান্যের কাছ থেকে অতি সহজেই আনুগত্য পেয়ে থাকেন। কার্যকরণে এই নেতৃবর্গ (শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নেতাদের কথাও বলা হচ্ছে) শেষ পর্যন্ত এতটাই ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে পড়েন যে মজুরেরা কল-কারখানায় কতক্ষণ ধরে কাজ করবে না করবে বা কি কাজে কি মজুরী পাবে, সেসব কিছুও নির্ধারণ করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করেন না। এমনকি তারা ধর্মঘট শুরু করে বা কখন শেষ করা হবে, তারও নির্দেশ দিতে দ্বিধা করেন না।

বর্তমান জমানায় এই সমস্ত নেতাই দিনকে দিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে হস্তগত করতে করতে রাষ্ট্রকে একটা মামুলি ধরনের প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত করে তুলেছেন। এই নূতন নেতৃবৃন্দ এতটাই দুর্জয় ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে পড়েছেন যে জনতা রাষ্ট্রের চাইতে তাদেরকেই অধিকতর মেনে চলতে শুরু করেছে। ফলে নেতৃবৃন্দ যদি কোন কারণবশতঃ জনতার সম্মুখ থেকে সরে পড়ে বা তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এটাই দেখা যাবে যে উক্ত জনতা তাদের আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে—অর্থাৎ তাদের সংশক্তি এবং বাধা দিবার ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলেছে। নজীর হিসেবে এখানে প্যারী নগরীতে গত বাস চালকদের ধর্মঘটের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে কেবল তাদের নেতৃস্থানীয় দুইজন ব্যক্তিকে সরিয়ে নেওয়ার ফলেই, সে ধর্মঘটকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। জনতা স্বচালিত হওয়ার চাইতে সতত পরিচালিত হতেই বেশী ভালবাসে। পরিচালিত হওয়ার জন্য তাদের মানসিক উন্মুখতা এতই প্রবল হয়ে দেখা দেয় যে, হঠাৎ করে যে-কোন লোকই তাদের নেতা হবার জন্য দাঁড়িয়ে পড়লে তাকে তারা স্বীকার করে নিতে আগ্রহী হয়ে পড়ে।

এই ধরনের দলপতিদের আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। তার প্রথম শ্রেণীতে সেই সমস্ত নেতাকে ফেলা যেতে পারে, যারা ঘটনাক্র

www.pathagar.com

সম্মুখে মাঝে মাঝে তাদের চারিত্রিক ও মানসিক তেজস্বিতার প্রমাণ দিয়ে থাকে। আর, দ্বিতীয় শ্রেণীতে সেই সমস্ত নেতাকে ফেলা যেতে পারে যারা তাদের উক্ত গুণাবলী সব সময়ে ও সর্বক্ষেত্রেই বজায় রাখতে সক্ষম হয়ে থাকে—যাদের মধ্যে তাদের ইচ্ছাশক্তি প্রবল, দুর্দমনীয় ও স্থায়ী রূপ নিয়ে থাকে। প্রথমোক্ত নেতারা সাধারণতঃ উগ্র, উদ্ধত ও দুঃসাহসী হতে দেখা যায়। এরা বিশেষ করে মারাত্মক ঘটনা বা অবস্থাদির সম্মুখে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে জনতাকে গন্তব্যস্থলে এগিয়ে দেবার ব্যাপারে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকে। এই ধরনের দলপতিদের নাম করতে হলে অতীতের নে (Ney) ও মুরা (Murat)-র নাম উল্লেখ করতে হয় এবং সমসাময়িক কালের হলে গ্যারীবলডীর নাম নেওয়া যেতে পারে হয় যার প্রতিভা বিশেষ না থাকলেও তেজ, কর্মশক্তি ও উদ্যম ছিল অসাধারণ। তিনি স্বল্প সংখ্যক লোক নিয়েই তাই সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে নেপেন রাজ্য দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তবে এই শ্রেণীর নেতাদের কর্মশক্তি যদিও স্বীকার না করে উপায় নেই, তবে এ-কথা ঠিক যে উক্ত উদ্যম ও কর্মশক্তি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। যে উত্তেজনামূলক কারণ থেকে এর উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল তার অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই এ কর্মোদ্যমেরও অবসান হয়। এই সব নেতা যখনই সাধারণ পারিপার্শিকতার মধ্যে ফিরে যান, তখনই তাদের মধ্যে এমন অনেক চারিত্রিক দুর্বলতা প্রকাশ পেতে থাকে যে তা দেখে সত্যিকারের আশ্চার্যান্বিত হওয়া ছাড়া কিছুই থাকে না। সামাজিক সহজ পরিবেশে ফিরে এলে তারা না পারেন কোন কিছু সম্বন্ধে গভীরভাবে ভাবতে, না পারেন কোন কিছুকে ঐকান্তিকতা সহকারে নিষ্পন্ন করতে, যদিও তারা এক সময়ে অন্যদের চালিয়েছিলেন। এক কথায় এই ধরনের নেতারা উক্ত বিশেষ বিশেষ ক্ষণ বা মুহূর্তের বাইরে এসে নিজেদেরকে কোন ভাবেই প্রতিভাবান বা করিতকর্মা বলে প্রমাণ করতে পারেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতারা যাদের ইচ্ছাশক্তি দুর্দম ও স্থায়ী—তাঁদের প্রভাব যদিও প্রথম শ্রেণীদের মতো অতটা চোখ ঝলসানো মনে না হয়, তবুও তাঁদের প্রভাব প্রথম শ্রেণীর নেতাদের চাইতে অনেক বেশী গভীর ও ব্যাপক হয়ে থাকে। ধর্ম প্রবর্তকেরা ও সুবৃহৎ পরিকল্পনা নিষ্পন্নকারীরা সাধারণতঃ

www.pathagar.com

এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ সেন্ট পল, হজরত মুহম্মদ, ক্রীসটোফার কলম্বাস ও ম্ভ লেসেপস্-এর নাম করা যেতে পারে। এঁরা তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন হউন বা সঙ্কীর্ণমনাই হউন তাতে কিছু এসে যায় না। পৃথিবী এঁদেরই পদানত। এই ধরনের নেতাদের ইচ্ছাশক্তি এমনই প্রবল ও অমোঘ যে এই গুণটি সব কিছুতেই নতি স্বীকার করতে হয়। একটা ধীরস্থির বা ধৈর্যশীল মন যে কি করতে সক্ষম তা আমরা অনেকেই অনেক সময়ই অনুধাবন করতে পারি না। ওটা কেউ দমন করতে পারে না—না প্রকৃতি, না দেবতা, না মানুষ। নজীর পেশ করতে হলে ম্ভ লেসেপ্স-এর কথাই উল্লেখ করতে হয়, যিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগৎকে আলাদা করেছেন, যা তিন হাজার বছর ধরে মহাশক্তিধর নৃপতিগণ পর্যন্ত করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এই করিতকর্মা ম্ভ লেসেপ্সই পরবর্তীকালে এই ধরনের এক পরিকল্পনা সম্পন্ন করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। তখন তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন—এবং এ-কথা কে না জানে যে বার্ধক্যে মনোবল ইত্যাদি সব কিছুই মানুষের দুর্বল ও নষ্ট হয়ে যায়।

শুধু মনোবলের দ্বারা যে কি অসাধ্য সাধন করা সম্ভব সেটা জানতে হলে সুয়েজ খাল খনন করার ব্যাপারে বাধা-বিপত্তির দূরীকরণে কাহিনী কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করলেই যথাযথ হবে। সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী ডঃ কাজালীর জলন্ত বর্ণনায় আমাদের সম্যক জ্ঞান অর্জনের জন্য যথেষ্ট। ম্ভ লিসেপ্সের মুখ থেকে শুনেই তিনি এ-কাহিনী বর্ণনা করেছেন ঃ

'রোজ-ব-রোজ সুয়েজ খাল খননের প্রতিটি ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন। উক্ত সুবৃৎ কল্পনাকে কার্যকরী করতে গিয়ে যে-সব বাধা-বিপত্তি তাঁকে মোকাবেলা করতে হয়েছে, অসম্ভবকে কিভাবে সম্ভব করতে হয়েছে সে বিপর্যয়কে জয় করে,—এক কথায় কিছুতেই দমিতে বা নিরুৎসাহ না হয়ে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছে—তারাই একটা মর্মস্পর্শী বর্ণনা দেন। তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার প্রাথমিক পর্যায়ে ইংলণ্ড কিভাবে তাঁকে বাধা দিয়েছে, মিসর ও ফরাসী সরকার (বিশেষ করে মিসরস্থ ফরাসী রাষ্ট্রদূত) তাঁকে সাহায্য করতে গিয়ে কিভাবে দ্বিধাবোধ করেছে, কিভাবে তাঁর কর্মরত লোকদের পানীয় জল সরবরাহ করতে অস্বীকার করে তাঁর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করতে চেষ্টা করেছে, সুদক্ষ ও

www.pathagar.com

দায়িত্বশীল ইঞ্জিনিয়ারসহ ফরাসী নৌমন্ত্রী কিভাবে তাঁকে হতাশ করতে প্রয়াস পেয়েছে সে-সব তিনি সবিস্তারে আমাদের কাছে বর্ণনা করে গেছেন।'

এই ধরনের মনোবলে বলীয়ান, ধীরস্থির ও আত্মবিশ্বাসী লোকদের সংখ্যা ইতিহাসে খুব বেশী না হলেও মানব সভ্যতার ইতিহাসে সুবৃহৎ ঘটনাবলীর সাথে এদের নামই নিরবচ্ছিন্নভাবে জড়িত।

নেতারা যে-সব পন্থা অবলম্বন করে জনতাকে বশীভূত করে তা হচ্ছে: অনড় ভক্তি অর্জন, পুনরাবৃত্তি ও সংক্রামণ।

কোন জনতাকে মুহূর্তের জন্য উত্তেজিত ও উদ্বুদ্ধ করে কোন কিছু করতে হলে,—যেমন ধরুন কোন রাজ প্রাসাদ লুঠন বা কোন দুর্গ প্রাকার সংরক্ষণ জনতাকে সে বিষয়ে বার বার ইঙ্গিতপূর্ণ সঙ্কেত দিতে হবে এবং সেই সাথে তেমন কিছু করার বাস্তব নজীরও তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। তবে জনতাকে দিয়ে এ ধরনের কোন কিছু করিয়ে আশানুরূপ ফল পেতে হলে তাদের সে বিষয়ে পূর্ব থেকেই বিশেষ অবস্থার সংঘটন দ্বারা তৈরী করে নিতে হবে। আর তা'ছাড়া যে ব্যক্তি তাদের দিয়ে এই ধরনের কোন কিছু করাতে চান তাকে আপামর জনসাধারণের চোখে একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, সম্মানী ব্যক্তি হিসাবে প্রতিভাত হবে। কেউ যদি জনতার মনকে কোন 'চিন্তা' বা 'ভাবধারা' দিয়ে উজ্জীবিত করতে চান—যেমন ধরুন, আধুনিক সমাজ দর্শনের কোন মতবাদ দ্বারা—তাহলে তাকে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত একটা পন্থাই অনুসরণ করতে হবে। এবং সে পন্থাটির মৌলিক শর্ত হচ্ছে তিনটি: দৃঢ় উক্তি, পুনরুক্তি বা পুনরাবৃত্তি ও সংক্রামণ। যদিও এই ধরনের উজ্জীবন বা উন্মুখন প্রচেষ্টা খুবই মন্থর গতির, তবুও এ-কথা সত্য যে তার ফলাফল খুবই দীর্ঘস্থায়ী ও দূরপ্রসারী হয়।

কোন 'চিন্তা' 'ভাবধারা' সম্বন্ধে দৃঢ় উক্তি বা সত্যাপন—সর্বপ্রকার বিচার বিবেচনার বহির্ভূত বলেই—অতি সহজে জনতার মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। উক্ত সত্যাপন বা দৃঢ় উক্তিটি সংক্ষিপ্ত হলে জনতার মনের উপর সবচাইতে বেশী কার্যকরী হয়ে দেখা দেয়। যেহেতু তখন আর তা তাদের কাছে এতটুকু অসত্য প্রতীয়মান হয় না। তাই বোধ হয় সর্বযুগের ধর্মীয় গ্রন্থ ও আইন-কানুনের বিধিগুলিতে এই দৃঢ় উক্তির বা সত্যাপনের মূল্য যে কতটা

www.pathagar.com

কার্যকরী ও দূরপ্রসারী সেটা রাষ্ট্র নায়কেরা তাঁদের গৃহীত রাষ্ট্রীয় নীতির যৌক্তিকতা বুঝাতে গিয়ে এবং ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁদের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা বাড়াতে গিয়ে খুব ভালভাবেই তুলে ধরে থাকেন।

তবে ঘটনা বা বস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধে শুধু দৃঢ় উক্তি করলেই বা জোর দিয়ে বললেই কাজ হবে না। তাকে কার্যকরী করতে হলে, মতামতটিকে বারবার শোনাতে হবে বা বলতে হবে। এবং যতদূর সম্ভব 'শব্দ' বা 'বাক্যে'র কোন রদবদল না করেই সেটা করতে হবে। যতদূর মনে হয় নেপোলিয়ানই এক সময় বলেছিলেন যে সমগ্র অলঙ্কার শাস্ত্রে একটি অতি মূল্যবান নীতি আছে সেটা হচ্ছে : পুনরুক্তি বা পুনরাবৃত্তি (Repetition)। যে কথাটি বলা হলো তা পর পর বলার ফলে মনের ফলকে এমন গভীরভাবে দাগ কেটে যায় যে তা শেষ পর্যন্ত একটি পরীক্ষিত সত্য বলে গৃহীত হয়।

জনতার মনের উপর কোন 'শব্দ' বা 'বাক্যের' প্রভাব যে কত ব্যাপক সেটা শিক্ষিত মনের উপর এর ফলাফল লক্ষ্য করলেই বেশ বোঝা যায়। কোন শব্দ পুনরুক্ত বা পুনরাবৃত্ত হলে তার প্রভাবনী ক্ষমতা যে এতটা বেড়ে যায় তার কারণ হচ্ছে এই যে, নেতৃবর্গের মুখে উচ্চারিত শব্দ বা বাক্যরাজি শেষ পর্যন্ত আমাদের অচেতন মনের এমন একটা অঞ্চলে গিয়ে সঞ্চিত হতে থাকে যেখান থেকে আমাদের সর্বপ্রকার কর্মের প্রেরণা উজ্জীবিত হয়। কালান্তরে কোন চিন্তা বা ধারণা আমাদের সম্মুখে প্রথমে কে যে বার বার বলেছিল সে কথা ভুলে গেলেও উক্ত চিন্তাধারা ততদিনে আমাদের মজ্জাগত হয়ে বিশ্বাসের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে রয়েছে। এবং সেই কারণেই বিশেষ করে কোন জিনিসের বিজ্ঞাপন মানুষের মনের উপর এত বেশী কার্যকরী হয়ে দেখা দেয়। আমরা যখন শ' শ' হাজার হাজার বার একথা শুনি যে অমুক কোম্পানির চকলেট সবচাইতে ভাল, তখন আমাদের মধ্যে এমনই একটা মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে করে এটা ভাবতে আরম্ভ করি যে ও-কথাটা যেন আমরা বহু জায়গায় বহুবার শুনেছি, এবং শেষ পর্যন্ত আমরা ঐ চকলেট সবচাইতে ভাল তা একান্ত সত্য বলে বিশ্বাস করি। আমরা বার বার এ-কথা পড়ি যে অমুক কোম্পানির রুটি খাওয়ার ফলে অমুক বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তির বিশেষ ধরনের ব্যাধির নিরসন বা উপশম হয়েছে, তখন স্বভাবতঃ আমরা যারা তদনুরূপ

www.pathagar.com

ব্যাধিতে ভুগছি, সেই বিশেষ রুটি খাওয়ার প্রতিই আগ্রহ প্রকাশ করি। আমরা যদি কোন কাগজে 'ক' ও 'খ' নামীয় দুইটি ব্যক্তির সম্বন্ধে নিয়তই একথা শুনি বা পড়ি যে 'ক' একজন কুখ্যাত বদমায়েশ এবং 'খ' একজন সাধুচিত্ত সৎব্যক্তি, তাহলে বিপরীত কোন প্রমাণ না পেলে কিছুদিনের মধ্যে আমাদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে কাগজের মতামতটি সন্দেহাতীতরূপে সত্য। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কোন কিছু সম্বন্ধে দৃঢ় উক্তি ও সে উক্তির পুনরাবৃত্তি মানুষের মনে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে বা মতামত গঠনের পক্ষে খুবই কার্যকরী পন্থা বা পদ্ধতি। অন্যপক্ষে, দৃঢ় উক্তি ও কোন বিষয়ের পুনরুক্তি পরস্পরকে খণ্ডন করার ব্যাপারেও শক্তিশালী পন্থা।

কোন দৃঢ় উক্তি যখন বার বার উচ্চারিত হয় এবং সে পুনরুক্তিতে যদি কোন ব্যতিক্রম না ঘটে, তখন যে সেটা কেবল বিশিষ্ট জনমত হিসেবেই দেখা দেয় তা নয়, সেটা সেই সাথে মারাত্মক সংক্রামতাও অর্জন করে। চিন্তা, ভাবাবেগ বা বিশ্বাস জনতান্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রোগ বীজাণুর ন্যায় সংক্রমিত হবার সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দেয়। এই সংক্রমণ ক্রিয়াটি একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা ; কারণ এটা এমন কি, কিছু জন্তু-জানোয়ার এক জায়গায় হলেও ইহাদের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। আস্তাবলে কোন একটা ঘোড়া যদি তার খাবার পাত্রটাকে কামড় দিচ্ছে দেখে তাহলে আস্তাবলের অন্যান্য ঘোড়াও উহাকে অনুসরণ করতে থাকে। ভেড়ার পালের কয়েকটা যদি কোন কারণে ভীত হয়ে পড়ে তা হলে দেখা যায় যে সে ভীতি সমগ্র পালেই সংক্রমিত হয়ে পড়েছে। ঠিক মানুষের বেলাতেও তেমনি কোন চিন্তা বা ভাবাবেগ একবার অনুপ্রবিষ্ট হলে, তা তড়িৎগতিতেই সমগ্র জনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মস্তিষ্কের পীড়া পাগলামির ন্যায়ই সংক্রমণশীল। প্রমাণস্বরূপ : পাগলের ডাক্তারদেরই অনেক সময় পাগল হতে দেখা যায়। বর্তমানে অনেকে বলেন যে agoraphobia নামক ব্যাধিটি মানুষ থেকে এমন কি পশুতেও সংক্রমিত হতে পারে।

মানুষের মধ্যে কোন কিছু সংক্রমিত হতে হলে যে তাদের সবাইকেই তৎপূর্বে এক জায়গায় থাকতে হবে এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। দূরে দূরে থাকলেও কোন কোন ঘটনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হবার বা সংক্রমিত হবার

www.pathagar.com

যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে ; কারণ ঐ ঘটনানিচয় প্রতিটি বিশ্লিষ্ট ব্যক্তির মানসিক অবস্থাকে জনতার গ্রহণোন্মুখ মানসিক অবস্থায় রূপান্তরিত করে ফেলে। এটা কেন যে হয় বা হওয়া সম্ভব, সে সম্বন্ধে জনতার মানসিক অবস্থার জন্য দায়ী পরোক্ষ কারণাদি বর্ণনা করার সময়ই আমি বিশদভাবে আলোচনা করেছি। নজীরস্বরূপ দেখান যায়—১৯৪৮ সনে প্যারী নগরীতে যে বিপ্লব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, তা অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতেই সারা ইউরোপে ছড়িয়ে গিয়ে বড় বড় রাজ সিংহাসন পর্যন্ত টলিয়ে দিয়েছিল। তাই বলছিলাম যে কোন 'চিন্তা' বা 'ভাবধারা' সংক্রমিত হয়ে কার্যকর হতে সব সময় যে সবাইকে কাছাকাছি থাকতে লাগে তা নয়।

মানুষের মধ্যে অনুকরণ প্রবৃত্তি—সমাজে যার ফলাফল দূরপ্রসারী—আসলে কিন্তু এই সংক্রামণ ক্রিয়ারই নতিজা। এ সম্বন্ধে অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করেছি বলে এখানে শুধু আমি আমার পনের বছর আগে অভিব্যক্ত মতামতেরই কিছুটা উল্লেখ করেছি—যার উপর বসলে অনেক বিদগ্ধজনই অনেক কিছু বলতে চেষ্টা করেছেন।

"পশুর ন্যায় মানুষের মধ্যেও স্বভাবজাত একটা অনুকরণ-প্রিয়তা বর্তমান। খুব ঘোরালো ও কঠিন না হলে অনুকরণ করাটা প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের জন্য খুবই স্বাভাবিক হয়ে দেখা দেয়। প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজে যাকে 'ফ্যাসন' বলা হয় তার প্রভাব এত শক্তিশালী সাহিত্য, শিল্পকলা, ধ্যানধারণা বা পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যাপারে সমাজে এমন ক'জন লোক আছে যারা সাহস করে প্রচলিত Fashion-এর বিরুদ্ধে চলতে পারে? জনতা কথার চাইতে দৃষ্টান্তের দ্বারাই বেশী প্রভাবান্বিত ও পরিচালিত হয়। মানব সমাজে প্রত্যেক যুগেই এমন গোটা কয়েকজন লোক জন্মে থাকে যারা তাদের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার দ্বারা জনতাকে এতটা প্রভাবান্বিত করতে পারে যে সর্বসাধারণ তাদেরই অনুকরণ ও অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এটা বোঝা দরকার যে এই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের যুগের গৃহীত ভাবধারার বিরুদ্ধে সর্বদা বিরোধিতা করা সঙ্গত নয়। যদি তা করেন তাহলে জনতার পক্ষে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে ; ফলে তারা কোনভাবে জনতাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় না। এ কারণে যে মহাপুরুষগণ তাঁদের যুগের অনেক ঊর্ধ্বে

www.pathagar.com

বাস করেন, তাঁরা সাধারণতঃ তাঁদের যুগের উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারেন না। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যটা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় এরূপ হয়ে থাকে। এই কারণেই বোধ হয় পাশ্চাত্ত্যের অধিবাসীরা উচ্চতর একটা সভ্যতার সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত প্রাচ্যের অধিবাসীদের উপরে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। দুইয়ের মধ্যে অনৈক্যটা অনেক বেশী।

সামাজিক ঐতিহ্য ও মানুষের অনুকরণ প্রবণতার মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ফলে একই জমানায় একই সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে—হোক না সে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অসাধারণ দার্শনিক বা পণ্ডিত—এমন কতকগুলি সাদৃশ্য বা সমগুণাবলী পরিলক্ষিত হয়, যার ভিত্তিতে তারা যে কোন বিশেষ যুগের অধিবাসী তা সহজেই অনুমেয়। কোন লোকের সাথে অল্পকালের জন্য আলাপ-আলোচনা করলেই এটা সহজেই বোঝা যায় সে কি ধরনের বিষয়াদি পাঠে অনুরক্ত বা তার সাধারণ কাজ বা পেশাদি কি এবং কি ধরনের পরিবেশেই বা তাকে বসবাস করতে হয়।"

সংক্রমণ ক্রিয়াটি এমনই প্রভাবশালী যে এটা শুধু জনতান্তর্ভুক্ত ব্যক্তি-বর্গকে বিশেষ মতামতের প্রতি কেবল প্রবণ করে তুলে না, এমন কি অনেক সময় একই ধরনের অনুভূতিকাতর বা ভাবাবেগ প্রবণও করে তোলে। সংক্রমণ সময় বিশেষে কোন বিশেষ ধরনের লেখা বা কাজের প্রতিও নফরত বা ঘৃণার সৃষ্টি করে থাকে—যেমন ধরুন Tannhiiser বেলায়—কিন্তু কয়েক বছর পরই আবার হয়তো ঠিক সেই একই কারণে, যারা পূর্বে তার সমালোচনা করেছিল তারাই তার অনুরাগী ও ভক্ত হয়ে উঠেছিলো।

জনতার "মত বা বিশ্বাস" বুদ্ধি-বিবেচনার ভিত্তিতে বেড়ে চলার চাইতে এই সংক্রমণ ক্রিয়ার কারণেই দিন দিন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে আজ যে-সব ধারণা বা মতামতের উদ্ভব হয়েছে তা সাধারণতঃ সরাইখানায়, হাটে বাজারে, দোকানপাটে সে সম্বন্ধে দৃঢ় উক্তি, পুনরুক্তি ও সংক্রমণ ক্রিয়ারই ফলাফল। মূল কথা হচ্ছেঃ জনতার মতামত সৃষ্টির ব্যাপারে কোন যুগেই এ নিয়মের খুব একটা ব্যতিক্রম দেখা যায় না। রেঁনা খ্রীস্ট ধর্ম প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে সরাইখানায়, হাট বাজারে, চায়ের দোকানে প্রচাররত সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকদের একটা যথাযথ তুলনা করেছেন। বিখ্যাত

www.pathagar.com

ভলতেয়ারও একথা বলেছেন যে, খ্রীস্টধর্ম প্রচারের প্রথম কয়েক'শ বছর এটা অতি সাধারণ লোকদের মধ্যেই সীমিত ছিল।

এখানে তাই এটা লক্ষণীয় যে উপরোক্ত ঘটনাদির সমতুল্য ঘটনাদিতে—কোন চিন্তা বা ভাবধারা সাধারণ লোকদের মধ্যে সংক্রমিত হওয়ার পরই তবে সবাজের অন্যান্য উচ্চতর স্তরে বা পর্যায়ে সংক্রমিত হয়ে পড়ে। লক্ষ্য করলে এটাও আমাদের চোখে এড়াবে না যে বর্তমান জমানায় সমাজতান্ত্রিক মতবাদের বেলাতে সেই একই পদ্ধতিই কাজ করে চলেছে। এই সংক্রমণের ক্রিয়ার ফলে আজ যে-সব লোক এই মতবাদ গ্রহণ করেছে তারাই প্রথমে এর দ্বারা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সংক্রমণ ক্রিয়ার ক্ষমতা এতই প্রবল যে এর আওতায় পড়ে মানুষ আত্মস্বার্থের কথাও অনেক সময় ভুলে যায়।

জনসাধারণ গৃহীত মত বা পথ—তা যতই অযৌক্তির বলে মনে হোক—কেন যে শেষ পর্যন্ত সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর দ্বারা গৃহীত হয় তার কারণ খুঁজে বের করতে হলে আমাদের এই "সংক্রমণ ক্রিয়ার" প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর উপর নিম্নতর শ্রেণীর "সংক্রমণ" প্রতিক্রিয়ার সব চাইতে লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে এই যে জনতা বিধৃত চিন্তা বা বিশ্বাস তা সাধারণতঃ উচ্চতর শ্রেণীর বৃহত্তর কোন চিন্তাধারা থেকেই উদ্ভূত হয়। জননেতা বা আন্দোলনকারী এই উচ্চতর ধারণার বশবর্তী হয়ে, এটি গ্রহণ করে, বিকৃত করে এবং বিশেষ একটি দলের সৃষ্টি করে, যে দল একে আরও বিকৃত করে জনসাধারণের কাছে প্রচার করে বেড়ায় যে জনসাধারণ আবার সেটাকে নিয়ত আরও বিকৃত করতেই থাকে। পরে যখন এই মত গ্রাহ্য সত্যের আকার ধারণ করে, তখন ঘরে ফিরে আসার মতো উচ্চশ্রেণীর লোকদের উপর এসেই পুনরায় ভর করে। মোদ্দাকথা, বুদ্ধিই শেষ পর্যন্ত পৃথিবীকে চালনা করলেও সেটা কিন্তু অত্যন্ত গৌণভাবে। যে-সব দার্শনিক নব নব চিন্তাধারার সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা বহুদিন আগেই ধূলায় মিশে গেছেন। কিন্তু আমি যে প্রক্রিয়ায় উল্লেখ করলাম, সে নিয়মে তাঁদের চিন্তার ফল শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে মানব সমাজকে প্রভাবান্বিত করেছে।

সম্মোহনী ক্ষমতা বা প্রতিপত্তি : শব্দে বা বাক্যে প্রকাশিত "কোন চিন্তা বা ধারণা" দৃঢ়উক্ত, পুনঃ পুনঃ কথিত ও সংক্রামিত হলে এমন একটা অলৌকিক

www.pathagar.com

ক্ষমতা অর্জন করে বসে, যাকে আমরা শব্দের prestige—সম্মোহনী ক্ষমতা বা প্রতিপত্তি বলে অভিহিত করতে পারি।

সমাজে কোন মানুষ বা চিন্তাধারাকে যখনই ব্যাপক ও দুর্বার বলে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা গেছে, তখনই বুঝতে হবে যে সেগুলো সব উক্ত শব্দের prestige প্রতিপত্তির ভিত্তিতেই সম্ভবপর হয়েছে। Prestige শব্দটির অর্থ কি, তা হয়তো সকলেই বুঝেন। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার বৈচিত্র্যের কারণে এটা এতটা বহুরূপী অর্থ পরিগ্রহ করে থাকে যে তা বর্ণনা করাই কঠিন। Prestige কথার মধ্যে শ্রদ্ধাভক্তি, ভালবাসা মিশ্রিত বিস্ময় বা ভীতির ভাব থাকতে পারে। এমন কি সময় সময় এই sentiment বা ভাব থেকেই এই Prestige বা প্রতিপত্তির উদ্ভব হয়; কিন্তু আবার দেখা গেছে ভয়-ভীতি-শ্রদ্ধা ছাড়াও এর উৎপত্তি হতে পারে। দেখতে পাই মৃতেরাই যাদের থেকে আমাদের আর কোন ভয়ের কারণ নেই—যেন অনেক সময় সব চাইতে বেশী প্রতিপত্তির অধিকারী। উদাহরণস্বরূপ আলেকজাণ্ডার, সীজার, মোহাম্মদ এবং বুদ্ধের কথা ধরা যায়। অন্যপক্ষে কাল্পনিক অনেক জীবও রয়েছে যাদের প্রতি আমাদের কোন শ্রদ্ধা-ভক্তি মিশ্রিত বিস্ময় নেই বটে—(যেমন ধরুন ভারতের ভূগর্ভস্থ মন্দিরের বীভৎস দেবতাগণ) কিন্তু তাদের যে অসামান্য প্রভাব বা প্রতিপত্তি রয়েছে আমাদের উপর সে কথাত অস্বীকার করবার উপায় নেই।

কোন ব্যক্তি ঘটনা বা ভাবধারার prestige (প্রতিপত্তি) বলতে আমরা উক্ত প্রতিটি বিষয়ের প্রভাবনী ক্ষমতাকেই বুঝি। ব্যক্তি প্রভৃতির এই প্রভাবনী ক্ষমতা আমাদের ভিতরকার বুদ্ধি বা বিচার ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ অকেজো তো করে দেয়ই, এমন কি সেই সাথে আমাদের মানসিক অবস্থাকেও প্রশংসাম্মুখ বা বিস্ময়াবিষ্ট করে তুলতেও ছাড়ে না। এই ধরনের অভিভূত মানসিক অবস্থাকে ব্যাখ্যা করে বুঝান খুবই কঠিন, তবে তুলনা টেনে বুঝতে গেলে তাকে সম্মোহিত ব্যক্তির সাথে তুলনা করেই বুঝাতে হবে। এই প্রেস্‌টিজ (Prestige) সমস্ত প্রকার ব্যক্তিগত প্রভাবেরই মূল উৎস। এই প্রেস্‌টিজ বা প্রভাবনী শক্তি ছাড়া দেবদেবী, রাজরাজড়ারা বা রমণীরা কোনদিনই জনতাকে নিজেদের তাঁবেদার করে রাখতে সমর্থ হতো না।

www.pathagar.com

প্রতিপত্তি বা prestige-কে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তার প্রথমটি হচ্ছে সেই ধরনের প্রতিপত্তি যা চেষ্টার্জিত। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্যক্তিত্ব নিঃসৃত। অর্জিত প্রতিপত্তি : নাম-ধাম, সৌভাগ্য ও খ্যাতি-উদ্ভূত। এই প্রতিপত্তি ব্যক্তি নিরপেক্ষ হতে পারে। অন্যপক্ষে, ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির নিজস্ব গুণাগুণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটা অনেক সময় নাম-ধাম কীর্তিকলাপের সাথে সহগামী ও অর্জিত গুণাগুণ দ্বারা সমুজ্জ্বলিত হতে দেখা গেলেও এটা কিন্তু অর্জিত প্রতিপত্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সহজ কথায় এও বলা যায় যে, এ ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি ধন-দৌলত কীর্তিকলাপ থেকে বিশ্লিষ্টভাবেও টিকে থাকতে পারে।

এই দুই ধরনের প্রতিপত্তির মধ্যে অর্জিত প্রতিপত্তিই বেশী দেখা যায়। নিজে কোন প্রকারে উপযুক্ত না হলেও, বিশেষ উপাধি থাকার দরুণ এবং অবস্থা ও প্রাচুর্যের কারণে অনেক সময় অনেক জনতার সম্মুখে সম্মোনীয় হয়ে দেখা দেয়। সৈনিক তার সৈনিকের বা বিচারক তাঁর পদের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত ঢিলা পোশাক যখন পরিধান করে থাকেন তখন স্বভাবতই সকলের নিকট তিনি মর্যাদা লাভ করেন। প্যাসক্যাল (Pascal) ঠিকই বলেছেন যে বিচারকদের জন্য তাঁদের বিশিষ্ট পোশাক ও পরচুলা একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ তা-না হলে বিচারক হিসেবে তাঁদের প্রতিপত্তি অর্ধেক কমে যাবে। এও দেখা গেছে যে, উগ্রপন্থী সমাজতন্ত্রবাদীরাও জমকালো পোশাক পরিচ্ছদে ভূষিত রাজরাজড়াদের দেখে সব সময়ই বিশেষভাবে অভিভূত বা মুগ্ধ হয়ে পড়ে।

এতক্ষণ ধরে আমরা যে প্রতিপত্তি prestige বা প্রভাবনী ক্ষমতার কথা বলছিলাম সেটা প্রধানতঃ ব্যক্তি বিচ্ছুরিত ; তবে এখানে একথাও উল্লেখ করা উচিত যে ব্যক্তির ন্যায়—মতামত, সাহিত্যিক রচনা এবং শিল্পকলাদিও জনতার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তবে মনে রাখতে হবে যে এই দ্বিতীয় ধরনের প্রভাবনী ক্ষমতা বা প্রতিপত্তি কাল-সঞ্চিত পুনরাবৃত্তিরই ফল। ইতিহাস—বিশেষ করে শিল্প ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের বিচারবুদ্ধি নিসৃত কোন মতামত নয়, সেটা হচ্ছে আসলে বহুদিন ধরে বহুজন ব্যক্ত ও স্বীকৃত একটি পুরাতন চলতি মতামত মাত্র। শিল্প সাহিত্যের বেলায়ও

www.pathagar.com

কোন সত্যতা সম্বন্ধে এতটুকু অনুসন্ধান না করেই আমরা আমাদের বাল্যকালে বিদ্যায়তনে কথিত ও শ্রুত মতামতগুলিকেই তৎসম্বন্ধীয় একমাত্র সত্য বলে মেনে নিয়ে থাকি। অধুনিক পাঠকদের কাছে হোমারের কাব্য যদিও নিতান্ত একঘেঁয়ে ও ক্লান্তিকর মনে হয়, কিন্তু সে কথা কেউ সাহস করে ব্যক্ত করতে পারে না। ধ্বংসস্তূপ প্রায় পার্থেনন (parthenon)-এর আজ আর আকর্ষণীয় কিছু নেই। কিন্তু ওর prestige এতই যে ওর বর্তমানের কথা আমরা আদৌ ভাবি না বরং অতীত ইতিহাস ওকে যে মর্যাদা দিয়েছিল সেটাই আমরা ভাবি এবং সেই চোখেই ওকে আমরা দেখি। prestige (প্রতিপত্তি)-এর বিশেষ একটি গুণ হচ্ছে এই যে, কোন জিনিসের প্রকৃত রূপটি সে আমাদের দেখতে দেয় না এবং আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ বিকল করে রাখে। জনতা সব সময়ই এবং ব্যক্তি বিশেষও সাধারণতঃ সমস্ত বিষয়ে মামুলী মতামত গ্রহণ করে থাকে—ওটাই ওদের পক্ষে সুবিধার। ঐসব মতামত সত্যাসত্যের উপর নির্ভর করে না—যুগসঞ্চিত prestige (প্রতিপত্তি)-ই ওদের রঞ্জিত করে।

এখন আমরা ব্যক্তিভিত্তিক প্রতিপত্তির কথাই আলোচনা করব। তুলনায় এই ধরনের প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জিত প্রভাব-প্রতিপত্তির চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। এটা এমন একটা বিশেষ ধরনের গুণ যা বংশ, জন্ম, পদমর্যাদা বা কোন অধিকারাদি থেকে উদ্ভূত না হয়ে বরং ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে ঘিরেই জন্ম নেয়। ব্যক্তিত্বভিত্তিক প্রতিপত্তিশালী লোকের সংখ্যা সমাজে খুব কম। ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন লোকেরা বা নেতারা অতি সহজেই তাদের আশেপাশের লোকদের—যদিও তাঁরা সামাজিক পদমর্যাদাদির দিক থেকে সমান—আপন মত, পথ ও চিন্তানুরাগী করে তুলতে পারে। তাঁরা এক হিসাবে বলতে গেলে নিজেদের মতামত ও ভাবধারা পাশেপাশের সকলের উপর জোর করেই চাপিয়ে দেয় এবং জনতা সহজেই যেন তাদের বশ্য হয়ে পড়ে—যেমন পড়ে বন্য জন্তুরা তাদের বশকারীদের কাছে; যদিও এটা কে না জানে—ঐ জন্তুরা ইচ্ছা করলে সহজেই ঐ বশকারীদের ধ্বংস করে ফেলতে পারে।

বুদ্ধ, যীশু, হজরত মোহাম্মদ, জোয়ান অব আর্ক ও নেপোলিয়ানের মতো ব্যক্তিবৃন্দ এই ধরনের ব্যক্তিত্বভিত্তিক প্রভাবের অধিকারী ছিলেন বলেই জনতা

www.pathagar.com

সম্মুখে অতবড় হয়ে দেখা দিতে পেরেছেন। দেব-দেবী, বীরযুদ্ধা বা বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ অথবা নির্দিষ্ট কোন ধর্মমত (মযহাব) এই দ্বিতীয় ধরনের প্রভাবনী শক্তি বিস্তার করতে পারে বলেই অতি সহজে জনতা-মনকে আকৃষ্ট ও আবিষ্ট করে ফেলে। কিন্তু বিচার-বুদ্ধি সঞ্জাত সমালোচনা করতে গেলেই দেখা যাবে যে, ওসব কিছু শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এই মাত্র আমরা যে সমস্ত পৃথিবী বিখ্যাত জননেতারে কথা উল্লেখ করলাম তাঁরা প্রত্যেকেই জনতা সম্মুখে বড় হয়ে দেখা বেদার পূর্ব থেকেই একটা ব্যক্তিভিত্তিক আকর্ষণী গুণে গুণান্বিত ছিলেন। যেমন ধরুন: নেপোলিয়নের কথা: রাষ্ট্র ক্ষমতাধিকারী হিসাবে জনতা সম্মুখে যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে দেখা দেবার পূর্ব থেকেই—যখন তিনি সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ও রাজনৈতিক ক্ষমতাহীন ছিলেন—তিনি ব্যক্তিত্বভিত্তিক এই বিশেষ আকর্ষণী ক্ষমতা সংবলিত ব্যক্তি ছিলেন। যখন তিনি নিতান্ত অপরিচিত একজন জেনারেল মাত্র তখন তাঁকে ইটালীর সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বভার গ্রহণ করতে পাঠানো হয়। ওখানে ইটালীয় অনেক দুর্ধর্ষ জেনারেল ছিলেন যাঁরা ফরাসী রাষ্ট্র বা ডিরেক্টরী প্রেরিত এই অর্বাচীন যুবকটিকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়নের উপস্থিতি ও প্রথম সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই—কোন বক্তৃতা, হৈ-হল্লা বা ধমকের প্রয়োজন হয় নাই—এসব জেনারেলরা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। টেইন (Tain) ঐ সময়ের ইতিহাস থেকে এই সাক্ষাৎকারের চমৎকার একটা বিবরণ দিয়েছেন:

"বলিষ্ঠ ও তেজস্বী জেনারেল অগেঁরুর (Angoreau) নিজের উচ্চতা ও সাহসের জন্য খুবই গর্ব ছিল। তিনি এবং সেই সঙ্গে অযথা আন্দোলনকারী ও দেখতে কুৎসিত আরও দুই একজন জেনারেল প্যারী প্রেরিত সেনাধ্যক্ষ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে একটা বিরূপ মনোভাব নিয়ে সৈন্য শিবিরে উপস্থিত হলেন। নেপোলিয়নের যে শারীরিক বর্ণনাদি শুনেছিলেন তাতে তাঁর প্রতি একটি অবজ্ঞার ভাবই তাঁদের মনে দানা বেঁধেছিল এবং তাঁকে সে কারণে অপমান করবার উদ্দেশ্যেই তাঁরা প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। তাঁদের ডাকা হলে নেপোলিয়ন অনেকক্ষণ তাঁদের অপেক্ষা করিয়ে রাখলেন বাইরে। শেষটায় কটিবন্ধে তলোয়ার ও মাথায় টুপি দিয়ে তাঁদের সামনে হাজির হলেন।

www.pathagar.com

কি ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেছেন অতি সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন এবং তাঁর নির্দেশ দিয়ে তখনই তাঁদের বিদায় করে দিলেন। অগেঁরু আগাগোড়া নীরব; বাইরে এসে তিনি তাঁর সম্বিৎ ফিরে পেলেন এবং তাঁর স্বাভাবিক কুৎসিত শপথাদি করতে লাগলেন। তিনি ম্যাসেনার নিকট এও স্বীকার করলেন যে, ঐ ক্ষুদ্রাকৃতি জেনারেলটির সামনে গিয়ে তিনি এক অজ্ঞাত ভয় ভক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। প্রথম দর্শনেই তিনি কেন যে এতটা ছোট হয়ে পড়লেন তাঁর সামনে, তা কিছুতেই বুঝতে পারেন নি।" পদমর্যাদার সঙ্গে নেপোলিয়নের প্রতিপত্তিও বাড়তে থাকে। তাঁর ভক্তদের চোখে তিনি একরূপ দেবতার আসন গ্রহণ করে বসলেন। আর একবার এর চাইতেও অবশিষ্ট ও দুর্ধর্ষ জেনারেল ভ্যানডেম ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে একবার যখন তাঁরা একসঙ্গে টুলিয়ারিস-এর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিললেন তখন মার্শাল ডি'আয়নোকে বলেন যে, "এ শয়তানটি আমার উপর কি যে এক সম্মোহনের জাল বিস্তার করেছে তার হদিস খুঁজে পাই না এবং তার কারণ আমার নিজের কাছেই আমি নিজে ব্যাখ্যা করতে পারি না। সে আধিপত্য এমন রকমের যে যদিও আমি খোদা বা শয়তান কাকেও ভয় করি না তবুও ওর সাম্‌নে গেলে আমি শিশুর মতো কাঁপতে থাকি। আমার মনে হয় যে সে যদি আদেশ করে তাহলে আমার সূচের ছিদ্রপথে যেতে বা আগুনে ঝাঁপ দিতেও দ্বিধা বা কুণ্ঠা হবে না।"

যে কেউ নেপোলিয়নের সান্নিধ্যে এসেছে সে-ই তার এই বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনুভব করেছে। নেপোলিয়নের প্রতি দাভুস্ (Dovoust) তাঁর নিজের এবং ম্যারেট (Maret)-এর আসক্তি সম্বন্ধে বলেছেন: "যদি কোন সময় সম্রাট বলতেন যে আমার নীতি কার্যে পরিণত করার জন্য কাউকে কোন পাল্যবার সুযোগ না দিয়ে সমস্ত নর-নারীসহ প্যারিস শহরকে ধ্বংস করা দরকার, তাহলে ম্যারেট নিশ্চয়ই কথাটি গোপন রাখতো, তবে নিজেকে বিপদগ্রস্ত করেও হয়তো বা নেপোলিয়নের পরিবারবর্গকে শহর থেকে সরিয়ে দিতো। পাছে ঐ গোপন কথাটি প্রকাশ হয়ে পড়ে এই ভয়ে আমি আমার স্ত্রী ও পরিবারবর্গকে ঐ প্যারিসেই রেখে দিতাম।"

এই সম্মোহনী শক্তির কথা মনে রাখলেই বোঝা যাবে কি করে এলবা দ্বীপ থেকে প্রত্যাগত নেপোলিয়ন তড়িৎ গতিতে একা দেশের সংগঠিত সৈন্য

www.pathagar.com

বাহিনী থাকা সত্ত্বেও ফরাসী দেশ জয় করেছিলেন—যে দেশ বলতে গেলে তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। যে-সব সৈন্যাধ্যক্ষ পাঠানো হয়েছিল তাঁকে বন্দী করবার জন্য, তাঁদের দিকে তাকানো মাত্রই তাঁরা কোন কথা না বলে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্বের বিরাটত্ব সম্বন্ধে সম্যক একটা ধারণা দিতে গিয়ে ইংরেজ জেনারেল উল্‌জ্‌লি বলেছেনঃ "নিঃসম্বল ও নিঃসহায় অবস্থায় এলবা দ্বীপ থেকে ফিরে এসে একা একটি ব্যক্তি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিনা রক্তপাতে ফরাসী দেশের ন্যায়সঙ্গত রাজ-শাসন ব্যবস্থাকে উলটে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ব্যক্তিগত প্রভাবের চাইতে বিস্ময়কর প্রমাণ আর কি হতে পারে। এই সাময়িক অভিযানটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত—(এটিই তাঁর শেষ অভিযান) কি অদ্ভুত প্রাধান্যই না তিনি বিস্তার করেছিলেন রাজশক্তির উপর। তিনি তাঁদের বাধ্য করেছিলেন তাঁর প্রতিটি নির্দেশনাকে অনুসরণ করে চলতে। এমনটি করে প্রায় ধ্বংসের মুখে তাদের সকলকে এনে ফেলেছিলেন। শুধু তাই নয়, নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্বের এই আকাচুম্বী প্রভাব তাঁর মৃত্যোত্তর কালেও এতটুকু স্তিমিত হতে দেখা যায়নি। বরং তা দিন দিন বৃদ্ধিই পেয়েছিল। তাঁর নাম বা ব্যক্তিত্বের সাথে জড়িত বলেই তার অজ্ঞাতনামা আত্মীয়ও সম্রাটের আসনে বসতে সক্ষম হয়েছিল একদিন। তার নাম ও স্মৃতির যে কত বড় প্রভাব ও প্রতিপত্তি, তা বুঝতে হলে তাকে ঘিরে যে-সব কিংবদন্তী আজও সৃষ্টি হচ্ছে সেটা লক্ষ্য করা দরকার। কারো যদি এমন ধারা প্রতিপত্তি থাকে এবং সে প্রতিপত্তি তুলে ধরার মতো তার কিছুটা বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে, তাহলে মানুষের সাথে সে যত দুর্ব্যবহারই করুক না কেন, লাখো লাখো লোক নিধন করুক না কেন, বা একের পর এক অন্যায় আক্রমণ চালিয়ে যাক না কেন, জনতা নির্বিবাদে সে-সব অন্যায় অত্যাচার মাথা পেতে নেবে।

এ কথা ঠিক যে, আমি উদাহরণস্বরূপ এখানে যে নজীরটি পেশ করলাম তা একটি অসাধারণ ধরনের নজীর। বড় বড় ধর্ম মতবাদ ও বিরাট সাম্রাজ্য সৃষ্টির মূল কারণ বুঝে উঠার জন্য এটা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে করি। জনতার উপর এই ধরনের অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করতে না পারলে, পৃথিবীতে কোন বৃহৎ সৃষ্টিই সম্ভব হতো না।

www.pathagar.com

কিন্তু এ ধরনের প্রভাব শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি, সামরিক যশঃ বা ধর্মভয়ের উপরই নির্ভর করে না। অনেক সময় এটি খুব সাধারণ গুণাবলী সংবলিত ব্যক্তির দ্বারাও অর্জিত হতে পারে এবং বর্তমান যুগে এ ধরনের সাধারণ লোকদের যারা জনতার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন—নজীরও খুব কম নেই। এই ধরনের একজন সাধারণ মানুষ বড় বড় জাতির বিরোধিতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র মনের বল এবং তার পার্শ্ববর্তী অন্যান্যের উপর প্রক্ষিপ্ত সম্মোহনী শক্তির মাধ্যমেই পৃথিবীর চেহারা, —বিশেষ করে দুইটি মহাদেশের বাণিজ্যিক সম্বন্ধকে পালটে দিয়ে—জনতার কাছে অভিনন্দিত হয়েছিলেন। জনতার বিরোধিতা স্তিমিত করার জন্য তাদের সামনে এসে হাজির হওয়াটাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তিনি অতি সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য পেশ করতেন। তাঁর মনোমুগ্ধকর আকর্ষণ শক্তি অনায়াসেই তাঁর শত্রুদের মিত্র রূপে কাছে টানতে পারত। এটা সুবিদিত যে ইংরেজরা বিশেষ করে তাঁর বিরোধিতা করতো, কিন্তু তার ইংলণ্ডে পদার্পণ করার সাথে সাথেই বেশীর ভাগ ইংরেজই তাঁর সমর্থক হয়ে দাঁড়ালো। পরবর্তী সময়ে যখন তিনি সাউদামইনের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁকে অভিনন্দিত করবার জন্য ঘণ্টাধ্বনি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। এমন কি তৎকালে ইংলেণ্ডে তার স্মৃতি চিরজীব করে রাখার জন্য একটা মুভমেণ্ট শুরু হয়েছিল।

"মানুষ, জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি জয় করে লেসেপস্ (Lesseps)-এর বিশ্বাস জন্মেছিল যে কোন বাধাই তাঁর পথ রোধ করতে পারবে না এবং সেই বিশ্বাসে তিনি পানামায় সুয়েজের পুনরাবৃত্তি করতে চেয়েছিলেনে। সুয়েজের পন্থা অবলম্বন করেই তিনি কাজে অগ্রসর হলেন; কিন্তু তখন তিনি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন। বিশেষ বিশ্বাসের জোরে সে দিন যে পর্বত অপসারণ সম্ভব হয়েছিল, আজ আর সেটা সম্ভব হলো না। পর্বত এবার সত্যি সত্যিই তাঁকে ব্যাহত করলো এবং পূর্ব গৌরবের আলোক-রশ্মি যা তাকে এতদিন ঘিরে ছিল তা নিমিষে স্তিমিত হয়ে গেল। লেসেপস্ (Lesseps)-এর জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে প্রতিপত্তি কিভাবে অর্জিত হতে পারে এবং তা কত সহজেই উবে যেতে পারে। দ্যা লেসেপস্

www.pathagar.com

ইতিহাসের বিখ্যাত নায়কদের সমতুল্য সম্মান লাভ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর দেশের শাসকবৃন্দ তাঁকে ঘৃণ্যতম অপরাধির পর্যায়ে নামিয়ে আনতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করলো না। তিনি যখন মারা গেলেন তাঁর শবযান কেউ বহন করতেও আসেনি। এমন কি উদাসীন জনতা সে শবাধারের দিকে ফিরেও তাকায়নি।—আজ একমাত্র বিদেশী শাসকবৃন্দই তাঁকে ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে সম্মান প্রদর্শন করছে। এই সাথে একথাও বলা দরকার যে, সে-সব উদাহরণের এখানে অবতারণা হলো তার সবগুলিই নজীর হিসেবে চরম নজীর পর্যায়ের। প্রতিপত্তির বিশদ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে গেলে এগুলিকে পর্যায়ের শেষ সীমানায় স্থাপন করতে হবে—সেখানে ধর্মপ্রবর্তক থেকে শুরু করে সাম্রাজ্য-স্থাপক সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত রয়েছে। সাধারণ একজন নাগরিকও পাড়াপড়শীদের কোন নতুন জামা কাপড় বা সম্মানাদি-সূচক পদক দেখিয়ে চোখ ঝলসে দিতে চায়। এই ধরনের চরম উদাহরণাদির মধ্যে মানব সভ্যতার মৌলিক কারণাদির লক্ষণ, যেমন ধরুন বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদির কথাও এসে পড়ে। এই ধরনের ঘটনার কারণাদিরও prestige সংবলিত একটা রূপ আছে। সমাজে সংক্রমণ ক্রিয়ার ফলে এসব চাকচিক্য অতি সত্বরই গ্রাহ্য হয়ে পড়ে। এবং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই হোক সমগ্র সমাজ তখন উক্ত ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবধারাকেই অনুকরণ করতে থাকে। অজ্ঞাতসারে বলেই এ ধরনের বস্তু, ব্যক্তি বা চিন্তাধারা জনতার কাছে একান্ত ত্রুটিবিচ্যুতিহীন সর্বোত্তম perfect বলে গৃহীত হয়। যেমন ধরুন: আধুনিক শিল্পীদের কথা। যখন তারা কোন পাণ্ডুর বা অনুজ্জ্বল রংয়ের সমাবেশ বা কোন আদিম মানুষের কামনা—অভিব্যক্ত উগ্রমূর্তনকে আঁকতে চায়, তখন অনেক সময়ই তারা তাদের অনুপ্রেরণার কারণাদি সম্বন্ধে মোটেই সচেতন থাকে না। তারা শুধু তাদের অনুকরণ প্রবৃত্তির একাগ্রতার উপরই নির্ভর করে। সেই সাথে এটাও সত্য যে, ইতিমধ্যে যদি কোন সৃজনী প্রতিভাসম্পন্ন সার্থক শিল্পী জন্মগ্রহণ করে—উক্ত চিত্রটিকে তার সত্য পটভূমিতে ফেলে যথাযথ রূপ দিতে না পারেন—তাহলে জনতাও স্বভাবতঃই উক্ত চিত্রের কুৎসিত দিকটার প্রতি একান্তভাবে অনুরক্ত ও প্রবণ হয়ে পড়ে। সহজ ভাষায়, দেশের চিত্রকরেরা বিখ্যাত

www.pathagar.com

চিত্রকরদের চিত্রাদিতে বিবৃত 'আকার' ও 'রূপের' অতীত কোন রূপ ও আকার কল্পনা করতে পারে না। এই কারণেই তারা স্বভাবতঃই পূর্ব থেকে উক্ত বিখ্যাত চিত্রকরের খ্যাতি ও যশঃ প্রতিপত্তির দ্বারা (prestige) অভিভূত ও সম্মোহিত হয়ে থাকে। মানব সমাজে অনেক ব্যাপারেই এমনটি যে ঘটে থাকে তার প্রমাণস্বরূপ হাজার হাজার নজীর পেশ করা যেতে পারে।

আলোচনা থেকে আমাদের কাছে এটা এখন খুবই স্পষ্ট যে, কোন কিছুর বিশেষ করে কোন ব্যক্তির প্রতিপত্তি (prestige) বা সম্মোহনী ক্ষমতা সৃষ্টির পেছনে অনেকগুলি কারণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে থাকে। এবং এর মধ্যে তার জীবনে কৃতকার্য হওয়াটাই বড় কারণ হিসেবে দেখা দেয়। সমাজে কৃতকার্য কোন ব্যক্তি বা গৃহীত ও স্বীকৃত কোন চিন্তা বা ভাবধারার বিরুদ্ধে সহজে কেউ কোন প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে না। ব্যক্তির প্রভাবনী ক্ষমতা যে তার কৃতকার্যতার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তার একমাত্র প্রমাণই হচ্ছে যে সৌভাগ্যের তিরোধান বা অপনোদনের সাথে সাথে তার প্রতিপত্তি বা সম্মোহনী জনিত সম্মানেরও বিলুপ্তি ঘটে। কাল জনতার দ্বারা যাকে প্রশংসিত হতে দেখেছি এরূপ কোন ব্যক্তিকে যদি আজ আবার আমরা তাদের হাতে অপমানিত বা লাঞ্ছিত হতে দেখি তাহলে বুঝতে হবে যে উক্ত ব্যক্তি তার করণীয় কার্য নিষ্পন্নে ব্যর্থ হয়েছে। এখানে একথাও মনে রাখতে হবে যে, এই ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্তির prestige-এর আনুপাতিক হতে বাধ্য; অর্থাৎ যে ব্যক্তি যতবড় হয়ে দেখা দেবে তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও ঠিক সেই পরিমাণেই প্রকট ও বীভৎস্য হয়ে উঠবে। জনতা মনে এবংবিধ বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে জনতা তখন তাকে তাদের মতোই একজন অতি সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে দেখতে শুরু করে। এবং তার মতো একটা মামুলি লোককে একদিন তারা এতটা সম্মান দেখিয়েছিল বলে তার প্রতি যারপর নেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে। রব্‌স্‌পিয়ার যখন অসামান্য প্রতিপত্তিশালী তখন তার সহকর্মী ও সমসাময়িকদের অনেককে গিলোটিনে (পতনশীল ভারী ছুরির আঘাতে শিরচ্ছেদ করার যন্ত্র) মারা সত্ত্বেও জনতার সম্মুখে এতটুকু হেয় প্রতিপন্ন হননি। তবে অল্প দিনের মধ্যেই কয়েকটি ভোট হারিয়ে যখন ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পড়লেন, তাঁর prestige (প্রভাব) ও সেই সাথে উবে গেল।

www.pathagar.com

সেই একই ফরাসী জনতা—যারা মাত্র কিছুদিন আগে উল্লাসের সঙ্গে তাঁর (Robespierre)-র প্রাক্তন সহকর্মীদের গিলোটিনে মৃত্যু দেখতে কাতার বেঁধে এসেছিল আজও তেমনি গালমন্দ অভিশাপ দিতে দিতে তাঁর (Robespierre) অন্তিম দশা দেখতে হাজির হলো। বিচার-বুদ্ধির স্থলে, জনতা ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হয় বলে, এটা প্রায়ই দেখা যায় যে তারা যাদের প্রতিমূর্তি গড়ে একদিন পূজার্চনা করতে এতটুকু লজ্জা বা শরমবোধ করেনি। অল্প কালের মধ্যে স্বল্প কারণেই আবার তারা তাদের সে মূর্তি ও স্মৃতিসৌধগুলি প্রচণ্ড রোষে চুরমার করে দিতেও এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনি।

অকৃতকার্যতার কারণে প্রভাব বা প্রতিপত্তি একবার স্তিমিত হয়ে যায়। কোন ব্যক্তি যদি কোনও কারণে সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে তা হলে তার প্রভাব/প্রতিপত্তি হ্রাসের কারণ হিসেবে অব্যর্থ। যখনই কোন প্রভাব/প্রতিপত্তিকে বিতর্কাধীন হতে দেখা যাবে তখনই বুঝতে হবে যে উক্ত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে পূর্ব প্রতিপত্তি হারাতে বসেছে। যে-কোন অতিমানব বা যাঁরা বহুদিন পর্যন্ত প্রভাব/প্রতিপত্তির অধিকারী রয়েছেন, তাঁরা কোনদিন বিরূপ সমালোচনা বা বিতর্ক সহ্য করেননি। জনতার কাছে সমাদৃত হতে জনতাকে খানিকটা দূরে রাখাই শ্রেয়ঃ।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

[**জনতার বিশ্বাস ও মতামতের ব্যতিক্রমের সীমানাদি :** ক. দৃঢ়মূল বিশ্বাস : ব্যত্যয়হীন কিছু সাধারণ বা বড় ধরনের কি না সব সভ্যতার মোড় ঘুরিয়ে দেয়—জনতার মন থেকে এগুলি উৎখাত করতে যাওয়াই খুব কঠিন—জাতীয় জীবনে কোন কিছুকে, বরদাস্ত না করে নেওয়াটাও একটা মহৎ গুণ—দার্শনিকদের মতে কোন বিশ্বাস একেবারে অবিশ্বাস্য হলেও তা জনতার মধ্যে বিশ্বাস্য হয়ে দেওয়াটা অসম্ভব নয়। খ. জনতার বিশ্বাসের দ্রুত পরিবর্তনত্ব—দৃঢ়মূল বিশ্বাস থেকে নিস্থত না হলেও, জনতার মতামতের তড়িৎ পরিবর্তন—শতাব্দী মধ্যেই বিশ্বাসের বাহ্যিক পরিবর্তন-এর সীমানা ও ফলাফল। দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি কিভাবে নড়ে যাচ্ছে—পত্র-পত্রিকার কারণে বর্তমান কালে জনতার মতামত দ্রুত পরিবর্তন সামাজিক সমস্যাদির প্রতি সংসদীয় ঔদাসীন্যের কারণে - সাধারণ জনতা দিন দিন এসবক্ষেত্রে অপরিসীম প্রভাবশালী দেখা যাচ্ছে। সরকার আর আজকাল পূর্বের ন্যায় জনতার মতামত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বর্তমানকালে জনতার বিশ্বাস, মতামত ইত্যাদি বহুধা বিভক্ত হওয়ায়—সেটা আর ততই অত্যাচারী ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে দেখা দিতে পারে না।]

স্থির বিশ্বাস : কেন কিছুটা সাদৃশ্য বা মিল রয়েছে প্রাণীর শারীরিক (anatomical) ও মনস্তাত্ত্বিক (psychological) লক্ষণাদির মধ্যে। এই সমস্ত শারীর স্থানিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কতকগুলি অপরিবর্তনশীল এবং কতকগুলি কিছু পরিমাণে পরিবর্তনশীল। যার (শারীর স্থানিক) পরিবর্তনের জন্য বহু ভূ-তত্ত্বিক যুগের অবসানের দরকার হয়। আবার এই স্থির অবিনশ্বর বিশিষ্ট লক্ষণাদির মধ্যে খুব পরিবর্তনশীল এমন কতকগুলি গুণ রয়েছে যা (Breeder)

www.pathagar.com

প্রজননকারী বা উদ্যান পালন (Horticulturist) বিদ্যায় নিপুণ ব্যক্তির হাতে পড়ে—ঐ সমস্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের অস্থায়ী লক্ষণাদি—এতটা পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হতে পারে যে তার ফলে উক্ত জীবন্ত জিনিসের যে স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় গুণাবলী তা সব অতি সহজেই আমাদের চোখ এড়িয়ে যেতে থাকে।

মানুষের নৈতিক লক্ষণাদির ব্যাপারেও ঠিক এমনি ধারা একটা পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। জাতির স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল মানসিক লক্ষণাদির পাশাপাশি পরিবর্তনশীল লক্ষণাদিও দেখতে পাওয়া যায়। এই কারণেই জনতার মনের বিশ্বাস ও মতামত আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে একটা পরিবর্তনহীন ভিত্তির উপরে সর্বদাই—প্রস্তর গাত্রে আল্‌গা বালুর মতো—কতকগুলি মতামত জড় হয়ে আছে।

জনতার মতামত বা বিশ্বাসাদিকে এজন্যেই মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একদিকে সেই সমস্ত চিরস্থায়ী বিশ্বাস বা অভিমতাদিকে ফেলা যেতে পারে যা শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে রয়েছে এবং যার উপর ভিত্তি করে গোটা সভ্যতা গড়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যায়ঃ মধ্যযুগীয় সমাজের সামন্ততন্ত্র, খ্রীস্টধর্ম এবং প্রতিবাদী খ্রীস্টধর্ম এবং আধুনিক কালের জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ভিত্তিক ভাবগুলি।

অন্যদিকে রয়েছে সেই সমস্ত ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তনশীল মতামত, যা প্রত্যেক যুগেই জন্মলাভ করে এবং সহজেই বিলোপ পায়। উদাহরণস্বরূপ ভাবা যায়: সেই সব নীতির কথা যা সাহিত্য ও শিল্পের ধারা নির্ধারিত করে—যেমন ধরুন romanticism বা কল্পনা-প্রিয় মনোভাব যদ্বারা প্রচলিত সংস্কার বর্জিত হয়; বাস্তববাদ, অতিন্দ্রীয়বাদ ইত্যাদি। এই ধরনের মতামত সাধারণতঃ অত্যন্ত অগভীর এবং চলিত ফ্যাসানের মতোই পরিবর্তনশীল। তাদের গভীর জলাশয়ের বুকের ক্ষুদ্র তরঙ্গ ভঙ্গের সাথে তুলনা করা চলে—অনবরত যেমনটি উঠছে তেমনি মিলিয়েও যাচ্ছে।

জনতার এই ধরনের সাধারণ বিশ্বাস ও ধারণাদির পরিমাণ কম হলেও এ কথা সত্য যে, পৃথিবীতে মানব ইতিহাসের লক্ষণীয় ও যুগান্তকারী সব কিছুই এই ক্ষণ ভঙ্গুর বিশ্বাসাদির উত্থান-পতনের সাথেই জড়িত। সহজ কথায়, এই সমস্ত ধারণা বা বিশ্বাসাদিই সভ্যতার কাঠামো স্বরূপ।

www.pathagar.com

জনতা-মনকে মামুলী কোন মতামতের দিকে অতি সহজে প্রলুব্ধ করা গেলেও সেখানে কোন কিছু সম্বন্ধে একটা প্রগাঢ় ও স্থায়ী বিশ্বাস সৃষ্টি করান খুবই কষ্টকর। তবে, জনতার মনে যদি একবার কোন কিছু সম্বন্ধে একটা স্থায়ী বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে পড়ে, তাহলে, তাকে মুছে ফেলাও তেমনি দুষ্কর। আর তা কেবলমাত্র প্রচণ্ড বিদ্রোহ বিপ্লবের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। তবে সে ক্ষেত্রেও, এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে উক্ত বিশ্বাসাদি জনতা মনে বেশ কিছুটা হালকা হয়ে পড়ার পরই তবে উক্ত বিদ্রোহ বিপ্লব কিছুটা কার্যকরী হয়ে দেখা দিতে পারে। আসল কথা বিদ্রোহ বিপ্লব—অভ্যাসের কারণে যার সবটুকু তখনও জনমত থেকে মিটে যেতে পারেনি এমনি ধারা যে অর্ধমৃত বিশ্বাস—তার মরণ আঘাত মাত্র। বিশ্বাস বা মতামতের বিরুদ্ধে বা বিপ্লবের সূচনা মানেই উক্ত বিশ্বাস বা মতামতের শেষ বা সমাপ্তি ঘোষণা।

মানব সমাজে কখন যে বড় বড় বিশ্বাস বা মতামতের মৃত্যু এগিয়ে আসছে তা বুঝে উঠাটা এমন কিছু কষ্টকর নয়। সমাজে যখনই জনতা মনে প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাসাদির নির্ভুলতা বা কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে দেখা যাবে, বুঝতে হবে যে উক্ত ধারণাদি তাদের বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাস কল্পনা-প্রসূত ছাড়া অন্য কিছুই নয়। তাই ওকে জিইয়ে রাখতে হলে ওর কোনরূপ আলোচনা বা পরীক্ষা করা চলবে না। কিন্তু কোন বিশ্বাস বা মতামত যখন খুব কমজোর হয়ে পড়ে তখনও দেখা যায় যে, যে-সব প্রতিষ্ঠান ঐ বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তারা অতি সহজে তাদের প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। শেষটায় যখন ঐ বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে তার শক্তি হারিয়ে বসে—যা-কিছু ওর উপর নির্ভর করে সেটা দাঁড়িয়েছিল তাও ধ্বংসে পরিণত হয়েছে। কোন জাতিই এ পর্যন্ত তার বিশ্বাসাদির পরিবর্তন করতে পারেনি, যতদিন না উক্ত সভ্যতার মৌলিক উপাদানগুলিরও একটা পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সব জাতি বা গোষ্ঠীই এইভাবে পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয় যতদিন পর্যন্ত না তার কোন সুনির্দিষ্ট বিশ্বাসের অধিকারী দাঁড়ায়। কোন সুনির্দিষ্ট বিশ্বাসের অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত দেশে নৈরাজ্যই বিরাজ করে। এ-কথা অনস্বীকার্য যে বদ্ধমূল সাধারণ বিশ্বাসই সভ্যতার অপরিহার্য স্তম্ভ;

www.pathagar.com

তারা জাতির চিন্তাধারা নির্ধারণ করে। এই সাধারণ বিশ্বাসাদিই জাতিকে গভীর প্রত্যয় ও কর্তব্যপরায়ণতায় অনুপ্রাণিত করতে পারে।

এই ধরনের বদ্ধমূল সাধারণ ধারণাদির উপকারিতা সম্বন্ধে পৃথিবীর প্রতিটি জাতিই সজাগ। তারা জানে যে এই সমস্ত দৃঢ়মূল ধারণাদির বিলুপ্তির অর্থই হচ্ছে সভ্যতার অবনতি। নজির হিসেবে রোমানদের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। রোমীয়দের আত্মবিশ্বাস একদিন তাদের পৃথিবীর অধীশ্বর করে তুলেছিলো। আবার সেই বিশ্বাসের অবলুপ্তির সাথে সাথেই সে প্রভাব-প্রতিপত্তির অবনতি ঘটলো। যে বিদেশী বর্বরদের হাতে রোমীয় সভ্যতার ধ্বংস হলো, সেখানে দেখা যাবে কতকগুলি গৃহীত ধারণা ও দৃঢ়মূল বিশ্বাস উক্ত বর্বরদের বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করে শক্তিশালী করতে পেরেছিল বলেই সেটা সম্ভব হয়েছিল।

কোন জাতি তার ধারণাদির সমর্থনে দৃঢ়তা প্রদর্শন করলে তাকে নিন্দনীয় বলা চলে না। এই অনড় বিশ্বাসাদি, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অযৌক্তিক বা নিন্দনীয় মনে হলেও একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, জাতীয় জীবনে এ একটি পরম কল্যাণকর কারণ শক্তি বিশেষ। এই ধরনের দৃঢ়মূল সাধারণ বিশ্বাসাদিকে প্রতিষ্টিত বা রক্ষা করতে গিয়ে মধ্যযুগে অগণিত নরনারীকে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মরতে হয়েছে, এবং বহু সংস্কারক ও আবিষ্কারক শহীদ না হলেও নৈরাশ্যজনিত দুঃখে মৃত্যু বরণ করেছে। অপর দিকে এই সাধারণ বিশ্বাসের সমর্থন হেতুই পৃথিবীতে অসাধারণ বিশৃঙ্খলার উদ্ভব ঘটেছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অগণিত লোকও প্রাণ বলি দিয়েছে—ভবিষ্যতেও দেবে।

জনতামনে কোন বিশেষ বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করে তোলাটা কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ হলেও একবার যদি তা জনমনে দৃঢ়মূল হয়ে দেখা দেয়, তাহলে সেটা যতই অযৌক্তিক হোক না কেন, বহুকাল ধরে তা সব স্থায়ী ও অজেয় হয়ে থাকে। এর এমন কি বিচক্ষণ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদেরও অসম্ভবরূপে প্রভাবান্বিত করে ফেলে। এটা আজ আর আমাদের অজানা নেই যে, ইউরোপে জনসাধারণের কাছে পনর শত বছর ধরে তাদের ধর্মীয় মিথ্যা উপাখ্যানাদি—যা মোলকদের স্বীকৃত উপাখ্যানাদির মতোই স্থূল, অলীক

www.pathagar.com

ও অস্বাভাবিক ছিল—একান্ত সত্য বলে গৃহীত হয়েছিল। বহু শতাব্দী কেউ উপলব্ধি করতেই পারেনি যে কি অদ্ভুত এই লৌকিক উপাখ্যানটি যাতে রুষ্ট 'ঈশ্বর' অন্য এক ব্যক্তির অবাধ্যতার জন্য নিজ পুত্রের উপর অমানুষিক যন্ত্রণার ব্যবস্থা করেছিল। এখানে এও স্মরণীয়, জনতামনে এই কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে কোন দিন ক্ষীণমাত্র সন্দেহেরও উদ্রেক হয়নি। বরং এই অস্বাভাবিক ঘটনার প্রতি তাদের বিশ্বাস যার পর নেই প্রগাঢ় ছিল। গ্যালিলিও, নিউটন বা লাইবনিজের (Leibnitz) মতো ক্ষণজন্মা প্রতিভাধারীও কোনদিন ভাবতে পারেননি যে এর সত্যতা সম্বন্ধে কোন দিন কোন প্রশ্ন উঠতে পারে। এটা শুধু এই প্রমাণ করে যে মানব মনে সাধারণ বিশ্বাসের সম্মোহনী শক্তি সত্যিই অভাবনীয়। এই সঙ্গে এও প্রমাণিত হয় যে, আমাদের বুদ্ধির পরিধি নিতান্তই সীমিত।

কোন মতামত বা বিশ্বাস জনতামনে একবার দৃঢ়মূল হয়ে দেখা দিলে ধীরে ধীরে সেটা তাদের সর্ব প্রকার অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। তাদের প্রতিষ্ঠানাদি, শিল্পসাহিত্য এমন কি তাদের জীবনধারা পর্যন্ত এতদ-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এক কথায়, উক্ত বিশ্বাস বা মতবাদ জনতামনে একটা বিরাট ও অচিন্তনীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করে ফেলে। কোন বিশ্বাস বা মতামত এইভাবে সর্বজনগ্রাসী হয়ে দেখা দিলে, সমাজে সাধারণত এটাই ঘটতে থাকে যে, আইন প্রণেতারাও উক্ত বিশ্বাসাদিকে বিনাপ্রশ্নে স্বীকার করে নেয়। কাজের লোকেরা বিনা দ্বিধায় সেই মোতাবেকই কাজ করতে থাকে। এমন কি শিল্পী, দার্শনিক ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। তারা সব যে যেমন ভাবে পারে সেই বিশ্বাসকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

এই ধরনের দৃঢ়মূল মৌলিক বিশ্বাসাদি থেকে যে অনেক সময় অনেক ছোটখাট মতামত বা বিশ্বাস ইত্যাদি জন্ম নেয়, এও সত্য। তবে সে-সব ছোটখাট সাময়িক মতামতগুলি সাধারণতঃ উক্ত দৃঢ়মূল মৌলিক বিশ্বাসাদিরই নিস্থতি স্মৃত মাত্র। মিসরীয় সভ্যতা বা মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সভ্যতা আরবীয় মুসলমানী সভ্যতা যে-কোনটাই ধরা যাক না কেন, এই কথা সর্বজন স্বীকৃত কতকগুলি বদ্ধমূল বিশ্বাস বা ধারণায় কারণেই এদের

www.pathagar.com

উদ্ভব হয়েছে। এইসব ধর্মমত ঐ সভ্যতাগুলির তুচ্ছাতিতুচ্ছ অংশের উপরও তাদের অক্ষয়-অবিনশ্বর চিহ্ন রেখে গেছে—যা কিনা অতি সহজেই চোখে পড়ে। এ থেকে এটা এখন আমাদের পক্ষে সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব যে প্রতিটি যুগের মানুষই সামাজিক জীবনে এমন কতগুলি অবশ্যম্ভাবী আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সংস্কার ও বিশ্বাসাদির আওতায় এসে পড়ে যার ফলে তারা মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে একই ধরনের। এবং কোন জামানার লোকই এসব কিছুর প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারে না। মানুষ সাধারণতঃ তার বিশ্বাসজনিত আচার-ব্যবহার, প্রথা পদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সমস্ত সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি মানুষের জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনাকেও নিয়ন্ত্রিত করে। এমন কি খুব স্বাধীনচেতা ব্যক্তিও এর প্রভাব থেকে রেহাই পায় না। সত্যিকারের নিপীড়ন বলতে যদি কিছু থেকে থাকে, তবে সেটা হচ্ছে জনতার মনের উপর সামাজিক আচার পদ্ধতির বিশ্বাস ইত্যাদির এই ধরনের ব্যাপক হয়ে চেপে বসাটাকেই বুঝায়। একথা সত্যি যে, টাইবেরিয়াস, চেঙ্গিস খাঁ ও নেপোলিয়ন এ ধরনের অত্যাচারী ছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা জনতা মনের উপর অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাই বলে জনতার উপর মৃত মূসা, বুদ্ধ, যীশু ও হজরত মোহাম্মদ প্রমুখ ধর্মীয় নেতাদের যে অবিচলিত বা অনড় দৃঢ়মূল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তার সাথে তুলনায় সেটা মোটেই কিছু নয়। গোপন ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহের দ্বারা একজন Tyrant (অত্যাচারী)-এর প্রভাবকে হয়তো বা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু শত চেষ্টা করেও কি সমাজে প্রচলিত দৃঢ়মূল বিশ্বাসাদির প্রভাবকে একেবারে নির্মূল করে দেওয়া সম্ভব?

নজির হিসেবে এখানে রোমান ক্যাথলিক ধর্মমত ও ফরাসী বিপ্লবের দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও জনতার সহানুভূতি পুরোপুরি ফরাসী বিপ্লবের পক্ষেই ছিল এবং সেই বিপ্লবকে সার্থক করে তোলার জন্যে ইনকুইজিসনের মতো নির্মম ধ্বংসাত্মক উপায়ও অবলম্বন করা হয়েছিল; তবুও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষ পর্যন্ত ফরাসী বিপ্লবকেই হেরে যেতে হয়েছিল। একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, মানুষের পক্ষে মৃতের স্মৃতি অথবা যে ভ্রান্তি সে নিজেই সৃষ্টি করেছে তার চাইতে মারাত্মক জালিম আর থাকতে পারে না।

www.pathagar.com

কোন দৃঢ়মূল বিশ্বাস বুদ্ধি বিচারের দিক থেকে নিতান্ত অযৌক্তিক হলেও জনতার মন জয় করতে তাকে আদৌ বেগ পেতে হয় না। সত্যি কথা বলতে কি, এ ধরনের বিশ্বাস কোন দিনই সমাজে শিকড় গাড়তে পারতো না, যদি কিনা তার ভিতর রহস্যময় অলৌকিক ধরনের কিছু অযৌক্তিকতা পরিলক্ষিত না হতো। তত্ত্ব হিসেবে সমাজতন্ত্রের অনেক কিছু দুর্বলতা থাকলেও জনতামনে যেহেতু এটা একটা রঙিন-ভবিষ্যতের আশা তুলে ধরতে সক্ষম সেইহেতু সেটা তাদের কাছে সমাদৃত হবে। ধর্মের সাথে তুলনায় সমাজতন্ত্রের দুর্বলতা হচ্ছে, ধর্ম মৃত্যুর পরে একটা সুখী-জীবনের স্বপ্ন রঙিন ইঙ্গিত করে, জনমনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, কেননা ঐ পরজীবনের কল্পনা সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করা চলে না। তাছাড়া সমাজতন্ত্র জনতামনে পার্থিব সুখ জীবনের ইঙ্গিত করা সত্ত্বেও ততটা প্রভাবশালী হয়ে দেখা দিতে পারে না এই কারণে যে, উক্ত মতবাদ সমাজ জীবনে বাস্তবায়িত করতে গেলে ঐ আদর্শ যে কত অবাস্তব তা সহজেই ধরা পড়ে। খুব পারলে, সামাজতন্ত্র বাস্তবায়নের পূর্ব পর্যন্তই কেবলমাত্র একটা শক্তিশালী প্রভাব হিসেবে দেখা দিতে পারে। এ কারণেই অতীতের সমস্ত ধর্মের ন্যায়, ধ্বংসাত্মক পদ্ধতির মধ্যে সমাজতন্ত্রের যাত্রা শুরু হলেও ভবিষ্যতে অন্য সব ধর্মের ন্যায় মনেব সমাজে সেটা সৃষ্টিমূলক অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

জনতার মতামত নিয়তই পরিবর্তনশীল ঃ দৃঢ়মূলের বিশ্বাসাদি উপরিভাগে জনতামনে এমন কতকগুলি ছোটখাট ধ্যান-ধারণা বা মতামত জন্ম নিতে থাকে যা ক্ষণ ভঙ্গুর ও নিশ্চয়ই পরিবর্তনশীল। তার কোন কোনটা জন্মের পর পরই দু'এক দিনের মধ্যে মিটে যায়। আবার কোন কোনটা দু'এক পুরুষের বেশী টিকে থাকে না। জনতামনের এই ধরনের অস্থায়ী মতামত বা বিশ্বাসের সহজ পরিবর্তনের কারণাদি খুবই মামুলী। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইসব পরিবর্তন জাতিগত চারিত্রিক লক্ষণাদির হেতুই সংঘটিত হয়ে থাকে। ফরাসী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি নিয়ে আলোচনা কালে একথা আমরা বলেছি যে রাজতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী, সাম্রাজ্যবাদী বা বিপ্লবপন্থী নামে সেখানে বহুবিধ রাজনৈতিক দল থাকলেও আসলে কিন্তু তারা

www.pathagar.com

সকলেই গোড়াতে এক বা অনুরূপ পথেরই পথিক। কারণ মূলতঃ তারা সকলেই ফরাসী জাতি সম্ভূত। নামধাম বদলে দিলেও তাতে তার আসল রূপের কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূতেরা রোমান সাহিত্যেও চিন্তাধারায় একান্তভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বিপ্লবোত্তরকালে তারা রোমান সব কিছুকে অনুকরণ করতে পারেননি। তার প্রধান কারণই হচ্ছে যে, তারা তখনও তাদের অবচেতন মনে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদরূপী ঐতিহাসিক সত্যের দ্বারাই প্রভাবান্বিত ছিলেন। সমাজে প্রচলিত অস্থায়ী ও ক্ষণ ভঙ্গুর ধ্যান-ধারণা বা বিশ্বাসাদির পিছনে কি ধরনের দৃঢ়মূল পুরাতন স্থায়ী কারণাদি কাজ করে থাকে একমাত্র সমাজ বিজ্ঞান বা দার্শনিকদের অনুসন্ধান বিষয়-বস্তু। এবং সেই সাথে এটাও তাঁদের সনাক্ত করতে হবে যে, এই নিরস পরিবর্তনশীল মতামতের পেছনে দৃঢ়মূল সাধারণ বিশ্বাসাদিসহ ও জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

সূক্ষ্ম বিচারের অভাবে অনেকের কাছেই এটা মনে হবে যে, জনতামনে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিশ্বাসাদি অত সহজেই তড়িৎ গতিতে পরিবর্তিত হতে থাকে। মানুষের সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসাদি পর্যালোচনা করলেও বাহ্যতঃ তা ই মনে হবে।

এখানে যদি আমরা ফরাসী দেশের ১৭৯০ থেকে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ৩০টি বছরের ইতিহাস আলোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব যে, এই স্বল্প পরিসর কালেই রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী জনতা, হঠাৎ বিপ্লবী হয়ে উঠলো। আবার সেই বিপ্লবী জনতাই কিছুদিনের মধ্যেই পুনশ্চঃ সাম্রাজ্যবাদী হয়ে দেখা দিল এবং শেষ পর্যন্ত রাজতন্ত্রে অটল বিশ্বাসীরূপে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। ধর্মের ব্যাপারেও দেখা যায়, ক্যাথলিক থেকে নাস্তিকতাবাদে বিশ্বাসী হয়ে, স্বল্পকাল পরেই পুনশ্চঃ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে ফিরেছে। এই পরিবর্তন যে শুধু জনসাধারণের মধ্যেই দেখা যায় তা নয়, এমন কি তাদের পরিচালকমণ্ডলীদের মধ্যেও সেটা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তাছাড়া, আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি যে Convention বা প্রতিনিধি সভার অনেক নামজাদা সদস্য যাঁরা রাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন, অথবা যাঁরা দেবদেবী বা কোন প্রভুকে স্বীকার করতেন না, তাঁরা নেপোলিয়ান ও তার পরবর্তীকালে অষ্টাদশ

www.pathagar.com

লুইয়ের অতি বিনীত খেদমতগার হিসেবে ধর্মীয় মিছিল ইত্যাদিতে দীপশিখা-বাহীরূপে দেখা দিতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেননি।

পরবর্তী সত্তর বছরের মধ্যে জনতার মতামতের আরও অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। যে ফরাসী দেশ এক সময় বৃটেনকে Perfidious Albion (বিশ্বাসঘাতক এ্যালবিয়ন) নামে আখ্যায়িত করেছিল সেই বৃটেনই নেপোলিয়নের শাসন উত্তরকালে ফরাসী দেশের ঘনিষ্ঠ মিত্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। যে রাশিয়াকে দু' দু'বার ফরাসীরা আক্রমণ করে তচনচ্ করে দিয়েছিল এবং যে রাশিয়া ফরাসী দেশের বিপর্যয় পরম আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেছিল তারাও একদিন ফরাসীদের পরম বন্ধু বলে এগিয়ে এল।

সাহিত্য, শিল্প ও দর্শন প্রভৃতির ব্যাপারে জনতার মতামত খুবই দ্রুত পরিবর্তনশীল। রোমানটিসিজিস (ভাবপ্রবণতা), ন্যাচারালইজিস (বাস্তববাদ) মিস্টিসিসিজিস (মরমীবাদ) প্রভৃতির যেমনি দ্রুত উদ্ভব, তেমনি দ্রুত বিলোপ। জনতার মতামত কত ক্ষণস্থায়ী তার সব চাইতে বড় নজির আমরা পাই তখনি যখন দেখি যে আজকের প্রশংসিত লেখক ও শিল্পী কত সহজেই না আগামীকাল তাদের কাছে অনাদৃত হয়ে পড়েন।

জনতামনের এই আপাত পরিবর্তনশীলতাকে অনুশীলন করলে আমরা সত্যিকারে যা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে—জনতামনের যে সমস্ত ক্ষণস্থায়ী চিন্তা, ভাবনা, সমাজ-বিধৃত দৃঢ়মূল ধ্যান-ধারণা বা বিশ্বাসাদির সাথে কালের সংঘাতে আসে সেগুলি আর বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না; ফলে স্বল্প কালের মধ্যেই জনতা উক্ত মতামতগুলিকে পরিত্যাগ করে, সমাজের পুরাতন বদ্ধমূল বিশ্বাসাদিকেই পুনরায় আঁকড়ে ধরে। জনতার যে সমস্ত ধ্যান-ধারণা গভীর ও বদ্ধমূল জাতিগত বিশ্বাসাদির সাথে কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট নয়, তা সব বেশী দিন বেঁচে থাকতে পারে না। অর্থাৎ পারিপার্শিকতার পরিবর্তনের সাথে সাথেই সেগুলি পরিবর্তিত হয়ে যায়। অনেক বিশ্বাস ইত্যাদি পর-ইঙ্গিত উদ্ভূত হওয়ার ফলে ও সংক্রমণ প্রক্রিয়াজনিত কারণে স্বভাবতঃই ক্ষণস্থায়ী হয়ে দেখা দেয়। তুলনা দিয়ে বলতে গেলে তারা বাতাসের তৈরী বালুর ঢিবির মতো সহজেই সৃষ্ট হয়, আবার অতি সহজেই বিলীন হয়ে যায়।

www.pathagar.com

বর্তমান জামানায় জনতার মতামত ও বিশ্বাসাদি পূর্বের চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে তিনটি :

ক. প্রথমটি হচ্ছে, বর্তমানে পুরনো বিশ্বাসাদি আগের দিনের মতো জনতামনে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। দিনের পর দিন তাদের প্রভাবক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে পড়ছে। ফলে, পূর্বের মতো আর তারা ক্ষণস্থায়ী মতবাদ বা মতামতের সৃষ্টি করতে পারছে না। দৃঢ়মূল সাধারণ বিশ্বাসের ভিত্তি ধসে গেলে অনেক বিস্ময়কর মতবাদের উদ্ভব হয়, যার না আছে কোন অতীত বা না আছে কোন ভবিষ্যত।

খ. দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আধুনিক কালে জনতার ক্ষমতা ক্রমেই বেড়ে যাওয়ায় এবং তার প্রতিরোধ শক্তি হ্রাস পাওয়ায়, জনতা তাদের ইচ্ছামত নতুন নতুন মতামত গ্রহণ ও বর্জন করে চলেছে।

গ. তৃতীয়টি হচ্ছে, বর্তমান জামানায় খবরের কাগজগুলি নিয়তই পরস্পর-বিরোধী মতামত জনতার নিকট তুলে ধরায় কোন ধারণাই আর তাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাসরূপে শিকড় গাড়তে পারছে না। ফলে, কোন মতামতই সুদূরপ্রসারী বা স্থায়ী হচ্ছে না। প্রত্যেকটি স্বল্পায়ু বুদ্বুদের মতো এই উঠছে, এই বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

জনমনের এই যে পরিবর্তনশীলতা তা আধুনিক যুগের একটা অভিনব ঘটনা এবং তা উল্লিখিত কারণাদিরই ফলাফল। দেশের গবর্নমেণ্ট বা শাসন সংস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে আজ আর জনমতকে ততটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না—সেটাও তারই একটা কারণ।

অতীতে, তবে খুব বেশী অতীতে নয়—সরকারের কর্মধারায় কতিপয় বিশিষ্ট লেখকের প্রভাব এবং স্বল্প সংখ্যক সংবাদপত্রের মাধ্যমেই সর্বসাধারণের মতের পূর্ণ প্রতিফলন দেখা যেত। বর্তমানে লেখকগোষ্ঠী তাদের সর্ব-প্রকার প্রভাব হারিয়ে ফেলেছে; একমাত্র সংবাদপত্রেই সাধারণের মতামত প্রতিফলিত হচ্ছে। এখানে রাষ্ট্রবিদ বা রাজকর্মচারীদের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, সাধারণের মতামত নিয়ন্ত্রণ করা তো দূরের কথা, তাদের একমাত্র প্রয়াসই হচ্ছে জনতার মতামত অনুসরণ করে চলা। জনতার মতবাদের প্রতি সরকারী কর্মচারীদের এমন একটি ভীতি রয়েছে যা কিনা সময় সময় উদগ্র সন্ত্রাস

www.pathagar.com

রূপে তাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে ; ফলে তাদের প্রশাসনিক কর্মপন্থা কোন সময়ই সুসংহত বা স্থায়ী হতে পারছে না।

সে কারণেই বোধ হয় আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি যে জনতার মতামতই রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রধান পথ নির্দেশক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানকালে জনমত শেষ পর্যন্ত এতটা প্রভাবশালী হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে স্বদেশের পক্ষে অপর কোন্ বিশেষ দেশের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে—সেটা পর্যন্ত নির্ধারণ করে দিতে এগিয়ে আসছে। যেমন ধরুন জনমতের চাপে ফরাসী ও রাশিয়ানরা পরস্পর পরস্পরের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছে। বর্তমান কালের সবচাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে পোপ, নৃপতি বা সম্রাট পর্যন্ত জনতার সামনে তাদের কৃত কার্যাদির কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য সসংকোচে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। এ কথা বলা হয়তো ভুল হবে না যে, অতীতে রাজনীতির ক্ষেত্রে ভাবাবেগের (Sentiment) কোন স্থান ছিল না। কিন্তু আজ কি আর সে কথা বলা চলে যখন চোখের সামনে দেখছি যে অস্থির-মতি-ক্ষীণ বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন অন্ধ জনতার আবেগ উদ্বুদ্ধ ঝোঁক্ ও মতামত রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধাদি নির্ণয়ে এরূপ একটা অনিবার্য ভূমিকা গ্রহণ করছে!

সংবাদপত্রাদি আগের দিনে জনমত গড়ে তোলার ব্যাপারে অনেকখানি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করত সত্যি, কিন্তু বর্তমানকালে এবং জনতার অপরিসীম ক্ষমতার সম্মুখে সে সবগুলির পক্ষে জনতার মতামত মোতাবেক রায় দেওয়া ছাড়া গত্যান্তর নাই। এতদসত্ত্বেও খবরের কাগজগুলি অদ্যাবধি যতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে সেগুলি সব এখন পর্যন্ত নিয়ত পরিবর্তনশীল জনমতামতেরই বাহন হিসেবে কাজ করে চলেছে। সংবাদ পরিবেশন প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপান্তরিত হবার পর খবরের কাগজগুলিও আর জনমত গড়ে তোলার ব্যাপারে তেমন কিছু আগ্রহ প্রকাশ করছে না। এগুলি এখন নিজস্ব ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে এবং পাঠক ও পাঠক হারাবার ভয়ে, জনতা স্বীকৃত মতামতকেই তুলে ধরতে থাকছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে ফরাসী দেশের নামকরা কতিপয় পুরাতন পত্রপত্রিকার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দি কন্‌স্টিটিউসনাল, দি

www.pathagar.com

ডিবেট্‌স, দি সাইক্‌ল প্রভৃতির মতো নামকরা পত্র-পত্রিকা প্রদত্ত যে সমস্ত মতামত একদিন ফরাসীদের কাছে সত্য বলে বিবেচিত হতো, সেগুলি আজ হয় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে আর না হয় হালকা ধরনের রচনা বা সামাজিক গালগল্প অথবা অর্থকরী বিজ্ঞাপনের মাঝে মাঝে প্রচুর পরিমাণে সংবাদ বিতরণ করে কোনমতে টিকে আছে। আজকাল এ ধরনের দামী পত্র-পত্রিকা খুঁজে পাওয়া যাবে না, যাতে সামাজিক সমস্যাদি সম্বন্ধে পাঠকের ব্যক্তিগত মতামত সহজেই তুলে ধরা যেতে পারে। তবে বর্তমানকালে সে জাতীয় মূল্যবান পত্র-পত্রিকা থাকলেও পাঠক সম্প্রদায় যেখানে কেবলমাত্র প্রচলিত মতামতকেই জানতে চায় বা বিস্ময়কর খবরাখবর পেয়ে কিছুটা আমোদ পেতে চায়—সেখানে উক্ত ধরনের সারগর্ভ পত্র-পত্রিকাকে তারা অভিসন্ধিমূলক পত্র-পত্রিকা বলেই দূরে সরিয়ে রেখে দেয়। গুণাগুণের ভিত্তিতে অধুনা কোন পুস্তক পুস্তিকা বা অভিনয় ইত্যাদি সমালোচকের কাছে সমাদৃত হলেই যে সেই সাথে তা জনতার দ্বারাও গৃহীত হবে—এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। বর্তমানে যা দেখা যায় তাতে সমালোচকরা ক্ষতি করতে পারে কিন্তু বিশেষ কোন উপকার করতে পারে বলে মনে হয় না। পত্র-পত্রিকাগুলি সমালোচনা বা ব্যক্তিগত মতামতের উপকারিতা সম্বন্ধে এতই সন্দিহান হয়ে উঠেছে যে সাহিত্যিক সমালোচনা ছাপা তারা এক প্রকার বন্ধই করে দিয়েছে। এখন দু-এক লাইনে কোনমতে কোন বইয়ের প্রশংসামূলক বিজ্ঞাপন দিয়েই ক্ষান্ত হয়ে যায়। আপনি বিশ বছরের মধ্যে মনে হয় নাট্যাভিনয় ও নাট্য সমালোচনার ভাগ্যেও তেমন বিপর্যয়টি ঘটবে।

জনমতের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করাটাই অধুনা সরকার ও সংবাদপত্রগুলির একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন ঘটনা আইন পরিষদের কোন প্রস্তাব বা কোন বক্তৃতা জনতা কিভাবে গ্রহণ করছে বা করেছে, নিরন্তর সেটা জনতার জন্যই তারা ব্যগ্র। কিন্তু জানাটাও তত সোজা ব্যাপার নয়, কারণ জানার মতামতের মতো পরিবর্তনশীল জিনিস আর হয় না। কাল তারা যে জিনিসটির পরম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল আজই হয়তো বা তাকে অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে ত্যাগ করছে।

www.pathagar.com

জন-মতামতের সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে—এবং যুগপৎ সাধারণ বিশ্বাসাদি বিনষ্ট হওয়ায়—হরেক রকমের বিশ্বাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তাছাড়া সেই সাথে এও দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ স্বার্থের প্রতিকূল কোন কিছুকেই আর আমল দিতে চাইছে না। যথা, সমাজতন্ত্রের মতো মতবাদে বিশ্বাসী লোক শুধু নিতান্ত অশিক্ষিতদের মধ্যে দেখা যাবে—যেমন খনি বা কারখানায় মজুরদের মধ্যে। নিম্নমধ্যবিত্তেরা বা শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা যারা কিছু শিক্ষা লাভ করেছে তারা হয় সব ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাসী অথবা মতামতের ব্যাপারে নিতান্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

জনমনে বিশ্বাসাদি সংক্রান্ত এই যে সহজ পরিবর্তন প্রবণতা তা গত পঁচিশ বছরের মধ্যেই সবচাইতে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্তও সমাজে মতামতের একটা বিশিষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যেত। সে-সব মতামত বিশেষ কতকগুলি মৌলিক বিশ্বাসজাত ছিল। যেমন ধরুন: যে ব্যক্তি রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সে নিশ্চয়ই রাজতন্ত্রীয় ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কিছু ধারণা পোষণ করত। তেমনি যে ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতি সে ঠিক রাজতন্ত্রের উল্টো ধারণা পোষণ করতো। রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তির মতে মানুষ বানর থেকে জন্মগ্রহণ করেনি, অন্তপক্ষে প্রজাতন্ত্রবাদীর বিশ্বাস, মানুষের জন্ম ঐ ভাবেই ঘটেছে। রাজতন্ত্রীর কর্তব্য ছিল তীব্র ঘৃণা ও ভয়ের সঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লবের নাম উল্লেখ করা। আর, প্রজাতন্ত্রীর কর্তব্য ছিল গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উহার প্রশস্তি গাওয়া। বরং রব্‌স্‌পিয়ার ও ম্যারাট প্রমুখের নাম এক প্রকার ধর্মীয় নিষ্ঠার সঙ্গে উচ্চারিত হতো। এবং সীজার, অগাস্টাস বা নেপোলিয়নের নাম তীব্র উষ্মা বা বিদ্রূপ ছাড়া উচ্চারণ করা হতো না। সরবঁনের (Sorbonne) মতো বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়েও ইতিহাস এমনি করে বিকৃত করে শেখানো হতো।

বর্তমান জামানায় জনতার মতামত ও সমালোচনা এবং বিশ্লেষণের দরুণ দিন দিন তার প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলছে। সহজ কথায় অতীতের দৃঢ়মূল বিশ্বাসাদি আর পূর্বেকার মতো জনমনকে উজ্জীবিত ও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারছে না। আধুনিক যুগের মানুষ দিনকে দিন সবকিছুতে যেন অনাসক্ত উয়ে উঠছে।

www.pathagar.com

তবে জনমতের এই ধরনের দ্রুত পরিবর্তনশীলতার জন্য খুব খকটা আফসোস করার কিছু নেই। এটা যে সামাজিক জীবনে অবনতিরই অন্যতম পূর্বলক্ষণ তা স্বীকার না করে উপায় নেই। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বিশাল, অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, ধর্ম প্রচারার্থে প্রেরিত মহাপুরুষবৃন্দ এক কথায় গভীর বিশ্বাসে বলীয়ান নেতৃবৃন্দ জননেতাদের চাইতে মানব মনের উপর গভীতর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে, যে পরিমাণ ক্ষমতা আজকাল জনতা অর্জন করেছে, তাতে যদি কোন বিশিষ্ট মতবাদ এমনি প্রভাব বিস্তার করে যে তা সাধারণের দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করছে—তাহলে অচিরে সে মতামত এমনি নৃশংস হয়ে উঠবে যে, তার সামনে সব কিছুরই নতি স্বীকার করতে হবে। ফলে স্বাধীন মতামত প্রকাশের যুগও বহুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। জনতাকে অনেক সময় শান্তিপ্রিয় মুনিরূপে দেখা গেছে। যেমন ছিলেন হেলিও গ্যাবেলাস ও টাইবেরিয়াস। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই দেখা যায় তারা অসম্ভব রকম খামখেয়ালিপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে সমাজে পরিচিতি লাভ করেছে। কোন সভ্যতা যে মুহূর্তে তা জনতার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যায়, সেই মুহূর্ত থেকেই তার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়। কোন জাতির বা গোষ্ঠীর ধ্বংস বা বিলুপ্তি কিছুটা পিছিয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে উক্ত জাতি জনতার অস্থির মতামত বা দৃঢ়মূল সাধারণ বিশ্বাসাদির প্রতি ক্রমবর্ধমান হারে উদাসীন হয়ে পড়েছে বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তৃতীয় পর্ব

জনতার শ্রেণীভেদ ও বিবরণ

প্রথম অধ্যায়

[**জনতার মতভেদ :** জনতার মোটামুটি ভাগ—শ্রেণীভেদ। ক. বিমিশ্র জনতা ঃ এর মধ্যে আবার প্রকার ভেদ—জাতিগত প্রভাব—জাতির দৃঢ়মূল বিশ্বাসাদির দৃঢ়তার সাথে তুলনায় জনতার বিশ্বাস বা মতাবলীর আনুপাতিক দুর্বলতা। জাতির দৃঢ়মূল বিশ্বাসাদি যেখানে মানব সভ্যতার নির্দেশক—জনতার নিয়ত পরিবর্তনশীল মতামতাদি সেখানে বর্বরতারই নামান্তর। খ. অবিমিশ্র জনতা—তাদের প্রকার ভেদ—গোষ্ঠী/যূথ, সম্প্রদায় এবং শ্রেণী]

আমরা এতক্ষণ ধরে জনতার সাধারণ মানসিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন বাকী সেই সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা দরকার যা বিভিন্ন সমষ্টি বা দলের মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলীর সঙ্গে ধরা গড়ে অর্থাৎ যে-সব দল সহজেই উত্তেজক কারণের প্রভাবে শেষ পর্যন্ত জনতায় রূপান্তরিত হয়। আমরা প্রথমে অতি অল্প কথায় জনতার প্রকার বা শ্রেণীভেদ তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

সাধারণ দলবদ্ধ লোক সমষ্টির (Multitude) কথা ভাবা যাক্। এর নিকৃষ্টতর নমুনা হচ্ছে ঐ ধরনের দল যা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক দ্বারা গঠিত। এদের সমন্বয়ের একমাত্র নিয়ন্ত্রক হচ্ছে কোন সম্মানিত নেতার ইচ্ছাশক্তি। এই ধরনের সমষ্টিবদ্ধ মানুষের প্রকৃষ্ট নমুনা দেখতে পাই ঐ সব বিভিন্ন জাতের বর্বরদের মধ্যে যারা কয়েক শতাব্দী ধরে রোমক সাম্রাজ্যের উপর হামলা চালিয়েছিল।

www.pathagar.com

এর চাইতে উন্নততর পর্যায়ের লোক সমষ্টি হচ্ছে সেইটি যার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগর্গ বিভিন্ন বর্ণ বা গোত্রের হয়েও বিশেষ প্রভাবের ফলে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে—এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। এদের মধ্যেও সময় সময় জনতার বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, কিন্তু জাতীয়তাবোধ সেগুলিকে বহুল পরিমাণে স্তিমিত বা আচ্ছন্ন করে রাখে।

এই দুই ধরনের জনতা—বিশেষ বিশেষ অবস্থাধীনে, যা আমরা আগেই আলোচনা করেছি—Psychological crowds-এ রূপান্তরিত হতে পারে। এই ধরনের সংগঠিত বা সঙ্ঘবদ্ধ জনতাকে নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে।

ক. Heterogeneous crowes :

বিমিশ্র জনতা ১. নামহীন জনতা—যেমন, রাস্তার চলমান জনতা।

২. ঠিক নামহীন নয় এমন জনতা—যেমন, জুরী, পারিষদিক জনতা প্রভৃতি।

খ. Homogeneous crowds :

অবিমিশ্র বা সমপ্রকৃতি জনতা ১. Sects : দল বা সম্প্রদায়—যেমন, রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রভৃতি।

২. Caste সম্প্রদায়—যেমন, সৈনিক, যাজক, মজদুর সম্প্রদায়রূপী জনতা।

৩. Class শ্রেণী—যেমন, মধ্যবিত্ত কৃষক শ্রেণীরূপী জনতা।

আমরা উপরি-উক্ত বিভিন্ন প্রকারের জনতার বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষেপ আলোচনা করবো।

বিসদৃশ জনতা : এই ধরনের লোক সমষ্টির সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা এ গ্রন্থে ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। এটা নানা ধরনের লোক নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে—যে-সব লোক বিবিধ শ্রেণী থেকে আগত নানা স্তরের জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন বা নানা ব্যবসায়ে লিপ্ত।

www.pathagar.com

আমরা একথা আগেই জেনেছি যে জনতায় রূপান্তরিত ব্যক্তিবর্গের সংযুক্ত মনন তাদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট মনন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রতিটি ব্যক্তি এই দুই বিশেষ অবস্থায় অবস্থানকালে যে জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয় দেন তাও সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। আমরা দেখেছি যে সেখানে বুদ্ধিসমষ্টি বুদ্ধির উপর কার্যকরী হয় না। কারণ দল বা জনতা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ভাবধারার দ্বারা পরিচালিত হয়।

এস্থলে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কওমী বৈশিষ্ট্য বা জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মিশ্রিত জনতাগুলির পরস্পরের মধ্যেও অনেক পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষের কৃতকার্যাদির গতিবিধি নিরূপণের ব্যাপারে 'কওমী বৈশিষ্ট্য' যে একটা বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে সে-কথা আমরা ইতিপূর্বেই বিষদভাবে আলোচনা করেছি। পুনরুক্তির অপবাদ থেকে রেহাই দিলে সে-কথা এখানে সহজ ভাষায় এই বলে প্রকাশ করা যেতে পারে যে, জনতায় কৃতকার্যতার কওমী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপরই অনেকখানি নির্ভরশীল। নির্ভেজাল ইংরেজ বা চীনেদের দ্বারা গঠিত জনতা পাঁচমিশেলী বা বিসদৃশ জনতার—যেমন ধরুন, রুশীয়, ফরাসীয় ও স্পেনীয় ব্যক্তিবর্গের সংমিশ্রণে গঠিত—সাথে তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা।

কোন বিসাদৃশ (Hetrogeneous) জনতা, কোথায়ও জমায়েত হলে তার মধ্যে বিভিন্ন কওম থেকে আগত ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা প্রধান অংশের 'চিন্তা' ও 'ভাবধারা'—যেহেতু সেখানে প্রতিটি অংশই গোষ্ঠী বা বংশানুক্রমিক প্রতি প্রবল বলে প্রাধান্য লাভ করে। যদিও জনতা সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে তারা সকলেই একই কারণে জমায়েত হয়েছিল। উদ্দেশ্য হাসিলের পন্থাদি নিরূপণের ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীরা কোন সভায় একত্র বা জামায়েত হলে প্রায়শঃ এটাই দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত তারা প্রত্যেকেই 'দেশীয়' ও 'কওমী' বৈশিষ্ট্যের কারণে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা পন্থানুগ হয়ে পড়ে। উদারপন্থী বা রক্ষণশীল যা-ই হোক না কেন—ল্যাটিন জনতা সর্বদা রাষ্ট্রের মাধ্যমে (through the intervention of) তাদের দাবী-দাওয়া হাসিল করার চেষ্টা করে থাকে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি নিষ্পন্ন করার ব্যাপারে ল্যাটিন জনতা সম্ভবতঃ এক কেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা ও একচ্ছত্র নেতৃত্বের প্রতিই বেশী প্রবল

www.pathagar.com

হয়ে পড়ে। আর তদস্থলে ইংরেজ বা মার্কিন জনতা—রাষ্ট্রের চাইতে ব্যক্তির স্বাধীন প্রচেষ্টার উপরই বেশী আস্থাশীল হতে দেখা যায়। ফরাসী জনতা যেখানে সাম্যের উপর জোর দেয়, ইংরেজ জনতা সেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপরই অধিকতর মূল্য আরোপ করে। এই 'কওমী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের' দরুণই 'গণতন্ত্র' ও 'সমাজতন্ত্র' বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করতে দেখা যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা প্রতিভাই তদ্দেশীয় জনতার মর্জি-মেজাজ ও প্রবণতার উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এখানে একথাও বলা দরকার যে, এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যই প্রবল শক্তিরূপে কর্ম প্রচেষ্টার নিয়ন্ত্রণী-অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বা কারণ হিসেবে প্রতিভাত হয়। ফলে এটা একটা জাতির মেজাজ ও মনোভাবের পরিবর্তনের একটা সীমা-রেখা টেনে দেয়। স্বতঃসিদ্ধ সূত্র বলে স্বীকার করতে হবে যে, যে জাতির Racial spirit বা জাতীয় প্রকৃতি যত বেশী প্রবল সে জাতির জনতার মধ্যে তার চারিত্রিক মামুলি লক্ষণাদির প্রকাশ বা অভিব্যক্তিও সেই পরিমাণেই আচ্ছন্ন বা ক্ষীণ। জনতা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত রাষ্ট্র বা সমাজ-ব্যবস্থা বর্বরোচিত সমাজ-ব্যবস্থারই অনুরূপ। কোন জাতির সুগভীর জাতিত্ববোধই জনতার চিন্তাহীন শক্তির হাত থেকে ক্রমে ক্রমে একদিন মুক্তি লাভ করতে পারে এবং জনতার নব অর্জিত সে বর্বর অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। জাতীয় পার্থক্যের ভিত্তিতে বিচার না করে, মিশ্রিত জনতাকে যে দুই ভাগে ভাগ করা যায় তা হচ্ছে ঃ

১. নামহীন জনতা, যেমন—রাস্তা-ঘাটে দেখা যায়, অপরটি

২. নামহীন নয় এমন জনতা—যেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সভা, জুরী বা নির্ণায়ক সভা ইত্যাদি।

প্রথমোক্ত জনতার মধ্যে দায়িত্ববোধের নিতান্ত অভাব এবং দ্বিতীয়োক্ত জনতার মধ্যে দায়িত্ববোধের বিশেষ উপস্থিতি বা বর্তমান তা এ ধরনের জনতাকে বিভিন্ন ধরনের কার্যে অনুপ্রাণিত হতে দেখা যায়।

অবিমিশ্র বা সমপ্রকৃতি জনতার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ

ক. দল খ. সম্প্রদায় গ. শ্রেণী।

www.pathagar.com

অবিমিশ্র জনতা গঠনের প্রাথমিক স্তরকে Sect বা দল নামে অভিহিত করা যেতে পারে। দলের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ শিক্ষা-দীক্ষায়, বুদ্ধি-বিবেচনায় ও পেশা ইত্যাদিতে বিচিত্র ধরনের হলেও তাদের মধ্যে সাধারণ বিশ্বাসাদির দিক থেকে একটা সংযোগ সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ এখানে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় দলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

অবিমিশ্র জনতার সর্বোচ্চ সংগঠিত স্তরকে caste বা সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা যেতে পারে। Sect বা 'দল'-এর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ যেখানে শিক্ষায়-দীক্ষায় বুদ্ধি-বিবেচনায় অসম ও বিচিত্র ধরনের হতে দেখা যায়—যেখানে শুধু সাধারণ কতকগুলি বিশ্বাসের দরুণ একতাবদ্ধ থাকে, সেখানে caste বা সম্প্রদায় গঠিত হয় সমশিক্ষা-দীক্ষা ও সমসামাজিক মর্যাদা ও পেশা ভিত্তিতে। নজির হিসাবে এখানে সৈনিক ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

শ্রেণী হচ্ছে অবিমিশ্র জনতার এমন একটি স্তর যা বিভিন্ন গোত্র, বংশ বা কুলের লোক দ্বারা গঠিত হয়। এরা Sect বা দলের অন্তর্গত লোকদের ন্যায় কোন সাধারণ বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত নয়, বা কোন caste বা সম্প্রদায়ের লোকের ন্যায় সাধারণ বৃত্তি বা পেশা বন্ধনে আবদ্ধ নয়। যদিও এটা সত্য যে, তারা একই ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা বা আচার-আচরণের অধীনে প্রতিপালিত। যেমন, ধরুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বা কৃষক শ্রেণী।

বর্তমান গ্রন্থে আমরা কেবলমাত্র মিশ্রজনতা নিয়ে আলোচনার উপযোগী বলে, অবিমিশ্রজনতা সম্বন্ধে এখানে আর কোন আলোচনা করতে চাই না। তবে এখানে আরো দু'একটি বিশেষ ধরনের জনতা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করে, বিমিশ্র জনতা সংক্রান্ত আলোচনাপূর্ণ বর্তমান গ্রন্থটির পরিসমাপ্তি টানবো।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

যাকে অপরাধী জনতা বলে ধরা হয়ে থাকে

[অপরাধী জনতা—মনস্তত্ত্বের দিক থেকে নয়, আইনের দিক থেকে যাকে অপরাধী জনতা বলা হয়—জনতা কর্তৃক সম্পূর্ণ অসচেতন অবস্থায় কৃত কার্যাদি—উদাহরণ—সেপ্টেম্বরের ফরাসী বিপ্লবের বিপ্লবের সাথে জড়িত নেতৃরূপী হন্তাকারীদের মন মানসিকতা—তাদের স্পর্শকাতরতা, নির্দয়তা ও ন্যায়নীতি জ্ঞান]

অপরাধী জনতা : স্বল্পকাল ব্যাপী উত্তেজনার পর জনতা যখন এমন একটি সয়ংক্রিয় অবচেতন অবস্থায় এসে পৌঁছায় এবং অভিভাবন দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তাদের অপরাধী আখ্যা দেওয়া সঙ্গত হবে বলে মনে হয় না। আমি এই ভ্রান্ত বিশেষণটি শুধু এই কারণে ব্যবহার করছি যে উহা মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার ফলে আজকাল অত্যন্ত প্রচলিত হয়ে পড়েছে। জনতার কোন কোন কাজ নিতান্তই অপরাধমূলক বলে বিবেচিত হবে—যদি কি-না আমরা তাদের ঐ বিশিষ্ট ঘটনাটার দিক থেকে বিচার করি। এ জনতা সেই হিসেবে অপরাধী যেমন কি-না কোন ব্যাঘ্র তার শাবকদের খেলার ছলে টানা-হেঁচড়া করে আহত হতে দেখে শেষটায় নিজেই উত্তেজিত হয়ে কোন ভারতীয়কে ভক্ষণ করে ফেলে।

জনতা সাধারণতঃ প্রগাঢ় অভিভাবন চালিত হয়েই অন্যায় কার্যাদি করে থাকে। এবং যে-সব ব্যক্তি ঐসব অন্যায় কাজে অংশ গ্রহণ করে তারা পরেও ঐ বিশ্বাস দৃঢ় থাকে যে, তারা কর্তব্যের ডাকে ঐসব কাজ করেছিল যা কি-না সাধারণ অপরাধী কোন সময়ই মনে করবে না। (কৃত অপরাধী কর্তব্য বলে)।

www.pathagar.com

জনতাকৃত অন্যায় কার্যাদির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমাদের উপরি-উক্ত মতামতটির সত্যতা সম্বন্ধে কারোমনে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

ব্যাসটাইল দুর্গের গবর্নর এম. দ্য লাউনের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটি এর উপযুক্ত নজির হিসেবে দেখান যেতে পারে। দুর্গটি অধিকারের পর গবর্নরকে উত্তেজিত জনতা চারদিক থেকে কিল ঘুষি দিতে শুরু করে। কেউ প্রস্তাব করলো যে তাকে ফাঁসি দেয়া হোক। কেউ বললো যে তার কল্লা কেটে ফেলা হোক। কেউ বললো যে তাকে ঘোড়ার লেজের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হোক। এমনি সময়, যখন তিনি জনতার হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য হাত-পা ছুঁড়ছেন তখন উপস্থিত এক ব্যক্তির গায়ে লাথি লেগে যায়। ফলে জনতার মধ্য থেকে একজন প্রস্তাব করে বসলো—এবং তা উৎসাহের সঙ্গে সকলে গ্রহণ করে নিল যে—যে ব্যক্তির গায়ে গবর্নর লাথি মেরেছে সেই-ই শিরচ্ছেদ করবে।

"ঐ ব্যক্তিটি বাবুর্চির কাজ করতো। কিন্তু তখন আর কোন চাকরি ছিল না এবং এমনি ঘুরতে ঘুরতে ব্যাসটাইল এসে সেখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখছিল। যখন জনতা তাকে গবর্নরকে হত্যা করবার নির্দেশ দিল, তখন তার মনে হলো—কাজটি নিতান্তই স্বদেশ হিতৈষণার কাজ এবং গবর্নরের মতো এমন একটি পিশাচের শিরচ্ছেদের জন্য পুরস্কার স্বরূপ তার একটি পদক পাওয়া উচিত; তাই, জনতা প্রদত্ত একখানি তরবারি দিয়ে প্রথমে লুনের খালি ঘাড়ের উপর আঘাত করলো। কিন্তু তরবারিখানা কিছুটা ভোঁতা থাকায় কাটলো না। তখন সে নিজ পকেট থেকে কালো বাটওয়ালা একখানি ছোট ছুরি বের করে (পাচক হিসাব গোস্ত কাটায় নিশ্চয়ই সে পারদর্শী ছিল) অনায়াসে লুনের গলা ছিন্ন করে ফেললো।"

জনতা-প্ররোচিত কাজ যে কিভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে তা উপরোক্ত নজির থেকে বেশ বোঝা যায়। আমরা এখানে পাচ্ছি উস্‌কিয়ে দেওয়া বা প্ররোচিত করার প্রতি আনুগত্য—যে প্ররোচনা সমবেত জনতার মধ্য থেকে আসার দরুণ অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাবরূপে কাজ করছে। এবং সেই সঙ্গে এও দেখছি যে ঐ ব্যক্তি একজন হন্তার কাজ করেও ভাবছে যে, সে অত্যন্ত মহৎ একটা

www.pathagar.com

কাজ করেছে—যেহেতু সে সহ নাগরিকদের সমবেত প্রশংসা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এ ধরনের কাজকে আইনতঃ দূষণীয় বলে গণ্য করা হলেও মনস্তত্ত্বের দিক থেকে দূষণীয় বলা চলে না। অপরাধ-প্রবণ জনতার মধ্যে অবিকল সেই সব লক্ষণাদিই দেখা যায় আমরা সাধারণ জনতার মধ্যে লক্ষ্য করে থাকি। অভিভাবন-প্রবণতা: বিশ্বাস প্রবণতা, গতিশীলতা, ভাল-মন্দ সর্বপ্রকার ভাবাবেগ আতিশয্য প্রদর্শন বিশেষ ধরনের নৈতিকতার অভিব্যক্ত ইত্যাদি।

আমরা এইসব লক্ষণই দেখতে পাই সেই সব জনতার মধ্যে যারা ফরাসী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ঘৃণ্যতম স্মৃতির পুঁজি রেখে গেছে—অর্থাৎ যে জনতা সেপ্টেম্বর মাসের বেপারোয়া হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করে গেছে এই জনতার সঙ্গে সেট-বার্থোমলোতে যে জনতা নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায়, তার সঙ্গে অনেক মিল রয়েছে। আমরা এম. টেইন-এর বর্ণনা থেকে ঘটনাগুলি নিয়েছি। তিনি সমকালীন ইতিহাস থেকে ওগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। একথা জানা নেই কে প্রকৃতপক্ষে বন্দীদের হত্যা করে কারাগার খালি করার আদেশ দিয়েছিল বা প্রস্তাব করেছিল। ড্যাণ্টন (Danton) না অন্য কেউ দিয়েছিল, সেটা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। আমাদের পক্ষে যে ব্যাপারটি বোঝা দরকার তা হচ্ছে এই যে, জনতা অভিভাবনের দ্বারা চালিত হয়েই ঐ ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়।

এই জনতা মাত্র শ'তিনেক লোকের একটা যূথ বা সমষ্টি ছিল এবং সম্পূর্ণ-রূপে বিমিশ্র শ্রেণীর জনতা ছিল। মাত্র স্বল্প সংখ্যক পেশাদার গুণ্ডা ছাড়া ওদের সকলেই ছিল দোকানদার বা কারিগর, মুচি, কামার, ছুতোর, নাপিত, মসিজীবী, সংবাদবাহক ইত্যাদি। উগ্র আবেগতাড়িত হওয়ার ফলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়—যেমন হয়েছিল পূর্বোক্ত বাবুর্চির—যে তারা একটি অত্যন্ত স্বদেশ প্রেমিকের কর্তব্য পালন করেছে। তারা একধারে জজ ও জল্লাদের জোড়া পদ দখল করে বসেছিল—ক্ষণতরেও তারা নিজেদেরকে criminals বা অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করিনি।

বিক্ষুব্ধ জনতা তার কর্তব্য-কর্ম সধাধান করছে এমন একটা দৃঢ় মানসিক বিশ্বাসের বশবর্তী বলেই তারা নিজেদের তখন একটা বিচারক মণ্ডলীরূপে

www.pathagar.com

ভাবতে আরম্ভ করেছিল এবং সাথে সাথেই তাদের ন্যায়পরায়ণতার ধারণা যে কি তা ফুটে উঠলো। তারা তাদের বিচারে অজস্র দোষীদের থেকে বেছে বেছে প্রথমেই সম্ভ্রান্তদের, যাজক ও কর্মচারীসহ রাজপরিবারের সবাইকে হত্যা করলো—ওদের জন্য বিশেষ কোন বিচারালয়ের দরকার নেই বলে ধরে নিলো। এসব স্বদেশ প্রেমিকদের চোখে নিহতদের পেশাই তাদের দোষের সাক্ষ্য হিসাবে ধরা হলো। বাকী দোষীদের তখন তাদের সম্পাদিত কাজকর্মের ও চেহারা ছবির ভিত্তিতে বিচার করা হলো। বিক্ষুব্ধ জনতা এইভাবে তাদের অপরিণত বিবেক-বুদ্ধির সন্তুষ্টি সাধন করলো। জনতা এর পরবর্তী পর্যায়ে (তাদের বিশ্বাসে) আইন মোতাবেক বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারবে, তাদের নৃশংস ধ্বংস করার প্রবৃত্তিকে চারিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এ ধরনের প্রবৃত্তিগুলির জন্মকথা আমি ইতিপূর্বে অন্যত্র বর্ণনা করেছি! এসব প্রবৃত্তি,—স্মরণ রাখা দরকার—দল বা জনতার মাধ্যমেই বিশেষভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এসব প্রবৃত্তি সাধারণতঃ যা জনতার ক্ষেত্রে দেখা যায়—বিপরীত প্রবৃত্তির হিংস্রতার মতোই উদ্বেল প্রকাশেও বাধা স্বীকার করে না।

'এইসব লোকদের মধ্যে প্যারিসের মজদুরদের মধ্যকার সারল্য ও সহানুভূতি সূক্ষ্মতাও দেখা যায়। এ্যাবে (Abbaye)-তে দলের কোন ব্যক্তি বিশেষ কারাপালককে কয়েদীদের ২৬ ঘণ্টা পানি না দেওয়ায় মেরে ফেলবার জন্য উদ্যত হয়েছিল। মারত নিশ্চয়ই, যদি কিনা কয়েদীরা নিজেরাই তার জীবনের জন্য সুপারিশ না করতো। যখন কোন কয়েদী হঠাৎ-গড়া বিচারালয়ের কাছে মুক্তির আদেশ পায় তখন রক্ষী ও হন্তারা সকলে মিলে আনন্দের আবেগে তাকে কোলাকুলি করে ও তার প্রশংসাগীতিতে গগন মুখরিত করে তোলে। এবং তারপরেই আবার নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালাতে থাকে। এই হত্যাকাণ্ড চলার সময়ও আনন্দ কোলাহল বন্ধ হয় না। শবদেহ ঘিরে নৃত্য ও সঙ্গীত চলতে থাকে। এমন কি ভদ্র মহিলারা যাতে অভিজাত ব্যক্তিদের হত্যাক্রিয়া দেখতে পায় সেজন্য বেঞ্চি সাজিয়ে দেওয়া হয়। এমনি এই অদ্ভুত ধরনের বিজয় প্রহসন চলতে থাকে।

এ্যাবেতে একজন হন্তা বললো ভদ্র-মহিলা দূরে বসে আছেন বলে তাঁরা এই হত্যাকাণ্ড ঠিকমত দেখতে পারছেন না। এবং উপস্থিত সকলের মধ্যে

www.pathagar.com

সামান্য কয়েকজন ছাড়া ঐ বড়লোকদের আঘাত হানবার সুযোগ অনেকেই পাবেন না বলে তখনই ঠিক হলো যে, যাকে মারা হবে সে জল্লাদদের দুই সারির ভিতর দিয়ে হেঁটে যাবে এবং এরা তরবারির উল্টো পিঠ দিয়ে ওদের গর্দানে আঘাত করবে যাতে করে মৃত্যুর পূর্বে তাদের যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। দ্য লা ফোসি (De le fouce) নামক কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে অর্ধ ঘণ্টা ব্যাপী তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো করে কাটা হলো। যখন সকলেই তাদের ভাল করে দেখেছে বলে অভিমত দেয় তখন এক কোপে তাদের শেষ করে দেওয়া হয়।

কিন্তু খুনীদের মধ্যেও বিবেকের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং সময় সময় ওদের মধ্যে সেই নৈতিক বোধ দেখি যা কিনা জনতার কার্যকলাপে আমরা পূর্বেও লক্ষ্য করেছি। তারা ঐ মৃতদের টাকা-পয়সা গহনানি নিজেরা আত্মসাৎ না করে কমিটির টেবিলে জমা দিয়ে আসে।

জনতার মধ্যে অত্যন্ত সাধারণ এবং নিম্নস্তরের যুক্তিতর্কের ক্ষমতাও আমরা দেখতে পাই। তাই ১২০০ বা ১৫০০ জাতীয় শত্রু নিপাতের পর কেউ মন্তব্য করলো যে, অন্যান্য কারাগারের যেগুলিতে বুড়ো ভিক্ষুক, নিষ্কর্মা ভবঘুরে বা তরুণ কয়েদী রয়েছে তারা প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি অনাবশ্যক লোক জেলের ঠাঁই জুড়ে আছে—ওদের নিধন করা দরকার। ঐ সব লোকের মধ্যে কে জানে জাতির শত্রুও হতো রয়েছে—যেমন স্ত্রী লারু, বিষ প্রয়োগকারীর এক বিধবা। 'তাকে আটক করায় নিশ্চয়ই সে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। যদি পারেত সে প্যারিসে আগুন লাগিয়ে দিবে। বিধবাটি ঐ রকমই কিছু বলেছিল—হাঁ নিশ্চয়ই বলেছিল! ওকে ত খতম করা একান্তই দরকার।' এসব কথা বিশ্বাসযোগ্য বলে দ্বিধাহীন চিত্তে খুনীরা গ্রহণ করলো এবং সমস্ত কয়েদীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে ফেললো। ঐ কয়েদীদের মধ্যে বারো থেকে সতের বৎসরের গোটা পঞ্চাশেক বালক-বালিকাও ছিল। ওরা অবশ্য কালে জাতির শত্রুরূপে গড়ে উঠতে পারে তা ভেবে দ্বিধাহীনচিত্তে তাদের ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় দেওয়া হলো।

এক সপ্তাহব্যাপী এই হত্যাকাণ্ডের শেষে খুনীরা বিশ্রামের কথা ভাবতে পারলো—তার পূর্বে নয়। তাদের তখন এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, তারা

www.pathagar.com

কিছু সৎ ও সহজ কাজ করেছে দেশের স্বার্থে। তাই দেশ তাদের কাছে ঋণী। তারা পুরস্কারের উপযুক্ত বলে দাবী জানাল। কেউ কেউ মেডেল দাবী করলো।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের "কমইউন"-এর ইতিহাসও এমনি কতকগুলি ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে। জনতার শক্তি বৃদ্ধি এবং তাদের সামনে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের নতি স্বীকার চললে, কালে আরও কত এ ধরনের ঘটনা ঘটবে তা কে বলতে পারে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ন্যায়নীতি বর্জিত জুরর

[নীতি এই জুরর—জুরবদের সাধারণ চারিত্রিক লক্ষণাদি—পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে তাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে, তাদের সংগঠনের চারিত্রিক লক্ষণাদির কোন সঙ্গতি নেই—কিভাবে জুররদের প্রভাবান্বিত করা যায়—জুররদের সামনে প্রদত্ত বক্তৃতার ভঙ্গি ও তার প্রভাবনী ক্ষমতা—সেই সমস্ত অপরাধ যার বিচার করতে গিয়ে জুররবা হয়তো বা কখনো খুবই কঠোর, কখনো বা একেবারেই শ্লথ—জুরী থাকার উপকারিতা—এর অবর্তমানে, প্রশাসকরা বিচারের ভার হাতে নিলে কি সর্বনাশ ঘটতে পারে।]

জুরীমণ্ডলী ঃ এখানে সর্বপ্রকার জুরীর আলোচনা করা সম্ভবপর নয় বলে আমি শুধুমাত্র জুরীর মধ্যে যেটি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ ফরাসী কোর্ট অব এ্যাসাইজ-এর জুরীর বিষয়ই আলোচনা করবো। এই ধরনের জুরীকে অবিমিশ্র জনতা, অথচ যা ঠিক নামহীন নয়, এমন একটা জনতার নজির হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এই ধরনের জনতা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। যুক্তির সাহায্যে কোন জিনিসের মীমাংসা করা তাদের শক্তির বাইরে। তারা জনতার নেতাদের দ্বারা অত্যন্ত সহজেই প্রভাবিত হয়ে থাকে এবং অজ্ঞাত অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হয়। এরা জনতা মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সুপরিচিত নয় বলে তারা কে কত মারাত্মক ভুল করে থাকেন—তা আমরা বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা কালে দেখতে পাব।

জুরীর বুদ্ধি-বিবেচনা, মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যে তার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চাইতে কিছুটা উন্নতর সে কথা সত্য।

কিন্তু যখন কোন আলোচনা সভাকে (deliberative Assembly) কোন বিষয়ে সুসংহত মতামত দেওয়ার জন্য বলা হয়—যে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে প্রায়োগিক (ট্যাকনিক্যাল) নয়—তখন তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা বিশেষ কাজে

www.pathagar.com

আসে বলে মনে হয় না। যেমন ধরুন যদি বৈজ্ঞানিক বা শিল্পীর কোন সমাবেশকে কোন সাধারণ বিষয়ে মতামত দেবার জন্য বলা হয় তাহলে তাদের মতামত কোন রাজমন্ত্রী বা মুদির জনসভার মতামতের চাইতে এমন কিছু পৃথক হবে না। নানান সময়ে বিশেষ করে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ফরাসী সরকার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাদের জুররী সদস্য বেছে নিতেন ঃ অধ্যাপক, সরকারী কর্মচারী, সাহিত্যিক প্রমুখের মধ্য থেকে। বর্তমানে জুরীর সদস্য মনোনীত হয় সাধারণতঃ ছোটখাটো দোকানদার, ক্ষুদ্র পুঁজিপতি ও বেতনভোগী কর্মচারীদের মধ্য থেকে। বিশেষজ্ঞদের মতে দেখা যায় যে জুরীর সদস্য যে ধরনের লোকই হউন না কেন এদের সিদ্ধান্তের কোন পার্থক্য দেখা যায়নি। এমনকি ম্যাজিস্ট্রেটরা পর্যন্ত, যাঁরা সাধারণ জুরী-প্রথা সহ্য করতে পারেন না, একথা স্বীকার করেন যে জুরীরা শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, যাই হোক না কেন—তাঁদের মতামত প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক ধরনের হয়। কোর্ট অফ এ্যাসাইজের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এম. বিরার্ড দা গ্র্যাজু-এর স্মৃতিকথায় এ ব্যাপারে তাঁর মতামত এইভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

'বর্তমান জামানায় জুররদের মনোনয়ন ভার প্রধানতঃ মিউনিসিপ্যালটির কাউন্সিলারদের হাতেই ন্যস্ত থাকে এবং তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক মতামত অনুযায়ী জুররদের লিষ্টিভুক্ত করেন বা তা থেকে বাদ দেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ছোটখাটো ব্যবসায়ীও পূর্বের চাইতে অনেক সাধারণ ধরনের লেখক এবং বিশেষ সরকারী বিভাগের কর্মচারীদের মধ্য থেকেই আজ-কাল অধিকাংশ জুরের নির্বাচিত হন ..তবে সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, তারা যখন জুরী হিসেবে বিচারে বসে তখন দেখা যায় যে শিক্ষানবিসের চরম উৎসাহ এবং সর্বপ্রকার সৎ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও জুরীর প্রকৃতির বা মেজাজের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ফলে তাদের রায় আগের মতোই হতে থাকে। উপরে যে উদ্ধৃতিটি দেওয়া গেল তার থেকে যে উপসংহার আনা হয়েছে সত্য বলে মনে রাখতে হবে। তবে ব্যাখ্যা বা তার সমর্থনে প্রদত্ত কৈফিয়ৎ তেমনটি জোরদার নয়। এ দুর্বলতার জন্য আশ্চর্য হবার কারণ নেই—যেহেতু যেমন কৌঁসুলি, তেমনি বিচারক দুজনেই জনতার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সমানভাবে অজ্ঞ এবং সেই একই কারণে জুরীর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধেও।

www.pathagar.com

আমার মন্তব্যের সমর্থনে ঐ গ্রন্থকার বিবৃতি একটি ঘটনার মিল আছে। তিনি মন্তব্য করেছেন যে কোর্ট অফ এ্যাসইজের অন্যতম বিখ্যাত ব্যারিস্টার দ্য শ'অ লিষ্টিভুক্ত জুরদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই তার আপত্তি করবার অধিকার খাটাতেন। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বহুবার এবং বহুক্ষেত্রে দেখেছি যে এ আপত্তিতে কোন ফল হয়নি। এ থেকে এটাই প্রমাণিত যে বর্তমানে প্যারিসের 'জুরী' সাধারণ বিমিশ্র জনতার মতোই বুদ্ধির চাইতে আবেগ দ্বারাই পরিচালিত হয় বেশী। জনৈক ব্যারিস্টার লিখেছেন যে 'কোর্ট' বিচারের জন্য উপস্থিতি এতীমকে বা সন্তানকে স্তন্য-দানরতা কোন জননীকে দেখলে জুরীরা তাদের প্রতি করুণাত্মক হয়ে পড়ে!' এম. গু গ্র্যাজু বলেছেন: 'কোন অভিযুক্তা নারী কিছুটা সুদর্শনা হইলেই জুররদের সহানুভূতি ও অনুকম্পার্জন করতে সমর্থ হয়। ফৌজদারী মামলায় সরকারী উকিল ও ব্যারিস্টারগণ জুরর সম্বন্ধে তাদের আপত্তি জানাবার অধিকার সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন। তথাপি এম. গু গ্রাজু মন্তব্য করেছেন যে তাতে জুরীর রায়ের কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। সেগুলি 'পূর্বে'র চাইতে ভালও নয় মন্দও নয়।' অনেক অসামাজিক মারাত্মক কার্যাদিকে—যার কবলে তারা নিজেরা পর্যন্ত কোন না কোন সময়ে পড়তে পারেন—জুররা অনায়াসেই উপেক্ষা করে থাকেন। বিশেষ করে সেইসব অপরাধ যা সাধারণতঃ যৌন আবেগ বা ভালবাসা উদ্ভূত। তাঁরা কুমারী মা'কে নিজস্ব সন্তানকে হত্যা করাটা বা প্রেম করে ছেড়ে যাওয়া—যুবককে কোন প্রেমিকার পক্ষে এসিড ছুঁড়ে বিকলাঙ্গ করার চেষ্টা করাটা, মোটেই দূষণীয় বলে মনে করেন না। কারণ তাঁরা মনে করেন যে, এই ধরনের অপরাধ থেকে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। অধিকিন্তু যে দেশে অসহায় বালিকাদের আইনের পক্ষ থেকে রক্ষা করার বিশেষ কোন বিধান নেই, সে ক্ষেত্রে যে বালিকা নিজের ক্ষতির জন্য প্রতিহিংসামূলক পন্থাদি গ্রহণ করেছে তা আদৌ দূষণীয় নয় বরং প্রশংসনীয়ই বটে—যেহেতু এতে নারী প্রলুব্ধকারীরা হয়তো কিছুটা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে।

জুররা সাধাণতঃ অন্যান্য জনতার মতোই খ্যাতি বা প্রতিপত্তি দ্বারা প্রভাবিত। এ ব্যাপারে এম. ডা গ্ল'য়োযেক্স সাহেব যা বলেছেন তা খুবই

www.pathagar.com

সত্য: 'জুরী সংগঠনের ভিত্তিতে যদিও গণতান্ত্রিক, তথাপি তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার দিক থেকে দেখতে গেলে সেটা নিতান্তই অভিজাতিক। ফলে নাম-ধাম, যশ, কীর্তি ইত্যাদি যা আসামীকে বেশ কিছুটা স্বাতন্ত্র্য দান করে, বিচার কালে তা তার সহায়কও হয়ে দাঁড়ায়।'

তাই জুরীদের সামনে কোন আইনজ্ঞের পক্ষে কৃতকার্য হতে গেলে যুক্তির চাইতে জুরদের feelings বা আবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ওকালতি করতে হবে। একজন বিখ্যাত ইংরেজ ব্যারিস্টার এ্যাসাইজ কোর্টে যে প্রধানতঃ কোনটির প্রতি লক্ষ্য রেখে বিতর্ক করতে হয় সে সম্বন্ধে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা দিতে চেষ্টা করেছেন।

'জুরীর সম্মুখে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে ওকালতি করতে গেলে সব চাইতে যে-টা জরুরী সেটা হচ্ছে জুররদের প্রতি লক্ষ্য রাখা। বিতর্ক মুহূর্তে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের দরুণ তাঁদের চোখে মুখে কিভাবে ফুটে উঠে সেটা বুঝেই তবে বিতর্কের উপসংহার টানতে হবে। তাছাড়া উকিলের আরো একটা কর্তব্য হচ্ছে জুররদের মধ্যে কোন্ জুরর তার বক্তব্যের প্রতি কিছুটা অনুকূল মনোভাব পোষণ করছে। এভাবে জুররদের পূর্ণ সমর্থন পাওয়াটা এমন কঠিন কিছু নয়। উকিলের নজর দিতে হবে অন্যান্য জুররের প্রতি, যাঁরা প্রথম থেকেই তাঁর বিরোধী মনভাব পোষণ করছে। তাঁকে জানতে হবে কেন তাঁরা তাঁর যুক্তির বিরোধিতা করছেন। কাউন্সিলারের এই কাজটাই সব চাইতে নাজুক। কারণ, ন্যায় বিচারের দৃষ্টিকোণ ছাড়াও অন্য অনেক কারণ থাকা আশ্চর্য কিছু নয়, যাতে করে কোন আসামীকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে বলে জুরী বিশ্বাস করেন।'

উপরে যা বলা হলো তা থেকে বাগ্মিতার কলা-কৌশল সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া যায়। আগে থেকে প্রস্তুত করা বক্তৃতা জন-সভায় খুব বেশী কার্যকরী হতে পারে না। তার প্রধান কারণ উপস্থিত বক্তৃতায় জনতার মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে বাচনভঙ্গির যে রদবদল করা সম্ভব, সেটা সেখানে সম্ভব হয় না।

উকিলকে প্রভাবশালী কয়েকজন ছাড়া জুররদের সবাইকে তার যুক্তিতর্কের অনুকূলে আনার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। সকল শ্রেণীর জনতার মধ্যে

www.pathagar.com

যেমন দুই একজন ব্যক্তিই বাকী সবাইকে পরিচালিত করে, ঠিক তেমনি ধারা, জুররদের মধ্যেও দু'একজনই সমস্ত জুররদের মতামতকে প্রভাবান্বিত করে। পূর্বোল্লিখিত বিচক্ষণ আইনবিদ বলেছেন: 'আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে জুররদের মধ্যে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দু-একজনই বাকী জুররদের তাদের মতানুগামী করে তোলে।' অতএব, মামলায় জেতার জন্য কেবলমাত্র উক্ত দুই তিন জন জুররকে যুক্তিতর্কের সাহায্যে স্বপক্ষে আনতে পারলেই কার্যসিদ্ধ হয়। মামলায় অনুকূল রায় পাওয়ার জন্য প্রথম করণীয় হচ্ছে: বাচনভঙ্গির দ্বারা তাদেরকে খুশী করা। কোন জনতার কাউকে খুশী করতে সক্ষম হওয়ার সত্যিকারের অর্থই হচ্ছে তাকে বক্তার প্রতি বিশ্বাসী করে তোলা। এবং ঐরূপ বিশ্বাসপ্রবণ করে তুলতে পারার মানেই হচ্ছে প্রদত্ত যুক্তিতর্ককে একমাত্র সঙ্গতযুক্তি হিসাবে গ্রাহ্য করে তোলা। বক্তব্যটাকে স্পষ্টতর করার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে ল্যাকড্ (Lachaud) সম্বন্ধীয় একটি কৌতূহলজনক ঘটনার উল্লেখ করছি: এ্যাসাইজ কোর্টে বক্তৃতা দিবার সময় ল্যাকড্ কোন দিনই যে দু'একজন জুরর প্রভাবশালী অথচ একগুঁয়ে তাঁদের কথা ভুলে যেতেন না। এঁদের শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝিয়ে নিজের মতে আনতে পারতেন। কিন্তু একবার এক জায়গায় প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা চতুর যুক্তিতর্ক সত্ত্বেও একজন জুররকে নিজ মতে আনতে পারছিলেন না। ঐ জুররটি ছিলেন সপ্তম জুরীম্যান। দ্বিতীয় বেঞ্চের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন তিনি। লা'শাউদের নিরাশ হয়ে পড়বার অবস্থা। ঠিক এমনি সময় আবেগময় বক্তৃতার মাঝখানে থেমে গেলেন এবং কোর্টের সভাপতিকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সামনের পর্দাটা একটু দিতে আদেশ দিবেন? সূর্যের রশ্মিতে সপ্তম জুরর মহোদয়ের চোখ ঝল্‌সে যাচ্ছে।' জুররটির মুখ রাঙা হয়ে উঠ্‌ল, এবং হেসে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি প্রতিবাদীর পক্ষে রায় দিলেন।

'অনেক লেখক—যাদের মধ্যে কিছু স্বনামধন্য লেখকও রয়েছেন—আধুনা এই জুরী প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন—যদিও আমাদেরকে সর্বপ্রকার বাধাবন্ধনহীন ম্যাজিস্ট্রেট সম্প্রদায়ের হাত থেকে বাঁচানোর একমাত্র প্রতিষ্ঠান বা সংস্থান হিসাবে কাজ করছে এই জুরী প্রথাই। এদের কেউ কেউ আবার একথাও বলেছেন যে জুরী প্রথা যদি রাখতেই হয় তাহলে

www.pathagar.com

শিক্ষিত ব্যক্তিদের থেকে তার সভ্যবৃন্দ বেছে নেওয়া উচিত। কিন্তু এর পূর্বেই আমরা দেখিয়েছি যে তাতে করে বিচারমানের প্রকৃষ্টতা এতটুকুও বাড়বে না। অন্য আর একদল লেখকের অভিমত হচ্ছে জুররদের কাছ থেকে যখন ন্যায়সঙ্গত বা যথাযথ বিচার পাওয়া যায় না তখন সেটাকে উঠিয়ে দিয়ে তদস্থলে কেবলমাত্র জজদের (Judges) হাতেই সে ক্ষমতার্পণ করা বাঞ্ছনীয়। উত্তরে আমাদের বলবার কথা হচ্ছে: উক্ত সংস্কারকামীরা একথা কি করে ভুলে গেলেন যে জজদের ত্রুটিপূর্ণ বিচারের বিরুদ্ধেই না মামলাটা পরবর্তী কালে জুররদের হাতে সোপর্দ করা হয়ে থাকে। অতএব বিচার ব্যাপারে যদি কখনও কোন মারাত্মক ভুলত্রুটি দেখা দেয় তাহলে তার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট সরকারী মোকদ্দমার সরকারী উকিল এবং (Court of arraigument) বা যে বিচারালয়ে মোকদ্দমার শুনানী হয়—মূলতঃ তাদেরই দায়ী করা চলে। এটা আমাদের সবারই পরিষ্কার করে জানা থাকা দরকার যে জুরী প্রথা না থাকলে অভিযুক্তদের জন্য নির্দোষ বলে প্রমাণিত হবার এতটুকু সুযোগ থাকবে না। যথাযথ নজির হিসেবে এখানে ডাঃ এল-এর শাস্তির কথা পেশ করা যেতে পারে: ডাঃ এল একটা নির্বোধ মেয়েকে অস্ত্রোপচার করে Juge de instruction বিচার সংস্থার হাতে প্রায় কারারুদ্ধ হয়েছিলেন আর কি! —মেয়েটিকে অবৈধ অস্ত্রোপচার করা হয়েছে বলে তাঁর বিরুদ্ধে (Juge de instruction)-এর নিকট নালিশ আসে। কিন্তু জনসাধারণ উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠায় রাষ্ট্র প্রধান তাঁকে মুক্তি দেন। সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকেরা ডাক্তারের চরিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করাতেই তাঁর বিরুদ্ধের নালিশের অসারতা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠল। বিচারকেরা নিজেরাই সেটা স্বীকার করেন। কিন্তু তথাপি শ্রেণী-শ্রদ্ধা হেতু তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন যা'তে তাঁকে ক্ষমার আদেশে দেওয়া না হয়। —এ হেন সমস্ত ব্যাপার জুরী, যারা এই সব আইনের মারপ্যাঁচ বুঝতে অক্ষম, স্বাভাবিক ভাবেই সরকারী উকিলের মতামত মনযোগ দিয়ে শুনে বিচারকরা বিচারের রায় দিতে প্রভাবান্বিত হন। তাহলে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে—এই প্রকার ভুলের জন্য কারা দায়ী—জুরী সদস্যরা, না বিচারকরা (Magistrates)? আমরা 'জুরী' ব্যবস্থা কিছুতেই ছাড়তে পারি না। জুরী হচ্ছে সেই ধরনের বিশেষ সংস্থা বা জনতা যার

www.pathagar.com

স্থলে অন্য কোন বস্তু বসিয়ে কোন ভাবেই কাজ চালানো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। একমাত্র এই 'জুরী' ব্যবস্থায়ই আইনের—যে আইন সকলের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য এবং বিশেষ স্বার্থের পরিপন্থী—কঠোরতাকে কিছুটা লাঘব করে দিতে সক্ষম। বিচারক্ষেত্রে বিচারকগণ আইনের মূল বচনকেই এককাত্র বিচারের মাপকাঠি মনে করেন এবং মানুষের প্রতি সর্বপ্রকার মমতা বোধকে অস্বীকার করে,—চোর ডাকাতদের, শিশুহন্তা, পরিত্যক্ত কুমারী নারীদের বেলাতেও একই ধরনের সাজা দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেন। আর সে স্থলে জুররা শিশুহন্তা কুমারী নারীকে—প্রলোভন প্রদানকারী নাগরের (যা'কে আইন ধরতে ছুঁতে পারে না) চাইতে অনেক কম অপরাধিনী মনে করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্দোষ বলে মুক্তি দিয়ে থাকেন।

বিভিন্ন ধরনের 'জনতা' ও সামাজিক বর্ণ বা শ্রেণীর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি যথাযথ ভাবে ওয়াকিফহাল বলেই অন্যায়ভাবে অভিযুক্তদের বিচারের ভার ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে না ছেড়ে দিয়ে জুররদের হাতে ন্যস্ত করার পক্ষেই ওকালতি করবো। কারণ জজদের চাইতে একমাত্র জুরীদের হাতেই আমি আবার নির্দোষিতা প্রমাণের কিছুটা সুযোগ পাব। জনতার বিচারক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হবার যথেষ্ট কারণ আছে জানি, কিন্তু বিশেষ শ্রেণীর বিচার বুদ্ধির উপর আদৌ ভরসা করা চলে না। জনতার শক্তি নিশ্চয়ই ভয়ের বস্তু, কিন্তু কোন কোন শ্রেণীর ক্ষমতাকে আরো বেশী ভয় করতে হয়। জনতাকে হয়তো-বা বুঝিয়ে উঠা সম্ভব কিন্তু কোন শ্রেণী বা বর্ণকে মোটেই নয়।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

নির্বাচনী জনতা

[নির্বাচনী জনতার চারিত্রিক লক্ষণাদি—কি করে নির্বাচনী জনতাকে স্বপক্ষে টানা যায়—ভোট প্রার্থীকে কি কি গুণে ভূষিত হতে হবে—প্রভাব-প্রতিপত্তির (Prestige) কি প্রয়োজন—কি কারণে মেহনতী মানুষ ও কৃষকেরা সহসা তাদের মধ্য থেকে কাউকে নির্বাচন করতে চায় না—নির্বাচকদের উপর শব্দ ও সূত্রের প্রভাব—নির্বাচনে বাগ্মিতার কার্যকারিতা—কিভাবে নির্বাচনী জনতার মতামত গড়ে উঠতে থাকে—সংসদীয় বা পারিষদিক সংস্থা—তাদের সন্দেহাতীত একরাহাগামীতা—ফরাসী বিপ্লব সময়কার পারিষদিক ব্যবস্থা—সার্বজনীন ভোটাধিকারের মূল্য মনস্তাত্ত্বিক বিচারে কম হলেও, বিকল্পহীন একটা ব্যবস্থা—ভোটাধিকার কোন এক শ্রেণীর মধ্যে সীমিত থাকলেও সেই সর্বকালের জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত থাকবে কেন—সার্বজনীন ভোটাধিকার সব দেশের জন্য একই ধরনের হবে কেন।]

ভোটার বা নির্বাচক জনতা : ভোটার জনতা অর্থাৎ কোন কার্যনির্বাহের জন্য যারা সামগ্রিকভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করে—যদিও এক ধরনের বিমিশ্র জনতা, তবু যেহেতু তারা একটি বিশেষ কাজের জন্য সমবেত হয়েছে অর্থাৎ বিভিন্ন আবেদনকারীর মধ্য থেকে মাত্র একজনকে বেছে নেবার জন্য—সেহেতু ঐ ধরনের জনতার মধ্যে আমরা মিশ্র জনতার পূর্ববর্ণিত সকল প্রকার লক্ষণ দেখতে পাইনে। জনতার লক্ষণাদির মধ্যে এদের ভিতর বিশেষ করে আমরা যা লক্ষ্য করি সে হচ্ছে যুক্তি-শক্তির ক্ষীণতা, সমালোচনা শক্তির অভাব, অসহিষ্ণুতা, বিশ্বাস প্রবণতা এবং নির্বুদ্ধিতা। এদের কোন কিছু করার সিদ্ধান্তের মূলে রয়েছে নেতৃবৃন্দের প্রভাব এবং ঐ সব কারণ যা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি ; অর্থাৎ দৃঢ় উক্তি, পুনরুক্তি, খ্যাতি এবং সংক্রমণ।

www.pathagar.com

ভোটার বা নির্বাচক জনতাকে কি পন্থাদি অবলম্বনে স্বপক্ষে টেনে আনা যায় সে সম্বন্ধে আমরা বিশদ আলোচনা করবো। যে সমস্ত উপায়ে আমরা অতি সহজেই তাদের বিশ্বাসভাজন হতে পারবো তা থেকেই তাদের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে পারবো।

ভোটার জনতাকে স্বপক্ষে আনতে হলে প্রার্থীকে ব্যক্তিক মর্যাদাসম্পন্ন হতে হবে। এই ব্যক্তিক মর্যাদার পরিবর্তে অনেক সময় অর্থবিত্তজনিত আভিজাত্যও কার্যকর হতে পারে। জনতা কর্তৃক সমাদৃত হবার পথে প্রতিভা বা জ্ঞানবুদ্ধির তীক্ষ্ণতার তেমন কোন মূল্য নেই।

জনপ্রিয় হওয়ার পথে সব চাইতে যেটা প্রয়োজনীয় সেটা হচ্ছে প্রার্থীকে ব্যক্তিক মর্যাদাসম্পন্ন হতে হবে, যেন সে সহজেই আলোচনার ঊর্ধ্বে থেকে নিজেকে জনতার উপর চাপিয়ে দিতে পারে। অধিকাংশ ভোটার মেহনতী মানুষ কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে আসে। কিন্তু তারা যে নিজেদের শ্রেণীর মধ্য থেকে সাধারণতঃ কাউকে নির্বাচন করে না তার কারণ যে তাদের নিজেদের মধ্যে কাউকে তারা ব্যক্তিগত মর্যাদাসম্পন্ন দেখতে পায় না। যদি কোন সময় তাদের মধ্য থেকে কেউ প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হয়ে পড়ে, তবে বুঝতে হবে সেটা ব্যক্তির নিজস্ব গুণে সম্ভব হয়েছে। এমনটি ভাবার কোন যৌক্তিকতা নেই যে, সেটা স্বভাবতঃ তাদের নিয়োগকারী বা কোন বিখ্যাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাদের অন্তর্নিহিত ঘৃণা ও বিদ্বেষজনিত প্রতিক্রিয়ারই ফলাফল বা নতীজা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

কোন প্রার্থীকে নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে কেবলমাত্র সম্মানী বা সুনামী হলেই হবে না। নির্বাচকেরা চায় যে তাদের লোভ ও দেমাক বা অহঙ্কার কিছুটা চরিতার্থ করা হোক। প্রার্থীকে তাই নানান রকম মিষ্ট কথা ও হাজারো অসম্ভব ধরনের অঙ্গীকার করতে হয়।

প্রার্থী যদি মজদুর শ্রেণীরও হয় তবুও সে ভোটারদের স্বার্থে হলেও সব সময় বড় বড় ব্যবসায়ী ও মিল মালিকদের বিরুদ্ধে অপমানজনক কোন কিছু বলতে পারে না। তবে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করতে হলে, প্রতিদ্বন্দ্বী যে একজন অপদার্থ ও বদমায়েশ, সে-কথা দৃঢ়ভাবে বারবার বলা উচিত হবে, যাতে করে সেটা সংক্রমিত হয়ে পড়ে। এই ধরনের পুনঃ পুনঃ উক্ত

www.pathagar.com

অপবাদের স্বপক্ষে যুক্তি প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। জনতার মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ প্রতিপক্ষই কেবল তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রদত্ত অপবাদ খণ্ডনের জন্য আশ্রয় না দিয়ে যুক্তি প্রদর্শন করে। ফলে তার কৃতকার্য হবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

নির্বাচন প্রার্থীর লিখিত কর্মসূচী খুব বেশী স্পষ্ট ও শর্তহীন হওয়া উচিত নয়। কারণ তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা ভবিষ্যতে তার লিখিত মতামতের বেড়াজালেই তাকে আট্‌কে দিতে পারে। মৌখিক বক্তৃতায় যথেচ্ছা অতিরঞ্জনে তেমন কিছু আসে যায় না। মুখে সমাজের আমূল পরিবর্তন বা সংস্কারের কথা বললেও তেমন কোন দোষ নেই। জনতার কাছে সংস্কারের বা ভাল কাজ করার অঙ্গীকার করাটা নির্বাচন মুহূর্তে যথেষ্ট কাজে আসে। তবে কেউ যদি বলেন যে তার পরবর্তী ফলাফল খারাপ হতে পারে, তাহলে তার উত্তরে আমরা বলবো যে নির্বাচকেরা কখনও এটা দেখার জন্য চেয়ে থাকে না যে, তাদের প্রার্থী নির্বাচনোত্তর কালে তার নির্বাচন প্রোগ্রাম মোতাবেক কাজ করছে কি না।

জনতাকে স্বপক্ষে আনার জন্য যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে—উপরোক্ত বর্ণনায় তার সব কিছুরই একটা ইঙ্গিত পাই। এছাড়া এটাও বার বার দেখা যাবে যে নির্বাচন ব্যাপারে কথা ও বচনবাচনের প্রভাবও যথেষ্ট রয়েছে। সে সম্বন্ধে আমরা ইতিমধ্যেই জোর দিয়ে বলেছি। বাগ্মীর মধ্যে যে ব্যক্তি বচনবাচন ও শব্দ প্রয়োগে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছেন, তিনি জনতাকে ইচ্ছামত চালাতে পারেন। 'ঘৃণ্য ধনতন্ত্রবাদ' 'ঘৃণিত শোষণকারী' 'প্রশংসনীয় জনমজুর' 'সম্পদকে জনসাধারণের অধিকার ভুক্ত করা' ইত্যাদি কথাগুলো বার বার ব্যবহারের ফলে পুরাণো হলেও ও সবগুলোই আজ পর্যন্ত জনমনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু যদি কোন নির্বাচন প্রার্থী হঠাৎ কোন সুযোগে নতুন কোন শব্দ—যার কোন নিশ্চিত অর্থ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, সৃষ্টি ও প্রয়োগ করতে পারে তাহলে তার পক্ষে জনমনকে প্রভাবান্বিত করে নির্বাচনে কৃতকার্য হওয়া আরও সহজ হয়ে দাঁড়াবে। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের রক্তক্ষয়ী যে স্পেনীয় বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তার পিছনে এই ধরনের একটি ঐন্দ্রজালিক কথা ছিল—যার অর্থ বিভিন্নভাবে করতে পারতো।

www.pathagar.com

ঘটনাটি সমসাময়িক একজন লেখক যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা উদ্ধৃতির যোগ্যতা রাখে ঃ

চরমপন্থীরা মনে করলো যে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত—প্রজাতন্ত্র অর্থ হচ্ছে ছদ্মবেশী রাজতন্ত্র। এদের খুশী করার ছলে কর্টেস (স্পেন ও পর্তুগালের আইনসভা) সমগ্র দেশকে Federal Republic বা যুক্তরাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলো, যদি জনসাধারণের কেউ-ই বলতে পারতো না যে সে কি জন্যে এই ভোট দিল। এই ব্যবস্থায় কিন্তু সকলেই উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো, আনন্দ যেন চারিদিকে উপ্‌ছে পড়তে লাগলো। মনে হলো যেন ধরায় ধর্ম ও সুখ শান্তির রাজত্ব কায়েম হবে। বিপক্ষদল, রিপাবলিকানদের কখনও Federalise (যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক) বলতে অস্বীকার করলে, তারা যারপর নাই অপমানিত বোধ করতো। Cortes-দের প্রচারিত Federal Republic 'যুক্তরাষ্ট্র' কথাটা জনমনে এতই প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে লোকে রাস্তাঘাটে পরস্পর পরস্পরকে 'যুক্তরাষ্ট্র জিন্দাবাদ' (Longlive Federal Republic) কথাগুলি উচ্চারণ করে সম্বোধন করতো। এরপর জনতার আনন্দ এতটা বেড়ে গেল যে তারা সৈন্য বাহিনীর মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার ও শৃঙ্খলার অবর্তমানে দুর্বোধ্য এক মহাগুণ বিরাজমান বলে কীর্তনে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। Federal Republic বলতে অনেকে অনেক কিছুই বুঝতে লাগলো। কেউ কেউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের সমতুল্য একটা কিছু বুঝতে লাগল। কেউ কেউ আবার রাষ্ট্রের কেন্দ্রিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণকেই বুঝতে লাগলো। আন্দোলুসিয়া ও বারসিলোনার সমাজতন্ত্রীরা প্রজা সভায় (communes) সার্বভৌমত্বের দাবী জানাল ঃ তারা সমগ্র স্পেনে বিশ হাজার স্বনিয়ন্ত্রিত মিউনিসিপ্যালিটির শাসন-ব্যবস্থা দেখতে চাইলো। এবং এও দাবী করলো যে ঐ মিউনিসিপ্যালিটি চালু হওয়ার সাথে সাথে পুলিশ ও সৈন্য বাহিনী তুলে দেওয়া হবে। এদিকে আবার Federal Republic ঘোষিত হবার সাথে সাথে দক্ষিণ স্পেনে শহর থেকে শহরান্তরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অরাজকতার দুর্দমনীয় বাণ ডেকে গেলো। এমনকি সাধারণ এক গ্রামের অধিবাসীরা ঐ ঘোষণার সাথে সাথে টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়ে, রেল লাইন উপড়ে ফেলে, অন্যান্য প্রতিবেশী ও মাদ্রিদের সাথে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল। দরিদ্রতম

www.pathagar.com

পল্লীটিও নিজের পায়ে দাঁড়াবার দৃঢ় সংকল্প নিল। এক কথায় Federtion (যুক্তরাষ্ট্রের) নামে দেশে দেখা দিল ক্যান্টন প্রথা : Cantonism সুইজারল্যাণ্ডের অনুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসনতান্ত্রিক বিভাগ। তার সঙ্গে এল লুটতরাজ, বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড, ঘরবাড়ি জ্বালানো, এবং আরোও অনেক রকম বর্বরোচিত কার্য। সমস্ত দেশ জুড়ে চল্‌তে লাগলো শনিদেবতার বীভৎস রক্তময় মহোৎসব।

নির্বাচকমণ্ডলী যুক্তিতর্কের দ্বারা যে পরিচালিত হয় না, সে সম্বন্ধে কারো মনে এতটুকু সন্দেহ জাগলে তাকে আমরা কোন নির্বাচনী সভাসমিতি সংক্রান্ত বিবরণী পাঠ করতে অনুরোধ করবো। এবংবিধ জমায়েত এর বক্তব্যকে জোর দিয়ে বলা, অপরকে দোষারোপ করা, প্রতিপক্ষকে কিলঘুষি দেওয়া ছাড়া কোন প্রকার যুক্তিতর্কপূর্ণ আলাপ-আলোচনারই অবতারণা করা হয় না। অনেক সময় এই ধরনের নির্বাচনী সভাসমিতিতে ধুরন্ধর কেউ বিপক্ষ দলকে কোন প্রকার প্রশ্ন করবার জন্য উঠে দাঁড়ালে সভাস্থলে ক্ষণিকের জন্য কিছুটা শান্ত দেখায় বটে—তবে প্রশ্ন করার সাথে সাথে বিপক্ষ দলের সকলেই একত্রে শোরগোল শুরু করে প্রশ্নকারীর প্রশ্নকে তলিয়ে দেয়। হাজারো দৃষ্টান্ত থেকে নমুনা হিসেবে দৈনিক পত্রিকা প্রদত্ত বিবরণীর কিছুটা উল্লেখ করা গেল :

'আহ্বায়কদের মধ্যে একজন প্রস্তাব করলো যে সভার কার্যসূচী পরিচালনার জন্য একজন সভাপতি নির্বাচিত করার সাথে সাথেই হট্টগোল বেঁধে গেল। Anarchists যা অনৈরাজ্যবাদীদের একজন তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে মঞ্চের উপর উঠে জোর করে কমিটির টেবিল দখল করে নিতে গেল। সাথে সাথেই সমাজতন্ত্রবাদীরা তাদের বাধা দিতে রুখে দাঁড়ালো। অবস্থা হলো হাতাহাতি, চড়চাপড়, কিলঘুষি—একদল অপর দলকে সরকারী দালাল বলে অপবাদ দিতে শুরু করলো। ফলে নাগরিকদের কেউ কেউ চোখেমুখে জখম হয়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হলো।

বাকী ক'জন নিয়ে শেষ পর্যন্ত সভা শুরু করা হলো এবং কমরেড ক-এর উপর কিছু বলার ভার পড়ল।

www.pathagar.com

'ক' দাঁড়িয়ে সমাজতন্ত্রীদের আক্রমণ করে কিছুটা বলতে শুরু করতেই—তারা তাকে নির্বোধ, বেঈমান, বর্ণচোরা ইত্যাদি বলে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে দিল। এর জওয়াবে কমরেড 'ক' এক নীতির উদ্ভাবন করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন যে সমাজতন্ত্রীরা 'নির্বোধ' অথবা 'ভাঁড়'।

'গতকাল এ্যালিম্যানিস্ট পার্টি রুদু ফ্যাবুর্গ-ড়-টেমপলস্থ 'হল-অব-কমার্স'-এ এক মহতী সভার আহ্বান করে ১লা মে—জনমজদুরদের উৎসবের কার্যসূচী নির্ধারণের জন্য মিটিং ডাকাল। মিটিং-এর নীতিবাক্য ছিল 'শান্তভাব ও শান্তি'।

সভা শুরু হওয়ার সাথে সাথে কমরেড 'জি' সমাজতন্ত্রীদের নির্বোধ ধোঁকাবাজ বলে ইঙ্গিত করলো। সাথে সাথে গালাগালি শুরু হয়ে গেল এবং বক্তা ও শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কিলঘুষি আরম্ভ হলো। চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ ইত্যাদি তখন মারামারির হাতিয়ারে পরিণত হলো। তবে এটা কারো মনে না হয় যে, বর্ণিত ধরনের আলোচনার শুধুমাত্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নির্বাচক মণ্ডলীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বা তাদের সামাজিক অবস্থার জন্যই সম্ভব। এটা যে-কোন বিমিশ্র জনতার পক্ষেই সম্ভব, তা যতবড় উচ্চশিক্ষিত ও জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের দ্বারাই গঠিত হোক না কেন। এটা আমরা পূর্বেই বলেছি যে, মানুষ যখন কোন জমায়েত-এ একত্র হয় তখন তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তা প্রায় এক সমতলেই প্রবাহিত হয়। প্রমাণ স্বরূপ হাজারো নজির পেশ করা যেতে পারে। 'দি টেপ্‌স্' (১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দ ১৩ই ফেব্রুয়ারী) পত্রিকায় বর্ণিত ছাত্রসভার কথাই এখানে উল্লেখ করা যাক ঃ

'রাত্রি যতই গভীর হতে লাগলো, ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ ও উত্তেজনা ততই বেড়ে চলতে লাগলো। আমার মনে হয় না যে বক্তাদের মধ্যে কেউ এক নাগাড় ছ'মিনিটকাল বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে কিছু বলতে পেরেছিল। প্রতিটি মুহূর্তে এদিক-ওদিক থেকে অনেক সময় সর্বদিক থেকেই প্রতিবাদের শোর-গোল ও চিৎকার ভেসে আসছিল। অনেক সময় প্রশংসাসূচক হর্ষধ্বনি ও ব্যঙ্গাত্মক হিস্ হিস্ ধ্বনিও একসাথে মিশে আসছিল। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে আলোচনার মধ্যে মধ্যে যে যেমন পারছিল লাঠি ঘুরিয়ে ভয়

www.pathagar.com

দেখাচ্ছিল। মেঝেতে কাঠ ঠুকে অবাঞ্ছিত শব্দ করছিল। এবং বক্তৃতাকারীদের বাধা দিবার জন্য যখন কেউ কিছু বলার চেষ্টা করছিল—তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে জনতার মধ্য থেকে ভেসে আসছিল—'ওকে বের করে দাও' বা 'ওকে বলতে দাও'।

'জনৈক ব্যক্তি ঐ ছাত্র সঙ্ঘকে (M. C) ধ্বংস করবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করে উহাকে ঘৃণিত, ভীরু, অর্থলোভী, নীচ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ বলে গালিগালাজ দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি।'

এখন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই ধরনের একটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ভোটারগণ কি করে সামাজিক ব্যাপারাদিতে একটা সুষ্ঠু মতামত গঠন করতে পারে? কেউ যদি সেরূপ কিছুতে বিশ্বাস করে তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি সম্মিলিত জনতার মতের স্বাধীনতার সম্পর্কে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। বরং তাকে বলব যে, জনতা অবাধ স্বাধীনতা পেলে যে কি ব্যবহার করতে থাকে সে সম্বন্ধে তিনি একেবারেই অনভিজ্ঞ। জনতার মতামত সর্বদাই পরকৃত যেহেতু সে নিয়ত (পর) পরিচালিত। নির্বাচন ব্যাপারে ভোটারদের যে মতামত তা মুখ্যতঃ নির্বাচন কমিটিরই মতামত, যেহেতু ওর সদস্যরা সাধারণ খুচরা মদ বিক্রেতা—যারা ধারে বিক্রয় করে বলে মজদুর মেহনতিদের উপর বিশেষ প্রভাবসম্পন্ন। গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী এম. সেরার (M. Schirer) বলেছেন 'নির্বাচন কমিটি কি—সেটা জানেন? সেটা হচ্ছে রাজনীতির নির্বাচক যন্ত্র বিশেষ—সমগ্র ফরাসী দেশই আজ এই ধরনের কমিটির দ্বারা শাসিত।'

কমিটিকে স্বপক্ষে আনার জন্য প্রার্থীকে গ্রহণযোগ্য ও কিছুটা অর্থশালী হতে হবে। দাতারা (doners) বলেছেন যে তিরিশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক ব্যয় করেই জেনারেল বোলাঁগারকে বারবার নির্বাচিত হতে হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে নির্বাচক জনতার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা করা গেল। তাদের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অন্যান্য জনতার মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মতোই—তা থেকে কিছু ভালও না বা মন্দও না।

নির্বাচক জনতাকে এই ধরনের একটা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলাম দেখে কেউ যেন মনে না করেন যে আমরা সর্বজন ভোটাধিকার বা গণভোটাধিকারের

www.pathagar.com

(Universal Suffrage) পক্ষপাতী নই। আমাদের হাতেই যদি সাধারণ ভোটাধিকারের ভবিষৎ নির্বাচনের ক্ষমতা থাকতো, তাহলে ব্যবহারিক কারণের দিক থেকে উহা যেমন আছে তেমনি রাখতাম। জনতার মানসিকতার যে রূপরেখা আমরা আমাদের অনুসন্ধানের ফলে পেয়েছি আসুন এখন সেগুলি সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করি।

গণভোটাধিকারের যে একটা দুর্বলতা আছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এটা সর্ববাদিসম্মত যে, মানব সভ্যতা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের বুদ্ধি-মত্তারই ফলাফল। যদি কোন জাতিকে পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে বলতে হয় যে এই সব বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ঐ পিরামিডের শীর্ষদেশ। আর সেই শীর্ষদেশ থেকে যতই নীচের দিকে যাওয়া যায় বিচার-বুদ্ধির পরিমাণও ক্রমশঃই কম হতে থাকে। এবং এই কমতির শেষ পর্যায়টা দেখা যাবে ঐ জাতির নিম্নশ্রেণীর লোকের (masses) মধ্যে।

মানব সভতার এই যে বিরাটত্ব তা কেবল নিকৃষ্টতর ব্যক্তিদের ভোটাধিক্যের উপরই নির্ভর করতে পারে না। গণভোটের ফলাফল অনেক সময়ই মারাত্মক হতে দেখা গেছে। এধরনের ভোটের ফলে আমাদের দেশকে বহুবার আক্রমণরূপ অভাবিত বিপর্যয়ের সম্মুখে পতিত হতে হয়েছে। বর্তমানে ঐ গণভোট শনৈঃ শনৈঃ দেশকে সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এবং এ ভয় হয়তো অমূলক নয় যে সমাজতন্ত্র চাহিদার কারণে জনসাধারণের এই অধুনার্জিত সার্বভৌম ক্ষমতার ফলে আমাদের কপালে আরও অনেক বড় দুঃখ আছে।

সমাজতন্ত্রের স্বপক্ষে কথাগুলি ঔপপাতিক বিচারে (Theoritical) সত্য হলেও, বাস্তবিক বিচারে সেগুলি মোটেই সত্য নয়। কারণ জনতার চিন্তা বা ধারণা ইত্যাদি সুগভীর হয়ে বিশ্বাসে বা মতবাদে পরিণত হলে তার শক্তি যে কি প্রকার অপ্রতিহত হয়ে দাঁড়ায় সে-কথা আমরা জানি। দার্শনিক যুক্তিতর্কের দিক থেকে বর্তমান জামানার জনতার সার্বভৌম রূপটি মধ্যযুগীয় ধর্ম বিশ্বাসাদির মতোই অসমর্থনযোগ্য। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই গণসার্বভৌমত্ব বর্তমানে মধ্যযুগের ধর্ম বিশ্বাসের মতোই ক্ষমতার দিক থেকে অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ; ফলে অতীতের ধর্ম বিশ্বাসের মতোই এখন ইহা অজেয় হয়ে উঠছে। কল্পনা করা যাক ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন মতাবলম্বী আধুনিক

www.pathagar.com

কোন ব্যক্তি মধ্যযুগে গিয়ে উপনীত হয়েছেন। কল্পনা করা যাক, বিস্ময়কর উপায়ে আধুনিক কোন ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন মতাবলম্বী ব্যক্তি মধ্যযুগে গিয়ে পৌঁছালে, আপনি কি মনে করেন যে আপনার সেই চিত্রনায়ক তখনকার জনতামনের দৃঢ়মূল ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এতটুকু প্রতিবাদ করতে সাহস করবেন? শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করেছেন বলে অথবা ডাইনী ও শয়তানের বৈঠকে উপস্থিত ছিল--এই বিশ্বাসে যদি তাকে বিচারকের হাতে সোপর্দ করা হয় এবং সে বিচারক স্বভাবতঃই তাকে শূলে চড়াবার জন্য উদ্যত থাকেন, তাহলে শয়তান ও তার বৈঠকের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করার স্বপক্ষে বলার এতটুকু ফুরসৎ মিলবে। জনগণের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রয়োগ করা আর ঝড়ের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রয়োগ করা একই রকম ব্যাপার।

'সার্বিক ভোটাধিকার' মতবাদ হিসাবে বর্তমানে যে ক্ষমতা লাভ করেছে, অবিকল এমনি ক্ষমতা একদিন ছিল খ্রীস্টানদের ধর্ম বিশ্বাসের। বক্তা ও লেখকগণ যে পরিমাণ সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তার উল্লেখ করে থাকে, তা চতুর্দশ লুইসের জন্য কোন দিন জুটেনি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, গণভোট সম্বন্ধে আধুনিক অনুরাগ ধর্ম বিশ্বাসের মতোই দৃঢ়মূল ও অবিচল। ঐ সমস্ত বিশ্বাসের নড়চড় বা অবক্ষয় কেবলমাত্র কালের প্রভাবেই সম্ভব।

তাছাড়া এ ধরনের দৃঢ়মূল ধারণা বা বিশ্বাসকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তার কারণ হচ্ছে যে, বাহ্যতঃ এগুলো যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়। টক্-ভিল (Tocque Ville) ঠিকই বলেছেন যে এই সাম্যের যুগে মানুষের একে অন্যের প্রতি বিশেষ কোন শ্রদ্ধা পোষণ করে না; কারণ তারা মনে করে একে অন্যের সমান এবং সেই একই কারণে আবার প্রতিটি ব্যক্তি তার সম্মিলিত বা যৌথ সত্তার উপর অত্যন্ত আস্থাশীল হয়ে পড়ে। তখন সংখ্যাধিক্যের সাথে সত্যের যে-কোন কারণিক সম্বন্ধ নেই—এ সত্যটা আর তাদের চোখে পড়ে না।

কেউ কি বলতে চান যে জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকদের ভোটাধিকার দিলে—ভোটাভুটির ফলাফল ব্যাপারে এমন কিছু উন্নততর হবে? আমি তার নৈতিবাচক উত্তরই দেব। যেহেতু আমি আগেই বলেছি যে, যে প্রকার জনতাই হোক না কেন তাদের বিচার-বুদ্ধি সর্বদাই নিম্নমানের

www.pathagar.com

জনতান্তর্ভুক্ত হলে সকল মানুষই একই ধরনেই ক্রিয়া-প্রবণ হয়ে পড়ে। কোনো সাধারণ ব্যাপারে চল্লিশ জন ভিস্তিওয়ালাদের ভোটাভুটির মাধ্যমে প্রকাশিত মতামতের সাথে চল্লিশ জন শিক্ষাবিদের মতামতের কোন পার্থক্য দেখা যাবে না। আমি এ-কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না যে, যে-সব কারণে গণভোটের নিন্দা করা হয়—যথা সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা—সে-সব ভোটের ফলাফল কোনক্রমে ভিন্নতর হতো না, যদি কিনা তা শিক্ষিত জ্ঞানীগুণী লোকদের থেকে গৃহীত হতো। গ্রীক ভাষায় পারদর্শী অঙ্কশাস্ত্রে দক্ষ, স্থপতি, ডাক্তার বা আইনজ্ঞ হলেই যে সামাজিক কোন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তাদের একটা বিশেষ দক্ষতা থাকবে এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদেরা উচ্চ শিক্ষিত প্রফেসর ইত্যাদি হওয়া সত্ত্বেও কে কবে দেখেছে যে তারা দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ ও মুদ্রা প্রচলন ব্যাপারে একমত হতে পেরেছেন? এর কারণ এই যে, বিজ্ঞান অনন্ত অজানার সব কিছু জেনে উঠতে পারে না। সামাজিক সমস্যাদির ব্যাপারেও ঐ একই কথা। সমাজের সবকিছু খুঁটিনাটি মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। মানুষের অজ্ঞতার অন্ত নেই।

সবশেষে বলতেই হয় যে, নির্বাচক জনতা সুশিক্ষিত হলেও তাদের মতামত অশিক্ষিত জনতা প্রদত্ত মতামতের চাইতে এমন কিছু উন্নততর নয়। জনতান্তর্ভুক্ত হলেই শিক্ষিতেরাও আবেগ ও দলীয় মনোবৃত্তি দোষেই দুষ্ট হয়ে পড়ে। ভোটার হিসাবে বর্তমানে আমরা যে-সব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছি শিক্ষিতেরা ভোটার হলে সে সবতো থাকবেই; অধিকন্তু শিক্ষিতদের শ্রেণীগত জুলুমের দ্বারাও আমাদের নির্যাতিত হতে হবে। ভোটাধিকার সাধারণ হোক বা সীমিত হোক, গণতান্ত্রিক দেশে হোক বা ফ্রান্স, স্পেন, বেলজিয়াম; গ্রীস ও পর্তুগাল প্রভৃতি দেশে রাজতন্ত্রাধীনে হোক, এর বাস্তব অভিব্যক্তি সর্বত্রই এক ধরনের। কারণ, সর্বোপরি এ কথাটা ত সত্য যে-কোন অধিকার দাবী-দাওয়ার ব্যবহার বা অপব্যবহার জাতীয় ঐতিহ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষার উপরই মূলতঃ নির্ভর করে। প্রত্যেক দেশেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাধারণ ব্যাপারাদি সংক্রান্ত মতামত মোটামুটি প্রত্যেক দেশের জাতীয় প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি—এবং তার পরিবর্তন অতি সহজে নয়।

www.pathagar.com

তাহলে দেখা গেল যে গোষ্ঠী বা জাতি সম্বন্ধীয় যে মৌলিক ধারণা শেষ পর্যন্ত আমাদের তার-ই সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দৃঢ় বিশ্বাস থেকে নিঃসৃত অন্য আর একটি বিশ্বাস—"সংস্থা ও সরকার (Govt.) জাতীয় জীবনে অতি সামান্য প্রভাবই বিস্তার করে থাকে"। জাতি সাধারণতঃ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতির দ্বারাই চালিত হয়। অর্থাৎ সেই সব গুণের দ্বারা যা বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং যার সমষ্টি আমরা জাতির বৈশিষ্ট্য বা প্রতিভা বলে গণ্য করে থাকি। জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং দৈনন্দিন জীবনের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তাগিদই জাতির ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ নিয়ন্ত্রণ করে।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

আইন পরিষদ

[পারিষদিক জনতার মধ্যে বিমিশ্র জনতার চারিত্রিক লক্ষণাদি দেখা যায়—তাদের মতামতের সারল্য—তাদের নির্দেশনা ও সীমানা—তাদের অপরিবর্তনী ও পরিবর্তনী মতামত—তাদের মধ্যে দোদুল্যমান সিদ্ধান্তের প্রাধান্য—পারিষদিক নেতার তৎপরতা—তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণ—সংখ্যালঘু হলেও আইন পরিষদের নেতারাই সর্বেসর্বা—তাদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা—তাদের বাগ্মীমাত উপাদান—তাদের দ্বারা আপ্তবাক্য প্রয়োগ এবং ঘটনার প্রতিবিম্ব অঙ্কন—মনস্তাত্ত্বিক কারণে নেতৃবর্গ আলোচ্য বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং সঙ্কীর্ণমনা—প্রভাব-প্রতিপত্তিবিহীন হলে কোন নেতার পক্ষেই তার বক্তব্য প্রশংসার্হ হওয়া কঠিন—ভাল হোক বা মন্দ হোক আবেগপ্রবণতার আতিশয্য ও অতিরঞ্জন—অনেক সময়েই সেগুলো স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ—ফরাসী কন্‌ভেনশন-এর আলাপ-আলোচনা—পরিষদ কখন কখন পারিষদিক জনতা বহির্ভূত হয়ে দেখা দেয়—তার নজির—টেকনিক্যাল ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের প্রভাব—পারিষদিক ব্যবস্থা প্রচলিত দেশসমূহে এর অসুবিধা ও বিপদ—আধুনিককালে প্রয়োজনের মুখে এর গ্রহণ যৌক্তিকতা—পারিষদিক ব্যবস্থা আথিক অপচয়ের নামান্তর—এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্বিত হতে থাকে।]

পারিষদিক জনতা ঃ পারিষদিক জমায়েৎ বা জনতাকে বিমিশ্র জনতারই একটা নজির হিসেবে পেশ করা যেতে পারে। যদিও ভিন্ন ভিন্ন যুগে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে পারিষদিক জনতার নির্বাচন-প্রথা বিচিত্র ধরনের হতে দেখা যায়, তবুও একথা সত্য যে নির্বাচনী প্রথাগুলির মধে মোটামুটি একটা সাদৃশ্য বর্তমান। কোন দেশের নির্বাচনে জাতিগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি .....বহুল পরিমাণে তথাকার নির্বাচনী প্রথাকে প্রভাবান্বিত করলেও,

www.pathagar.com

নির্বাচনী জনতার নিজস্ব বিচিত্র গুণাবলীও যে সেখানে পুরোমাত্রায় অভিব্যক্ত থাকে—একথাও সত্যি। গ্রীস, ইতালী, পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশ বহুদিক থেকে বিভিন্ন হলেও, তথাকার পারিষদিক জনতাগুলির আলোচনার ধরন-ধারণ ইত্যাদির মধ্যে অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

শুধু তাই নয়, উক্ত জনতাগুলির সভ্যবৃন্দ তাদের নিজস্ব সমস্যাদির একটা দেশোপযোগী সমাধান করার পথেও প্রায় একই ধরনের বাধার মোকাবেলা করতে বাধ্য হয়। এই ধরনের পারিষদিক সংস্থার মাধ্যমে শাসন-ব্যবস্থা চালিয়ে নেওয়ার পেছনে যে ধ্যান-ধারণা কাজ করছে সেটা হচ্ছে: অনেকগুলি লোক একত্র হয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কোন কিছু নির্ধারণ করলে তা সুষ্ঠু ও ত্রুটিবিহীন হওয়ার সম্ভাবনাই নাকি অধিক—যদিও মনোবিজ্ঞানের বিচারে সেটা ঠিক নয়।

জনতার সাধারণ চারিত্রিক লক্ষণাদির পারিষদিক জনতার মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়: যেমন—মামুলী ধরনের বিচারবুদ্ধি, অসহিষ্ণুতা, প্রভাবপ্রবণতা, ভাবাবেগের আধিক্য, নেতৃবর্গের হুকুমবরদারিপনা ইত্যাদি। তবে সেই সাথে এটাও সত্য যে পারিষদিক জনতা তার নিজস্ব গঠনভঙ্গির দরুণ কতকগুলি পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়। এ সম্বন্ধে আমরা অচিরেই বিশেষভাবে আলোচনায় লিপ্ত হবো।

পারিষদিক জনতার একটা চারিত্রিক লক্ষণ হচ্ছে যে, কোন কিছু সম্বন্ধে তার অভিব্যক্ত মতামত সব সময় বেশ সাদাসিধে ধরনের হয়। সমস্ত জনসমাগমকেই বিশেষ করে লাতিন জনতাগুলির সমস্যাদি যতই জটিলতর হোক না কেন সে সম্বন্ধে অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কীয় মতামতের অনুরূপই একটা সাদামাঠা মতামত পোষণ করতে দেখা যায়। দলীয় ভিত্তিতে মতামতের বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হলেও, দলেও সভ্যগণ—বিশেষ দল বা জনতা সংশ্লিষ্ট বলেই—স্বভাবতঃ দলীয় নিয়ম-কানুন বা আদর্শ ইত্যাদিকে অতিরঞ্জিত করে তুলে ধরতে অত্যধিক অনুরক্ত হয়ে পড়ে। পারিষদিক জনতার ক্ষেত্রে যে এর কোন ব্যতিক্রম হতে দেখা যায় তা নয়, সেখানেও সভ্যবৃন্দকে নিয়ত চরম মতামতের অনুবর্তী ও ধারক হিসেবে দেখা যায়।

www.pathagar.com

পারিষদিক জনতা যে কত ঘোরালো ধরনের মতামতের ধারক হয়ে দেখা দিতে পারে—তার নজির পেতে হলে ফরাসী বিপ্লবের জেকোবীনদের প্রতি লক্ষ্য করাই উচিত। তাঁরা ঔদ্ধত্যের সাথে নিজ বিশ্বাসে প্রত্যেকেই অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ বলে নিজেকে মনে করতেন এবং কতগুলি অস্পষ্ট ধারণাপূর্ণ মস্তিষ্ক নিয়ে কোন ঘটনা সম্পর্কে আদৌ মাথা না ঘামিয়ে কতকগুলি নির্দিষ্ট মূলনীতি প্রয়োগে অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছিলেন।

তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে (ঐ কথাটা সত্যিও বটে) যে তারা বিপ্লবের মধ্যে থেকেও বিপ্লব যে কি: তা যেন দেখতেই পাননি। তাঁরা মনে করতেন যে কতকগুলি মোটামুটি নিয়মকানুন বা পন্থাদি অনুসরণ করেই সমগ্র ফরাসী সমাজকে তারা আগাগোড়া পালটে দিয়ে একটা সুষ্ঠু ও সুন্দরতর সভ্য সমাজে উন্নিত করতে সক্ষম হবেন—যেখানে পরবর্তী সামাজিক বিবর্তনাদিও খুব সহজ হয়ে দেখা দেবে। তাঁদের স্বপ্ন বা কল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য অনুসৃত বা গৃহীত পন্থাদি ও বিশ্বাসদি যে খুবই মামুলী ও অগভীর তা আজ আর না বললেও চলে। তারা তাদের বিশ্বাসের পথে যা-কিছু প্রতিবন্ধক বলে বিবেচনা করলেন, তা সবই ভেঙে তচনচ করে দিলেন: সৃষ্টি করার চাইতে, ধ্বংসই করলেনই তারা বেশী। আসল কথা উচ্চ শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তারা সকলেই বিশেষ করে গীরনডিস্ট ম্যান-অব-দি মাউনটেন, আর সি ডোরিয়ান আবেগ-প্রবণ-অন্ধ জনতার মতোই কাজ করেছিলেন।

পারিষদিক জনতা সব সময়ই ইঙ্গিতে চলে। এবং সাধারণ জনতার ক্ষেত্রে যখন এখানেও তেমনি প্রতিপত্তিসম্পন্ন নেতৃবর্গের কাছ থেকেই সে ঈঙ্গিত বা প্রভাব আসে। কিন্তু পারিষদিক জনতার বেলায় এভাবে প্রভাবিত হওয়ার একটি নির্ধারিত সীমা রয়েছে।

পরিষদের সভ্যদের স্থানীয় ও আঞ্চলিক কোন কোন ব্যাপারে এমনই কিছু কিছু বদ্ধমূল বিশ্বাস থাকে, যা হাজার যুক্তিতর্ক দিয়েও নড়ানো যায় না। এমন কি ডেমস্থিনীসের মতো বাগ্মীও যদি আপ্রাণ চেষ্টা করেন তবুও পারষদিক জনতার সভ্যরা বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে, (যেমন ধরুন মাদক দ্রব্য চুলাইয়ের স্থানীয় সুযোগ বা আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করে দেশের শিল্পাদি রক্ষা) তাদের এলাকার প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ভোটারদের স্বার্থের পরিপন্থী ভোট দিতে

www.pathagar.com

রাজী হবেন না। এই সমস্ত প্রতিপত্তিশালী ভোটারদের মতামত পরিষদের সভ্যদের এমনভাবে প্রভাবান্বিত করে রাখে যে, অন্যদিক থেকে যে-কোন প্রস্তাবই আসুক না কেন, পূর্ব নির্ধারিত মত থেকে কেউ তাদের এতটুকু নড়াতে পারে না। (ভবিষ্যতে পরিষদের আসন হারাতে হতে পারে, এই ভয় তাদের মনে সব সময় কাজ করতে থাকে)।

তবে সাধারণ ব্যাপারে—যেমন ধরুন, কোন মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত বা কোন প্রকার কর ধার্য করার ব্যাপারে—সভ্যদের কোন বাঁধাধরা মতামত থাকে না। সাধারণতঃ জনতা অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের ন্যায় সেখানে নেতৃবর্গের নির্দেশানুক্রমে তাদের মতামতের হেরফের হয়ে থাকে। তাই বলে মাঝে মাঝে দলের নেতৃবর্গ যে ডেপুটীদের (ফরাসী পরিষদের সভ্য) পূর্ব বিধৃত মতামত থেকে একেবারেই যে বিচলিত করতে পারে না, তা নয়। প্রমাণ স্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সময় সময় বিশেষ বিশেষ ডেপুটীরা রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে এখানে যে ব্যাপারে ভোট দিতে রাজী হলেন না, পরবর্তীকালে আবার ঠিক তার পরিপন্থী সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষেই অনুমোদন জ্ঞাপন করেন।

পূর্বালোচিত বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে এটা বোঝা গেল যে, যখন কোন নূতন পরিষদ বসে তখন উক্ত পরিষদ কোন কোন ব্যাপার সম্বন্ধে একটা দৃঢ়মূল মতামত পোষণ করলে আবার কোন কোন ব্যাপারে নিয়ত পরিবর্তনশীল ধারণার অনুগামী হয়ে থাকেন। তবে মোটের উপর—যেহেতু সাধারণ ব্যাপারাদি সংখ্যায় গরিষ্ঠ, পারিষদিক জনতা অধিকাংশ সময়ই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় থাকেন ভোটারদের ভয়ই হচ্ছে, তাদের মনে এ দ্বিধার প্রধান কারণ।

এতদসত্ত্বেও এটাই সত্য যে, দলীয় নেতারাই অধিকাংশ ব্যাপারে—যে সম্বন্ধে সদস্যরা পূর্ব থেকেই কোন মত গঠন করেননি—পারিষদিক-জনতাকে পরিচালিত করে।

বলতে কি, এই ধরনের নেতৃবৃন্দই পরিষদগৃহের নেতৃত্ব গ্রহণ করে থাকেন। এক কথায়, তারাই পরিষদের সর্বময় কর্তা হিসাবে দেখা দেন। মনুষ্য জনতা দলীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে পারেন না। তাই বোধ হয়

www.pathagar.com

পরিষদে ভোটাভুটির সত্যিকারের অর্থ হচ্ছে : পারিষদিক জনতায় নেতৃস্থানীয় গোটা কয়েক লোকই মতামত নিয়ন্ত্রণ করেন।

পরিষদের কোন ব্যাপারে দলীয় নেতৃবৃন্দের প্রভাব কেবলমাত্র তাদের প্রদত্ত যুক্তিতর্কের উপরই নির্ভর করে, তা নয়। সেটা বরং তাদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। এর প্রমাণ : দেখা গেছে যে যখনই কোন নেতা তাঁর প্রতিপত্তি হারিয়েছেন, সেই মুহূর্তে তাঁর প্রভাবও শেষ হয়ে গেছে।

রাজনৈতিক নেতাদের এই প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ ব্যক্তি এবং তা তাদের সুনাম ও কীর্তিকলাপের উপর অতটা নির্ভর করে না। এ সম্বন্ধে ১৮৪৮ সালে ফরাসী পরিষদের সভ্য এম. জে. সাইমন (M. Jule Simon) কয়েকটি বিশেষ ধরনের উদাহরণ দিয়েছেন :

"লুই নেপোলিয়ন, ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার দু'মাস আগে পর্যন্ত এতটুকু পরিচিত ছিলেন না।

"ভিক্টর হুগো (Victor Hugo) বহুবার পরিষদের মঞ্চে আরোহণ করে বক্তৃতা করেছেন বটে, কিন্তু সেখানে তিনি ততটা নাম করে যেতে পারেননি। ফেলিক্স পীয়াট (Felix Pyat) এর মতো তাঁর (Victor Hugo-র) যুক্তিতর্ক যদিও আইনজ্ঞরা মনযোগ সহকারে শুনত তবুও পীয়াটের মতো উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করতে পারেননি। ভলেবেল আমার কাছে পীয়াট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বললেন, আমি পীয়াটের যুক্তিতর্ক ও চিন্তাধারাকে যদিও পছন্দ করিনি তবুও একথা মানতেই হবে যে, তিনি ফরাসীদের বিখ্যাত লেখকদের অন্যতম ও ফরাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বাগ্মী। আবার, এডগার কুইনেট (Edgar Quinet) অসাধারণ ধী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও পারিষদিক সভায় তিনি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সম্মান লাভ করতে পারেন নি। তিনি পরিষদের বৈঠক বসার পূর্ব পর্যন্ত সম্মানিত হতেন বটে, কিন্তু পরিষদ চলাকালে তার ভাগ্য আর ততটা লোক-প্রিয়তা জুটত না।

"রাজনৈতিক সভাসমিতি বা পরিষদে মনীষী বা প্রতিভাবানরা কোন দিনই নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না। পারিষদিক জনতা সর্বদা তাদেরই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে যারা সমগ্র দেশের স্বার্থের চাইতে কালোপযোগী

www.pathagar.com

কথাবার্তা বলতে ও দলীয় স্বার্থ তুলে ধরতে অত্যধিক পারদর্শী। গুরুতর প্রয়োজন বোধে ১৮৪৮ (খ্রী) সালে লামারটাইন (Lamartine)-কে ও ১৮৭১ (খ্রী) সালে থিয়ারস্ (Thiers)-কেই মাথায় করে নাচতে থাকে। অবাক হবার কথা যে বিপোদোত্তীর্ণ হওয়ার সাথেই অতি সহজে পরিষদ জনতা তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা ভুলে গেল। এখানে পূর্বোক্ত পরিচ্ছদ টেনে আমার প্রধান কারণ অনেকগুলি ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য নয় সেটা বরং জনতা কখনও যে সত্যিকার অর্থে তাদের কাজের জন্য—না সে দলের সাথেই হোক বা দেশের জন্যই হোক- শ্রদ্ধা করে না সেটাই প্রমাণ করার জন্য তারা যখন কোন নেতাকে মান্য করে সেটা করতে হবে নেতার ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি বা মর্যাদার জন্য। তাদের এ বশ্যত-কোন স্বার্থ বা কৃতজ্ঞতার অনুভূতি থেকে নয়।

অতএব, নিয়ত এটাই দেখা যায় যে, যখন কোন নেতা আত্মমর্যাদাসহ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হন, তখন তিনি অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা ব্যবহারে সক্ষম হন। একথা কার না জানা আছে যে, বহু বছর ধরে পরিষদে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করা সত্ত্বেও হালের নির্বাচনে জনৈক ডেপুটী (M. Clemenceon) অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়ার ফলে, একেবারে গো হারা হেরে গিয়েছেন। পরিষদে উক্ত ডেপুটীর প্রভাব প্রতিপত্তি একদিন এতই অসীম ছিল যে, তার সামান্যতম ইঙ্গিতেই ফরাসী ক্যাবিনেট (Cabinet) পর্যন্ত ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যেতো। জনৈক লেখক তার প্রতিপত্তি ও কৃতকর্মের ফলাফল সম্বন্ধে লিখেছেন :

"M. X-এর কারণে আমাদের টনকিন (Tonkin)-র জন্য যত না ক্ষতি হতো তার চাইতেও তিনগুণ অধিক ক্ষতি স্বীকার করতে হলো। তার কারণে আমাদের মাদাগাস্কারের ব্যাপারে আশাতীত দীর্ঘ সময় সঙ্কটের মধ্য দিয়ে কাটাতে হলো। এমন কি নিম্ন নাইজেরীয়া (Lower Niger) অঞ্চলে তার কারণেই আমাদের একটি সাম্রাজ্য পর্যন্ত হারাতে হয়েছে। মিসরে পর্যন্ত ফরাসী প্রধান্য নষ্ট হলো। এক কথায় MX—প্রদর্শিত পথে চলে ফরাসী জাতিকে, প্রথম নেপোলিয়নের কৃত কর্মের জন্য যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার চাইতেও অধিক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হলো।"

কিন্তু ঐ জননেতার বিরুদ্ধে অযথা বিষাক্ত মনোভাব পোষণ করা সঙ্গত হবে না। একথা সত্যি যে, তাঁর জন্য আমাদের অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে।

www.pathagar.com

কিন্তু তাঁর প্রতিপত্তির কারণ ছিল যে, তিনি জনতার মত অনুসরণ করে চলেছিলেন। এবং উপনিবেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে তার মত, তখন যথাযথ বলে জনতার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল। কোন নেতাই সর্বসাধারণের গৃহীত মতের উর্ধ্বে উঠতে পারেন না। প্রায় সব সময়ই সমস্ত ভুলভ্রান্তিসহ চলতি মতামতকেই তার অনুসরণ করে চলতে হয়।

জনতাকে বশে রাখতে জনতাকে ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি ছাড়া আর কি কি হাতিয়ার অবলম্বন করতে হয় সে সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তার পক্ষে সেই সমস্ত হাতিয়ার ব্যবহার করার আগে, জনতার মনস্তত্ত্বের সঙ্গে তার পরিচিত হতে হবে। শুধু তাই নয়, স্বানুকূল্যে আনার জন্য কিভাবে তাদের ডাক দিতে হবে তাও জানতে হবে। অর্থাৎ নেতার জানতে হবে কি অর্থপূর্ণ শব্দ, কোন ধরনের বাক্য বিন্যাস ও উপমাদি ব্যবহার করে জনতাকে স্বপক্ষ-প্রবণ করে তুলতে হবে। মোট কথা নেতাকে একজন বিশেষ গুণ-সম্পন্ন তেজস্বী বাগ্মী হতে হবে। জনতাকে স্বমতে চালিত করার পথে কোথায় কিভাবে থামতে হবে—কখন একই কথার প্রমাণাদি না দিয়ে শুধু পুনরুক্তি করে অতি সংক্ষিপ্ত যুক্তি সহকারে সুন্দর সুন্দর উপমা দিয়ে কল্পনাকে আচ্ছন্ন করতে হবে। বর্ণিত সব কিছু কিন্তু সুচারুরূপে জানতে হবে।

এই ধরনের পটু বাগ্মীতাই সব দেশের পারিষদিক সংস্থায় কার্যকরী হতে দেখা যায়। এমনকি ইংরেজদের আইন পরিষদ পার্লামেন্টেও এর খুব বেশী একটা ব্যতিক্রম হতে দেখা যায় না। যদিও সেটাই পৃথিবীর অন্যান্য পরিষদের তুলনায় সব চাইতে সজাগ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।

ইংরেজ দার্শনিক মেইন (Maine) বলেছেন: "ইংরেজদের আইন পরিষদের তর্ক-বিতর্কগুলির (debates) দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় যে সেটা দুর্বল যৌক্তিকতা ভিত্তিক সাধারণ উক্তিমাত্র অথবা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বিরুদ্ধ মন্তব্য মাত্র। সূত্রের বর্ণিত ভিত্তিতে ইংরেজী-আইন পরিষদের উক্তিগুলি গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত করে থাকে। জনতাকে দিয়ে (পারিষদিক জনতা হলেও এর কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় না) মামুলী চিন্তাধারা পর্যন্ত (যা বুদ্ধি বিচারে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়) অতি সহজেই গ্রহণ করান যায়। যদি কি সে-সব চিন্তাধারা জোরদার শব্দের মাধ্যমে তাদের কাছে তুলে ধরা যায়।"

www.pathagar.com

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে আমরা যেখানে 'জোরদার শব্দের' (Striking terms) কথা উল্লেখ করেছি সেটার উপর এখানে খুব বেশী জোর দেওয়ার কারণ নেই। যেহেতু আমরা ইতিপূর্বে বহুবারই শব্দ ও বাক্যাংশের অভাবনীয় ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছি। শব্দ ও বাক্যাংশ এমনভাবে প্রযোজিত করতে হবে যাতে করে জনতার সম্মুখে ঘটনা বা বক্তব্যের একটা স্পষ্টের প্রতিকৃতি ভেসে উঠে!

ফরাসী আইনপরিষদে জনৈক রাজনৈতিক নেতা প্রদত্ত ভাষণ থেকে কিছু উদ্ধৃত করলে—শব্দ বা বাক্যাংশের যে কি অপরিসীম ক্ষমতা তা বেশ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

'যখন অপবাদ-দুষ্ট রাজনৈতিক নেতাকে ও খুনের দায়ে অভিযুক্ত এ্যানার্কিস্টকে একই জাহাজে ম্যালেরিয়াচ্ছন্ন দ্বীপে নির্বাসনে নিয়ে যাওয়া হবে তখন তারা পরস্পর সাথে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পেয়ে যে তারা দু'জন একই সমাজের ব্যবস্থার পরিপূরক দুটি প্রতীক। এটাও বেশ বুঝতে পারবে।'

পরিষদ এই ধরনের একটা ইঙ্গিত করার সাথে সাথে বক্তার শত্রুদের মনে একটি আতঙ্কের সৃষ্টি হলো—তারা মনে করলো যে এটা যেন তাদের শাসন করা হচ্ছে। তাদের মনে এমনি এখন একটি ভীতির সঞ্চার হলো যেমন হয়েছিল রবসপিয়ারের অস্পষ্ট (vague) বক্তৃতায় শূলে চড়াবার হুমকি দিলে কনভেশনের সদস্যদের মনে। এবং সেই ভয়েই তারা সব তাঁর নিকট আত্মসমার্পনে দ্বিধা করেনি।

ঘটনাকে এইভাবে অভাবনীয় ও অতিরঞ্জিত করে তোলাটা নেতাদের স্বার্থোদ্ধারের পক্ষে একান্ত সহায়ক। যে বাগ্মীর কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করলাম, তিনি অতি সহজেই অর্থাৎ খুব বেশী প্রতিবাদের সম্মুখীন না হয়েই একথা গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারলেন যে ব্যাঙ্ক মালিক ও পুরোহিতবৃন্দ যারা বোমা নিক্ষেপকারীদের সাহায্য করেছেন, তাদেরও বড় বড় অর্থকরী কোম্পানীদের ডিরেকটরদের মতো শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই ধরনের দৃঢ় উক্তি তখন জনতার উপর কার্যকর হয়ে দেখা দেয়। উপস্থিত ব্যক্তিদের কেউ তখন প্রতিবাদ বা বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পায়নি এইজন্য যে তারা দেশদ্রোহী ও দুষ্কৃতিকারীদের সহায়ক বলে অভিযুক্ত হতে পারে।

www.pathagar.com

পূর্বেই বলেছি যে, এই ধরনের বক্তৃতা ইত্যাদি পরিষদে খুবই কার্যকরী হয়ে থাকে। শুধু তাই নয় সমস্যা ও সঙ্কটাদির মুহূর্তে এর শক্তি শতগুণে বৃদ্ধি পায়। বিপ্লবকালের ফরাসী পরিষদের বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রদত্ত ভাষণ ইত্যাদি অনুশীলন করলে এ সম্বন্ধে আমাদের একটা সম্যক ধারণা জন্মাবে। দলীয় নেতারা বক্তৃতাকালে ঘন ঘন থেমে যেতেন—এবং যথাযথভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ ও ন্যায়ের প্রশংসা করতেন। পরে তারা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় অত্যাচারীদের অভিশাপ দিতে দিতে শপথ করতেন যে হয় ফরাসী মাটিতে তারা স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকবেন আর না হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। পরিষদে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তাদের সেই ধরনের বক্তৃতায় এতই সম্মোহিত হয়ে পড়তেন যে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে উচ্চস্বরে করতালি দিয়ে বক্তব্যের সমর্থন জানিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসে পড়তেন।

কোন কোন সময় এ ধরনের বক্তৃতাকারীরা উচ্চ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমানও হতে পারেন। তবে কথা হচ্ছে যে; খুব বুদ্ধিমান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহায়ক না হয়ে ক্ষতির কারণই হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষা ও বুদ্ধি তো এই ধরনের অনলবর্শী বক্তৃতা প্রদানের প্রতিবন্ধক স্বরূপ। কারণ ঘটনার জটিলতার বিশ্লেষণ করে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যখন সেটাকে সহজাত সর্ববোধ করে তুলতে যান, তখন সেটা শ্রোতাদের কাছে জীবনী শক্তিহীন একঘেঁয়েমী একটা কিছু হয়ে দেখা দেয়। সমস্ত যুগের জনতারাই বিশেষ করে ফরাসী বিপ্লবের নেতারা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও স্বল্প বুদ্ধির লোক ছিলেন। এবং সেই সাথে এ-কথাও বলতে হবে যে যারাই তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বৃত্তিতে বেশী কিছুটা খাটো ছিলেন তারাই কার্যত প্রভাব-প্রতিপত্তিতে সকলের সেরা হয়ে দেখা দিয়েছিলেন।

তাঁদের মধ্যে সব চাইতে প্রসিদ্ধ রবসপিয়ারের বক্তৃতাগুলির অসংলগ্নতার কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। ঐ ধরনের বক্তৃতা নিয়ে তিনি কি করে নিরঙ্কুশ একজন ক্ষমতাসম্পন্ন নেতা হলেন সেটা ভেবেই পাওয়া যায় না।

"তাঁর মন ছিল নিতান্তই অনুন্নত ও বৈশিষ্ট্যহীন—শিশুমন তুল্য। আর তার সঙ্গে ছিল কতকগুলি তুচ্ছ মন্তব্য ও স্কুল-শিক্ষাসুলভ বাহুল্য ভরা বক্তৃতা ও ল্যাটিন সংস্কৃতির ভড়ং। আক্রমণ ও প্রতিরোধ সম্বন্ধে তাঁর

www.pathagar.com

ধারণা ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রের ন্যায় ছিল তাঁর অবাধ্য মনোভাব। কোন বিশেষ উচ্চভাব সুষ্ঠু শব্দ বিন্যাস বা হৃদয়গ্রাহী বাক্য প্রয়োগ তাঁর বক্তৃতায় দেখতে পাওয়া যেত না। শুধু ছিল উচ্ছ্বসিত কথার ফুলঝুরি যা শেষ পর্যন্ত শ্রোতাকে ক্লান্ত ও বিরক্ত করে তুলতো। এই বিরক্তকর নীরস বক্তৃতার কিছুটা পাঠ করলে স্বতঃই 'ক্যা মিল ডেস্‌মৌলিলস্'-এর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে চিৎকার করে বলতে হয় 'ও'।

সঙ্কীর্ণমনা প্রতিপত্তিশালী নেতারা যদি কোন বিশেষ ধারণা বা বিশ্বাসকে মেনে নিয়ে একান্ত সত্য বলে প্রচার করতে থাকেন, তাহলে সেই প্রচারণা যে কি দুর্বার ও ভয়ংকর হয়ে দেখা দিতে পারে তা ভাবতে গা শিউরে উঠে। এতদসত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ঐ রূপ মনোভাবাপন্ন না হলে বাধাবিপত্তি উল্লঙ্ঘন বা কোন কার্য সমাধান স্বপক্ষে প্রবল ইচ্ছাশক্তি উজ্জীবিত করা সম্ভবপর নয়। জনতা সাধারণতঃ মনোবলে বলীয়ান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিদেরই নেতৃস্থানীয় বলে স্বীকৃতি জানানোর জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।

পরিষদে প্রদত্ত কোন কোন বক্তৃতা বা ভাষণের কার্যকারিতা বিষয়বস্তুর যৌক্তিকতার চাইতে বাগ্মীর ব্যক্তিত্বের উপরই বিশেষ করে নির্ভরশীল। এর সত্যতা তখনই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে, যখনই দেখি যে পরিষদের কোন সভ্য কোন কারণে তার সম্মান বা খ্যাতি হারিয়ে ফেলেন। তখন তার সমস্ত প্রভাব বিলুপ্ত, অর্থাৎ তিনি আর তার পর আশানুরূপ ভোট সংগ্রহ করতে সমর্থ হন না।

কোন অপরিচিত বক্তা যদি খুব একটা সারগর্ভ বক্তৃতা করার জন্য এগিয়ে আসেন, তাহলে অনেকে তার কথা শুনবে বটে কিন্তু খুব কম সংখ্যক লোকই তৎদ্বারা উদ্বুদ্ধ হবে। একজন তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন মনোবিজ্ঞানী ডেপুটি এম. দ্য-সবে (M. De Saubs) কোন মর্যাদাহীন ডেপুটী সম্বন্ধে নিম্নোক্ত পরিচ্ছদে একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন :

"সভ্যটি পরিষদে দাঁড়িয়ে তার ফাইল থেকে বক্তৃতার কাগজটি বের করেন, তাকে খুব যথারীতি খুলে ধরেন এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে শুরু করেন.....

"তিনি শুরুতেই এই বিশ্বাসপ্রণোদিত হয়ে অগ্রসর হন যে তিনি সহজেই তার বক্তব্যের যৌক্তিকতা দেখিয়ে শ্রোতাদের স্বপক্ষে টানতে সক্ষম হবেন।

www.pathagar.com

তাঁর যুক্তিগুলিকে তিনি মনে মনে নানাভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখেছেন, তিনি সমস্ত তথ্য ও প্রমাণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল হয়েছেন। তিনি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেছেন যে, শ্রোতাদের বিশ্বাস তিনি অর্জন করতে সক্ষম হবেন···

এত কিছু ভেবে চিন্তে তিনি শেষ পর্যন্ত যখন বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। তখন সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, ইতিমধ্যে সমগ্র সভাগৃহ যে তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে খানিকটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে—সেটা দেখে তিনি মনে মনে বেশ কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে পড়লেন।

"এটা কেমন কথা যে সভাগৃহ শান্ত হয়ে তাকে শুনবে না। তারা সবাই কেন এতটা অমনোযোগী হবে। সভাগৃহের কতিপয় ডেপুটিই বা কেন নিজেদের আলাপ-আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। কেউ কেউ আবার তাদের যথাযথ স্থান ত্যাগ করে বাইরে যাচ্ছে কেন—কী তাদের এমন জরুরী কাজ থাকতে পারে।

সদস্যদের এবংবিধ ব্যবহারের বা আচরণের সাথে সাথে তার আন্তরিক অস্বস্তি সারা মুখে ভেসে ওঠে। তিনি মুখটা কিছুটা বিকৃত করে নিম্নে নেমে পড়েন। সভাপতির উৎসাহ পেয়ে তিনি উচ্চতর গলায় আবার শুরু করলেন। কিন্তু ফল হলো উল্টো। শ্রোতারা তার বক্তব্যের প্রতি আরো বেশী অমনোযোগী হয়ে পড়লো। প্রতিক্রিয়া হিসেবে তিনি তার গলার স্বর আরো চড়ালেন ও অঙ্গভঙ্গি করে বলতে চেষ্টা করলেন। নতীজা দাঁড়াল: তার চারিদিকে আরো বেশী গোলমাল বেড়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত তিনি তখন নিজের কথা নিজেই শুনতে অপারগ হয়ে পড়লেন—তিনি আবার থামলেন। কিন্তু তার নীরবতা সদস্যদের কাছ থেকে তার বক্তব্যকে ক্ষান্ত করে দেবার অনুরোধ আসতে পারে ভেবে তিনি সাথে সাথে আবার শুরু করলেন। কিন্তু দেখা গেল ইতিমধ্যে সমগ্র সভাগৃহে একটা অভাবনীয় গোলমাল শুরু হয়ে গেছে।

পারিষদিক জনতা যখন একটা বিশেষ আবেগাকুল স্তরে পৌঁছায়, তখন সেটা একটা বিমিশ্র জনতার পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় এবং চরম আবেগ ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। পারিষদিক জনতা যেমন অনেক সময় গৌরবময় কাজ করতে পারে, ঠিক তেমনি অনেক হীনতর কাজেও লিপ্ত হতে পারে।

www.pathagar.com

পরিষদের সদস্য পারিষদিক জনতাস্তর্ভুক্ত বলেই নিজস্ব সত্তা একেবারে হারিয়ে ফেলে। এই ধরনের জনতাস্তর্ভুক্ত এত সর্বগ্রাসী যে উক্ত সদস্য আত্মস্বার্থের বিরুদ্ধে পর্যন্ত ভোট দিতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করে না।

পারিষদিক জনতা যে আবেগ ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত ও প্ররোচিত হলে সম্পূর্ণরূপে আত্মানুভূতি হারিয়ে ফেলতে পারে এবং যে প্রস্তাব তাদের স্বার্থের একান্ত পরিপন্থী তা'ও গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না, তার প্রমাণ আমরা ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পাঠ করলেই ভালভাবে জানতে পারি। ফরাসী 'শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী সংস্থা' (Constituent Assembly'র বৈঠক কালীন কোন এক সম্ভ্রান্ত শ্রেণী যখন তাদের সুযোগ-সুবিধা পরিত্যাগ করলো—তখন সেটা যে জনতা মানসিকতারই অভিব্যক্তি—সে-কথা না বললেও কারো বুঝে নিতে এতটুকু কষ্ট হবে না।

ফরাসী Convention-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যখন ঘোষণা করলো যে তারা এ দেশের অন্যান্য নাগরিকের মতোই কৃতকার্যের জন্য দায়ী, তখন তারা যে নিজেদের মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দিলো একথা না বললেও কারো বুঝে নিতে বাকী থাকে নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তবুও তারা তা করলো: নিজেদেকে এই ধরনের ভয়ঙ্কর একটা পরিণতির মুখে ঠেলে দিল। এটা যে তারা করলো তার প্রধান কারণ হচ্ছে তারা তাদের নেতৃস্থানীয়দের হাতে সম্মোহিত ব্যক্তিদের ন্যায় ধরা পড়েছিল বলে।

কলো ড' হারবই (Collot d' Herbois), কুঁথো (Conthou) এবং রবস্‌পিয়ারের প্রতি সম্মানসূচক শোভাযাত্রা বের করে ফরাসী প্রতিনিধি সভা (Convention) স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে বার বার ঐ খুনি সরকারকে ভোট দ্বারা নির্বাচিত করেছিল। যদিও চরমপন্থীরা খুনি বলে ঐ সরকারকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত। চরমপন্থীরা নরমপন্থীদের প্রত্যেক দশম ব্যক্তিকে হত্যা করার দরুন ওর প্রতি তাদের অশ্রদ্ধাও ছিল অপরিসীম। চরমপন্থী ও নরমপন্থী সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু উভয় দলই শেষ পর্যন্ত নিজেদের আত্মহত্যার সহায়তা করতে সম্মতি জ্ঞাপন করলো। বলতে কি বাইশ নং পাইরিয়াল প্রতিনিধি সভা আইন অনুমোদন করে প্রকারান্তে জল্লাদের হাতেই নিজেদেরকে সমর্পণ করেছিল। এটা সর্বজনবিদিত যে ৮ই থারমিডার (ফরাসী বিপ্লবের

www.pathagar.com

ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী জুলাই-আগস্ট মাস) রব্‌স্‌পিয়ারের বক্তৃতার পরের পনের মিনিট পর অম্‌নি ধরনের একটি ব্যবস্থা আবার গ্রহণ করা হয়েছিল।''

ভারেন (Varennes)-এর জীবনী থেকে গৃহীত অংশ থেকে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

"আমরা আজ যে সিদ্ধান্তের জন্য নিন্দিত তা আমরা ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার একদিন আগেও ভাবতে পারিনি যে গ্রহণ করবো। সময় ও সমস্যা ছাড়া অন্য কিছু আমাদের সে সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারতো না।"

ফরাসী কনভেশনের বৈঠকের পারিষদিক জনতাকে এমনি ধারা ভাবাবেগ দোষে দুষ্ট একটা অবাঞ্ছিত অবস্থায় পাওয়া গেছে :

টেইন্ (Taine) বলেছেন, "কনভেনশনের সদস্যরা বা সভ্যরা অনেক সময় ভাবাবেগে এতটা অন্ধ হয়ে গেছেন যে মারাত্মক মারাত্মক আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তন করতে (যথা নির্দোষ ব্যক্তি ও বন্ধুবান্ধব নিধন সম্পর্কিত আইন ইত্যাদি) তারা এতটুকু দ্বিধা বোধ করেননি। বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থীদের সহযোগিতায় নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী ড্যানটন্ (Danton)-কে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাতে দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের সহযোগিতায় 'বিপ্লবী সরকারে' ঘৃণিত আইন কার্যকরীকরণে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

অনেকের কাছে পূর্ব বর্ণিত ব্যাপারাদি অবাঞ্ছিত ও মর্মন্তুদ বলে মনে হলেও ঘটনাগুলি কিন্তু নির্ভেজাল সত্য। পারিষদিক জনতা আবেগাকুল ও প্রভাবান্বিত হয়ে পড়লে তার কার্যকলাপে উক্ত ধরনের লক্ষণাদির অভিব্যক্তি নিয়তই দেখা যায়। তারা তখন গড্ডালিকার মতো সহজ ইঙ্গিতানুগ হয়ে পড়ে। গণতন্ত্রে পরম বিশ্বাসী পরিষদ সভ্য এম. স্পুলার (M. Spuller)-এর ১৮৭৮ (খ্রী) সনের পরিষদের ক্রিয়া কলাপাদির বর্ণনা থেকে এটা আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমি 'রিভোলিটেরিয়া' পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি এবং এ বর্ণনা সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এতে পূর্বে আমরা সাধারণ জনতার যে লক্ষণাদির বিশ্লেষণ করেছি তা দেখা যায়। —অর্থাৎ, অতি উগ্রভাব প্রবণতা অতিরিক্ত পরিবর্তনশীলতা যার ফলে সংসদ মুহূর্তে মুহূর্তে এক জাতীয় সিদ্ধান্ত থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রলুব্ধ হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

রিপাবলিকান পার্টি (প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী দল) ধ্বংস হলো, আত্মবিচ্ছেদ, ঈর্ষা, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ এবং তৎসঙ্গে তার অন্ধ আত্মম্ভরিতা ও সীমাহীন আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্য। এবং আন্তরিকতা ও অকপটতাও যেমন ছিল, তেমনই ছিল সার্বজনীন অবিশ্বাস। দেখতে পাই যে, তাদের মধ্যে আইনের কোন ধারণাই ছিল না—না ছিল নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে কোন বোধ কিন্তু অসম্ভব ছিল তাদের ভীতি ও বিভ্রম। কৃষক ও শিশু এ ব্যাপারে একই পর্যায়ের। তাদের প্রশান্তি যেমন বিস্ময়কর তাদের অস্থিরতা তেমনি বিস্ময়কর। তাদের হিংস্রতা ও বশ্যতা সমভাবে প্রকট। এর কারণ শিক্ষার অভাব ও মন মেজাজের অপরিণতি। এসব লোক কিছুতেই বিস্মৃত হয় না, আবার সব কিছুতেই হতভম্ব হয়ে পড়ে। এই ভয়ে কাঁপছে, এই আবার সাহসিকতায় মহাবীরত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। হয় আগুন পানি উপেক্ষা করে অগ্রসর হচ্ছে, না হয়তো ছায়া দেখেই ভয়ে পালাচ্ছে। তাদের মধ্যে কৃত কার্যের কারণাদি যে কি সে সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। তারা যত সহজে নিরাশ হয়, তত সহজেই উল্লসিত হয়ে ওঠে। তারা সর্বপ্রকার আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা উত্তেজিত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কোন সময়ই, তাদের মধ্যে যে অবস্থায় যে মেজাজের প্রয়োজন তা পরিলক্ষিত হয় না। পানির চাইতেও তরল তারা—তাদের মধ্যে সব খুঁটিনাটি ভাবই প্রতিবিম্বিত হয় এবং তারা সব রকম চেহারাই ধারণ করতে পারে। জিজ্ঞাসা আসে এহেন জনতার দ্বারা আর কি ধরনের সরকার বা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে!

তবে পারিষদিক জনতা সম্বন্ধে এতকিছু জানা সত্ত্বেও আমাদের একথা ভাবলে চলবে না যে পারিষদিক জনতা নিয়তই এমন ধারা একটা অবাঞ্ছিত ক্রিয়া-কলাপে লিপ্ত থাকে। পারিষদিক জমায়েৎ (জনতার্থে) কেবলমাত্র মাঝে মধ্যেই জনতার চারিত্রিক লক্ষণাদি দিয়ে প্রকাশ পায়। পরিষদের সদস্যরা অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের বিশিষ্ট ব্যক্তি সত্ত্বা বজায় রাখতে সক্ষম হন এবং সেইহেতু তাদের দ্বারা দেশোপযোগী আইন-কানুনও প্রণয়ন করা সম্ভব। সেই সাথে একথাও সত্য যে সামাজিক আইন-কানুনগুলি সাধারণতঃ সমস্ত সভ্যের চাইতে গোটা কয়েক বিশেষজ্ঞের হাতেই রূপ নেয়। প্রকৃত-পক্ষে ঐ বিশেষ ব্যক্তিদের জন্যই সেগুলো আইনে পরিণত হয়। এবং এই

www.pathagar.com

সমস্ত আইন-কানুন অত্যন্ত উত্তম হয়ে থাকে। তবে এই সমস্ত আইন-কানুনের তখনই ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম হতে থাকে যখন তার অতিমাত্রায় সংশোধনের চেষ্টা করা হয়। সংশোধনী প্রস্তাবাদি স্বভাবতঃ সভ্য বা সদস্যদের জোট বাঁধারই ফলাফল। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, জনতার কৃতকার্যাদি ব্যক্তিকৃত-কার্যাদির তুলনায় খুবই নিম্নমানের হয়ে থাকে। এই বিশেষজ্ঞরাই মূলতঃ পরিষদকে নিয়ত অশুভ আইন প্রণয়ন করা থেকে নিবৃত্ত করেন। ধরতে গেলে তখন এই বিশেষজ্ঞরাই পারিষাদিক জনতাকে নেতৃত্ব দান করেন। পারিষদ তাদের উপরে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, তাই বরং পরিষদের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকেন।

পারিষদিক ব্যবস্থায় পরিষদের কার্যকলাপাদি সংক্রান্ত নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এটা একান্ত সত্য যে মানব ইতিহাসে শাসন-ব্যবস্থা হিসেবে পারিষদিক শাসন ব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট এবং কেবলমাত্র এই প্রকার শাসন প্রণালীই সমাজকে 'ব্যক্তি-অত্যাচার' থেকে দূরে রাখতে সক্ষম। লেখক, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, কলাবিশারদ, শিল্পী প্রমুখ এক কথায় যারা সভ্যতায় অবদান রেখেছেন এদের সকলের জন্যই এটা একটা বাঞ্ছনীয় শাসন-ব্যবস্থা।

তবে এ ধরনের শাসন-ব্যবস্থা বাস্তবে যে একেবারে ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন তা নয়। এতে প্রধানত দুটি মারাত্মক ধরনের ত্রুটি বর্তমান : (ক) তার প্রথমটি হচ্ছে আর্থিক অপচয় (খ) দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধ সম্ভাবনা।

ত্রুটি দুটির প্রথমটি সাধারণতঃ ভোটদাতাদের অদূরদৃষ্টি ও সঙ্কটাদির কারণে সৃষ্ট। পরিষদের কোন সভ্য যদি এহেন কোন প্রস্তাব আনেন যা গণতান্ত্রিক মতামতের অনুকূলে—যেমন ধরুন শ্রমিকদের বার্ধক্য-ভাতা—তাহলে প্রায় সকল সদস্যই তাতে রায় দেবেন। যদিও তখন অনেকেই একথা জানেন যে সে ধরনের অর্থ সাহায্য দেশের অর্থ তহবিলের উপর একটা বড় রকমের চাপ আনবে এবং যার ফলে নূতন নূতন করধার্য করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। পরিষদের উক্ত ধরনের প্রস্তাব একবার পরিবেশিত হলে কারো পক্ষে তার প্রতিকূলে রায় দেবার উপায় থাকে না। উক্ত ধরনের ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব করতে সদস্যদের ব্যক্তিগত কোন ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকলেও তারা ভবিষ্যতে নির্বাচনে যেতে হবে জেনে, কোন

www.pathagar.com

অবস্থাতেই প্রস্তাবাদির বিরোধিতা করবেন না। অর্থের অপচয়ের সাথে সাথে গণতন্ত্রে আরো যে একটা ত্রুটি অনুপ্রবেশ করে সেটা হচ্ছে: আঞ্চলিক ব্যয় বরাদ্দ। পরিষদের কোন সদস্য কোন বিশেষ অঞ্চলের জন্য অর্থব্যয়ের প্রস্তাব করলে তা অন্য সদস্যেরা নাচক করতে পারে না, যদিও সেটা দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিক থেকে অনাবশ্যক। ফলে পরিষদের প্রতিটি সদস্যকেই তার নিজস্ব এলাকার ভোটারদের তুষ্ট রাখার জন্য মাঝে মাঝে কিছু-না-কিছু আঞ্চলিক সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হয় বলে অন্যান্য সদস্যের সহায়তার প্রয়োজন বিধায় এই আঞ্চলিক ব্যয়ও আর রোধ করতে পারেন না।

গণতন্ত্রের দ্বিতীয় ত্রুটিটি হয় যা খুব সহজে চোখে না পড়লেও নির্ভেজাল সত্য। পারিষদিক কার্যাবলীর দ্বারা ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্কোচন ঘটে। পারিষদিক শাসন-ব্যবস্থায় (Parliamentary Goverment) পরিষদ-প্রণীত অসংখ্য আইন-কানুনের কারণেই ব্যক্তি স্বাধীনতা বহুলাংশে সীমিত ও সঙ্কুচিত হয়। এমন কি ইংলণ্ডের পারিষদিক শাসন ব্যবস্থায়ও (যেখানকার পরিষদ সদস্য কিন্তু ভোটারদের প্রভাব থেকে অনেকখানি মুক্ত) এ ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসর (Herbert Spencer) তাঁর একটা প্রবন্ধে বলেছেন যে আপাত-প্রতীয়মান স্বাধীনতা যত বাড়ে, প্রকৃত স্বাধীনতা ততই হ্রাস পায়। এই কথারই পুনরাবৃত্তি করে তিনি তাঁর অধুনা প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ: The man vs The State-এ বৃটিশ পার্লামেণ্ট সম্বন্ধে বলেছেন: "ইংরেজদের আইন পরিষদে অধুনা এমন অনেক আইন-কানুন প্রণীত হচ্ছে যার ফলে দিনকে দিন ব্যক্তি স্বাধীনতা দুভাবে খর্বিত হয়ে চলেছে: (ক) প্রথমত: আইনগুলি নাগরিকদের এমন অনেক কার্য করতে বাধ্য করছে, যা পূর্বে করা, না করা তাদের নিজেদের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করতো। (খ) দ্বিতীয়ত এছাড়া দিনকে দিন তাদের উপর জাতীয় ও আঞ্চলিক এমন অনেক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে যার ফলে তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। পূর্বে যে মুনাফা সে নিজ ইচ্ছামতো ব্যয় করতে পারতো তার অংশ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং যে অংশ সরকারী কর্মচারীরা নিজ খেয়াল খুশি মতো ব্যয় করবে বলে বরাদ্দ করা হচ্ছে, তার পরিমাণই বরং বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

www.pathagar.com

দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসর 'ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হবার' কথা উল্লেখ করেছেন বটে তবে তিনি 'সঙ্কোচন' কার্যটি প্রত্যেক ব্যক্তির বেলাতে যে একটা বিশেষ ভঙ্গিতে সাধিত হয় সে-কথা উল্লেখ করেন নি। এই ধরনের অসংখ্য আইন-কানুন যার প্রতিটি আইন-কানুনই কিছু-না-কিছু স্বাধীনতা খর্ব করে—স্বভাবতঃই যে-সব কর্মচারীকে দিন দিন সমাজে এই সব আইনের প্রয়োগের দায়িত্বে দেওয়া হয় তাদের সংখ্যা, ক্ষমতা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। এই কৃত্যকারীরাই পরিশেষে দেশের প্রকৃত অধিনায়ক হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া সরকারী ক্ষমতার নিয়ত পরিবর্তনের ফলে উক্ত শাসক সম্প্রদায় যাদের রদবদল নেই বললেই চলে—দায়িত্বহীন দীর্ঘস্থায়ী একটা সংগঠন হয়ে পড়ে। ফলে এই তিন ধরনের অন্যায় বা স্বেচ্ছাচারিতা জনগণের পক্ষে দুর্বিষহ হয়ে উঠে। অনবরত এবংবিধ আইন-কানুন প্রণয়নের ফলে নাগরিকদের স্বাধীন ক্রিয়া-কলাপের পরিধি সীমিত হয়ে পড়ে। এদিকে কিন্তু স্বাধীনতার অগ্রদূতেরা মনে করেন (যদিও ভুল) যে অগণিত আইন-কানুন জাতির অপ্রতিবাদী মনোভাব (অত্যধিক আইন কানুন ও বিধি নিষেধের ফলে তারা বাধ্য হয়ে চুপ হয়ে যায়) ইত্যাদি বাড়িয়ে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে দেশের স্বাধীনতার পরিধি বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর জন্য লক্ষণীয় যে, নাগরিকদেরকে কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয় না - তা নয়। এ ধরনের নানা প্রকার বাধ্যবাধকতা (তা আইনজনিত হলেই বা কি) স্বীকার করতে করতে নাগরিকদের মনে এমন একটা মানসিকতার জন্ম নেয়, ফলে তাদের অন্তর্নিহিত সর্বপ্রকার গুণাবলী ধীরে ধীরে নির্বাপিত হয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত তারা নিষ্ক্রিয়, অপ্রতিবাদী ও অক্ষম হয়ে পড়ে।

ব্যক্তি তার স্বাধীনতা হারাতে হারাতে যখন এমন একটা অসহায় অবস্থায় এসে পৌঁছায় তখন সে বাধ্য হয়ে অন্যত্র তার অক্ষমতার ক্ষতিপূরণ প্রতিক্ষমতা খুঁজতে থাকে। এ ছাড়া আরো যে নতীজা দাঁড়ায় সে হচ্ছে ঃ ব্যক্তির অক্ষমতা ও অসহায়তার অনুপাতে শাসন সংস্থার ক্ষমতাও দিন দিন বাড়তে থাকে। এবং সেটা বাড়তে বাড়তে এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছায় যেখানে রাষ্ট্র বা সরকার 'দেবতায়' স্থলাভিষিক্ত হয়ে বসে। সেই সাথে একথাও সত্য যে কোন রাষ্ট্র বা সরকারের অক্ষমতা, অক্ষয়, অব্যয় ও প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে থাকে না। রাষ্ট্রের দেয় এই ধরনের বাধা-বন্ধ (অত্যধিক আইন ইত্যাদি কারণে) থাকলেও সেখানে

www.pathagar.com

তখনও স্বাধীনতা থাকতে পারে—এমন বিশ্বাস যাদের আছে তাদের বুঝতে গিয়ে শুধু এই কথাটাই বলা চলে—"শাসন-সংস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে ঐ ধরনের একটা বাহ্যিক স্বাধীনতা প্রায় সর্বপ্রকার সরকারের বেলাতে চোখে পড়লেও অতীত অভিজ্ঞতা ও লক্ষণাদি বিচারে দেখা যায় যে বর্তমান জামানায় অনেক সভ্যতাই তাদের অবনতিপূর্ব বার্ধক্যে এসে পৌঁছেছে। বলতে সঙ্কোচ কি, এমনটি হলে ইতিহাসে প্রতিটি মানব সভ্যতাই এই ধরনের একটা উত্থান-পতনেরই শিকার হয়ে পড়ে।

সংক্ষেপে মানব সভ্যতা বিবর্তনের স্তরগুলি নির্ণয় করা যেতে পারে বলেই এ পুস্তিকা শেষ করবার আগে আমি মোটামুটিভাবে তার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে চেষ্টা করবো। জনতা যে-সব কারণে বর্তমান জামানায় এতটা শক্তিশালী সে সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করতে হলে আমাকে এখানে মানব সভ্যতার উত্থান-পতনের একটা হদীস দেবার চেষ্টা করা উচিত।

অতীত মানব সভ্যতাগুলির উত্থান-পতনের ইতিহাস অনুধাবন করলে আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে :

মানব সভ্যতার শুরুতে বিভিন্ন গোত্রের মানুষের নানা কারণে কাছাকাছি এসে পড়েঃ যেমন ধরুন যুদ্ধ বিগ্রহ, বিজয় অভিযান ও একস্থান থেকে অন্যত্র গমন ইত্যাদি। কোন সরদার বা অধিনায়কের অধীনতাই ছিল এই ধরনের বিভিন্ন গোত্রের ও বিচিত্র ভাষাভাষী লোকের মধ্যকার একমাত্র সংযোগ সূত্র। জনতার যে মানসিক লক্ষণাদি—দুঃসাহসিকতা, আবেগপ্রবণতা, দুর্বলতা ও দুর্বিনয়—তা সবই এই ধরনের 'অসংলগ্ন জমায়েৎ'-এর মধ্যে বর্তমান। তাদের মধ্যে কোন কিছুই স্থায়ীভাবে অপরিবর্তনশীল এমনটি দেখা যায় না। তারা বর্বর।

কাল বা সময়ই শেষ পর্যন্ত সব কিছু নিষ্পন্ন করে। সমপরিবেশ, জাতিতে জাতিতে সংমিশ্রণ, দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর একই ধরনের অভাব ইত্যাদি উক্ত 'অসংলগ্ন জনতার' উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। একত্র থাকতে থাকতে উক্ত বিভিন্ন ও বিসদৃশ গোত্রাবলী বিমিশ্রিত হয়ে এক জাতিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ তখন তারা—একই আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মতামত ইত্যাদির অনুগামী হয়ে পড়ে। এবং কালের বুকে চলতে চলতে দোষগুণ

www.pathagar.com

নিশ্চিত ও স্থায়ীরূপ পরিগ্রহ করে। এক কথায় অসংলগ্ন জনতা জাতিতে পরিণত হয়ে বর্বর স্তর থেকে বেরিয়ে সভ্যতার দিকে পা বাড়ায়। এই বর্বর স্তরকে সম্পূর্ণ ছেড়ে আসতে অনেক সময় লাগে। এবং সেটা সম্ভব হয় শুধু তখনই যখন উক্ত জনসমষ্টি আশা-আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে কালান্তরে কোন একটা আদর্শকে আঁকড়ে ধরতে সক্ষম হয়। এ প্রকার আদর্শের রূপ কি হবে, না হবে সেটা বড় কথা নয়। এটা রোমের ধর্মমত, এথেন্সের শৌর্যবীর্যের কাহিনী বা আল্লার নির্দেশিত পথ (ইসলাম)-এর যে কোনাটাই হতে পারে, যদি কি-না তদন্তর্গত ব্যক্তিবৃন্দকে একই চিন্তা ও ভাব-ধারাতে সংযুক্ত, উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করতে সমর্থ হয়।

এই বিশেষ স্তরে এক নব সভ্যতা জন্ম নেয় যেখানে সামাজিক সংগঠন ও সংস্কাদি, বিশ্বাস ও শিল্পকলা ইত্যাদি বাস্তবিক হয়ে উঠে। জাতি তখন তার আদর্শকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা-পথে দিনকে দিন কীর্তিকলাপ ও শৌর্য-বীর্যের আরো অনেক নজির রেখে যেতে থাকে। এ স্তরে মাঝে মাঝে উক্ত জাতি জনতার মতো অবাঞ্ছিত কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়লেও একথা সত্য যে, সে তার আত্মিক এমন একটা মৌলিক গভীরতা (যা আধুনিককালে 'জাতীয় বৈশিষ্ট্য' নামে বিদিত) অর্জন করে ফেলেছে যার ফলে সে সহজেই সাময়িক বিচ্যুতিকে এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়।

জাতির সৃজনী শক্তির চরম বিকাশ লাভের পরই শুরু হয়, তার অবনতির পালা। যা থেকে মানুষ এমন কি দেবতারা পর্যন্ত রেহাই পায় না। সভ্যতা তার চরম বিকাশের পর একটা জটিলতার পর্যায়ে এসে থেমে যায়। ক্রম-বর্ধমানতা রুদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে তার অধঃপতন শুরু হলে বুঝতে হবে সভ্যতা তার বার্ধক্যে এসে পৌঁছেছে।

এই চরম মুহূর্ত যে নেমে এসেছে তা জানা যায় তখনই যখন দেখি যে জাতি তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এই আদর্শ বিচ্যুতির অনুপাতে জাতির ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থারও ভিত্তিভূমি নড়ে উঠে।

জাতীয় আদর্শ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হওয়ার সাথে সাথে জাতির সেই সমস্ত গুণ কমে আসতে থাকে, যার ভিত্তিতে সে একদিন সুসংহত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। জাতির এই দুর্দিনে বিশিষ্ট একক ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধির প্রখরতা

www.pathagar.com